

ধম্মপদটীকথা

[বৌদ্ধ গল্প]

প্রথম খণ্ড



শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

COMMENTARY NO
DHAMMAPADA

BUDDHIST STORIES

PART I

TWIN VERSES

Text with Bengali Translation

Translated by

Venerable Pt. Silalankara Mahathera

Revised by

Ven. Rajaguru Pt. Dharmadhara Mahathera,
Tatvabhusana, Sutta-Vinaya-Abhidhamma Visarada.

MAHA BODHI BOOK AGENCY

4-A Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73

ধর্মপদার্থকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

ষষ্ঠক বর্গ

— —

(বাংলা অনূবাদ সমেত)

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির

কর্তৃক অনূদিত ।



রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মাধার মহাস্থবির

তত্ত্বভূষণ, সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম-বিশারদ কর্তৃক

সংশোধিত ।



প্রথম খণ্ড

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪-এ বাঁকম চ্যাটার্জীর স্ট্রীট্

কলিকাতা—৭০

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA

By

Silalankara Mahathera

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪, বঙ্গাব্দ ১৪৭৮, (বৈশাখ)

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৬২ ; বঙ্গাব্দ ১৩৮৬

তৃতীয় প্রকাশ : ২০০০ ; বঙ্গাব্দ ১৩৮৪

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street

Calcutta—700 073

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কলিকাতা—৭০০ ০১২

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা (Rs. 130/-)

ISBN 81-87032-27-8

সূচিপত্র

ষমক বঙ্গো (১)

বন্ধু সংখ্যা, কথাবন্ধু	পিঠিঠকো
১। চক্খপালথের বন্ধু	৩
২। মটকুডলী বন্ধু	৫১
৩। থল্লতিস্‌সথের বন্ধু	৭৬
৪। কালিয়ক্‌খিনিয়া বন্ধু	৯২
৫। কোসম্বক বন্ধু	১০৬
৬। চুলকাল মহাকাল বন্ধু	১৩০
৭। দেবদত্তস্‌স বন্ধু (১ম)	১৪৮
৮। অগ্‌গসাবক বন্ধু	১৫৯
৯। নন্দথের বন্ধু	২১৮
১০। চন্দস্দকরিক বন্ধু	২৩৯
১১। ধম্মিক উপাসকস্‌স বন্ধু	২৪৬
১২। দেবদত্তস্‌স বন্ধু (২য়)	২৫৫
১৩। স্দমনা দেবিয়া বন্ধু	২৯১
১৪। দ্বৈ সহায়ক ভিক্‌খনং বন্ধু	২৯৮

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদ অট্টকথা বা টীকা গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য বুদ্ধঘোষ। তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ও শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর লোকোত্তর মনীষা দ্বারা পালি অট্টকথাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে পালি ভাষারও অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। অট্টকথায় তিনি ধম্মপদের প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে একটি উপাখ্যান বিবৃত করেছেন। পণ্ডিত শীলালংকার মহাস্থবির এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (ষমক বঙ্গ) বাংলা ভাষায় অনূবাদ করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪ খ্রীঃ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬২ খ্রীঃ মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘকাল গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য রয়েছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পালি পরীক্ষায় গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য-তালিকা অঙ্গগত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড অসুবিধায় ভুগছেন। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠক সমাজের অসুবিধার বিষয় স্মরণ করে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। পূর্ববর্তী দুই সংস্করণের মত এই সংস্করণটি সকলের আদরণীয় হবে আশা করি।

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

কলিকাতা

১৫ই আগস্ট, ২০০০ খ্রী

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্মপদ অর্থকথার যমক বর্গের বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ধর্মপদ যেমন বিশ্বের সংস্কৃতি অনুরাগী মাগ্রেই পরম আগ্রহে অনুশীলন করেন, উহার অর্থকথাও সেইরূপ সকলের পক্ষে আদরনীয়। বিশেষত ব্রহ্ম, শ্যাম, কন্বোজ, লাওস, ভিয়েৎনাম, সিংহল ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পালি ভাষা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পাঠ্য হিসাবে এই অর্থকথা নির্দিষ্ট আছে। ইহার সহজ বোধ্য গল্পগদ্য ভাষা শিক্ষার পক্ষে উপাদেয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীশীলাঙ্কার মহামহাবীর ১৯৩৪ সালে এই পুস্তকখানি মূল সহ বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করেন। তখন উহা রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ত্রিপিটক গ্রন্থমালায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা দেশের পালি শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ গৃহীত পালি পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানে বইখানি নিঃশেষ হইয়াছে। তজ্জন্য পালি শিক্ষার্থীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। পাঠক বর্গের সর্নিবন্ধ অনুরোধে আমরা মহাবোধি সোসাইটির প্রকাশন বিভাগ হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প করি। গ্রন্থকার মহোদয় সাগ্রহে আমাদেরকে অনুমতি দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীধর্মধার মহামহাবীর গ্রন্থকার হইতে অনুমতি লাভে সাহায্য করিয়াছেন। ইহার পদ্যানুবাদগদ্য গদ্যে পরিবর্তন, প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে সংশোধন ও আদ্যোপান্ত প্রুফ্ দর্শন করিয়া মদ্রণ কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার সক্রিয় সাহচর্য না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশ সহজ হইত না। তিনি সোসাইটির সাপ্তাহিক রবিবারের ধর্মালোচনায় প্রধান ধর্মদেশক, বৃহস্পতিবারের আলোচনায় কদাচিৎ অংশ গ্রহণ করেন এবং উন্নতি জনক কার্যে সহযোগিতা করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। সময়ে প্রুফ্ দেখার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীধর্মকীর্তি মহামহাবীর ধন্যবাদার্থ। এতদ্বারা পালি শিক্ষার্থীদের উপকার হইলে ইহার প্রকাশ সার্থক হইবে। ইতি—

বুদ্ধ জয়ন্তী ২৫০৬,
৪এ, বার্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ
প্রধান সচিব
মহাবোধি সোসাইটি
২০ | ৫ | ৬২

বিবেদন

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মে সন্নিবিষ্ট শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীমদ্থ পঞ্চজ-
নিঃসৃত এক একটি ধৰ্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ। ধৰ্ম্মপদ সম্বুদ্ধের
বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গভ
৪২০টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়েৰ অন্তৰ্গত
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধৰ্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম
চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই
ধৰ্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত.....।

ধৰ্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্তি বিস্তৃত
ব্যাখ্যাকে “**ধৰ্ম্মপদার্থকথা**” বলে। এই ধৰ্ম্মপদার্থ কথা প্রথম সঙ্গীতি কারক
অহং মহাকশ্যপ স্থবির প্রমুখ প্রতিসমুদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীগাশ্রব কত্তৃক
সংগৃহীত হইয়াছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অহং মহেন্দ্র স্থবির
এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত
করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধৰ্ম্মপদার্থ কথা অন্যান্য
দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া কুমারকশ্যপ স্থবিরের
আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী
সুপাণ্ডিত অনবুদ্ধ “**বুদ্ধযোষ**” স্থবির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম
পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “**ধৰ্ম্মপদার্থকথা**” লিখিয়াছিলেন।

এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধৰ্ম্মপদের গাথা
সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক চক্ষুপাল স্থবিরাদি ২৯৯টি
উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধৰ্ম্মাশ্রুর বিহারে অবস্থান করিতে
ছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কত্তৃক
আদিষ্ট ও উদ্ধৃদ্ধ হইয়া ধৰ্ম্মপদার্থকথার প্রথম যমক বর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে
কৃতসঙ্কল্প হই। এই যমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে
সম্পূর্ণ।

ধৰ্ম্মাশ্রুর বিহারে বিবিধ কার্য্য ব্যাপ্ত থাকায় এই ধৰ্ম্মপদার্থকথার
যমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ইহার অনুবাদ ষাহাতে সরল ও স্খবোধ্য হয় তজ্জন্য চেষ্টার গ্রন্থটি
করি নাই ।

আমার গুরুদেব অতি ষত্বেৰ সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া
দিয়া ও একখানা স্খবিস্তৃত সারগৰ্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির-
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । শ্রীষ্মত রাজেন্দ্ৰ বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি,
এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত উত্তমরূপে
দেখিয়া অনেকগুণি শব্দ পরিবৰ্ত্তন ও সংশোধন করিয়া আমাকে চিরানন্-
গৃহীত করিয়াছেন । তজ্জন্য তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি ।

এই গ্রন্থ জনসাধারণ কৰ্ত্তৃক সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক
মনে করিব ।

শ্রাবণী পূৰ্ণিমা

৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট

২৫৭৮ ব্দাব্দ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ ।

শ্রী শীলালঙ্কার স্ববির

ধৰ্ম্মদূত বিহার

রেঙ্গুন ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীশ্রী সম্বৰ্জ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত । ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায় । বি ন য় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায় । আবার সমগ্র * বিনয় পিটককে (আগাদেসনা) আজ্ঞা দেশ না বলা হয়, কেন-না ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন । সূত্র পিটককে (বোহার দেসনা) ব্য ব হা র দেশ না বলা হয়, কেন না ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । অভিধর্ম পিটককে (পরমথ দেসনা) প র ম থ দেশ না বলা হয়, কেন-না পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

অভিধর্ম পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অ ধি প্র জ্ঞা শিক্ষা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বি ভ ঙ্গ, উভয় গ ন্ধ ক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় । অভিধর্ম পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতর খানি মূল গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করিয়াছেন । এখানে কেবল অ ট্ঠ ক থা ও টী কা গুলি কহার দ্বারা প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

* এখ হি বিনয়পিটকং আগারহেন ভগবতা আগাবাহুল্পতো দেসিতস্তা আগাদেসনা, সূত্রপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহুল্পতো দেসিতস্তা বোহার দেসনা, অভিধর্মপিটকং কুসলেন ভগবতা পরমথবাহুল্পতো দেসিতস্তা পরমথদেসনাতি বুদ্ধতি ।

ইতি অট্ঠসালিনী

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ স্থবির প্রণীত—

১। দীঘনিকায়ট্টকথা—সুদমঙ্গল বিলাসিনী। ২। মজ্জিমনিকায়ট্টকথা—পপণ্ডসুদনী। ৩। সংযুক্ত নিকায়ট্টকথা—সারথ্যপকাসিনী। ৪। অঙ্গুত্তর নিকায়ট্টকথা—মনোরথ পুরণী। ৫। জাতকট্টকথা। ৬। সুত্তনিপাতট্টকথা—পরমথ জ্যোতিকা। ৭। ধম্মপদট্টকথা—সঙ্কম্ম জ্যোতিকা। ৮। খুদ্দক-পাঠট্টকথা—পরমথজ্যোতিকা। ৯। বিনয়ট্টকথা—সমন্ত পাসাদিকা। ১০। ধম্মসঙ্গনী অট্টকথা—অট্টশালিনী। ১১। বিভঙ্গট্টকথা—সম্মোহ-বিনোদনী। ১২। পণ্ডপকরণট্টকথা। ১৩। কথ্যাবিতরণী টীকা।

শ্রীমৎ ধম্মপাল স্থবির প্রণীত—

১। ইতি বুদ্ধকট্টকথা—পরমথ দীপনী। ২। বিমানবন্ধু অট্টকথা। ৩। পেতবন্ধু অট্টকথা। ৪। থেরগাথাট্টকথা। ৫। থেরীগাথাট্টকথা। ৬। উদানট্টকথা। ৭। চিরয়াপিটকট্টকথা। ৮। নৈত্তিপকরণট্টকথা। ৯। বিসুদ্ধিমগ্গটীকা। ১০। দীঘনিকায়ট্টকথা টীকা। ১১। মজ্জিম-নিকায়ট্টকথা টীকা। ১২। সংযুক্তনিকায়ট্টকথা টীকা। বিনয় বিমতি-বিনোদনী টীকা। ১৪। সচ্চসংখ্যপ।

শ্রীমৎ উপসেন স্থবির প্রণীত—

১। চুল্লিনন্দেসট্টকথা—সঙ্কম্মপঞ্জ্যোতিকা ও ২। মহানিন্দেসট্টকথা।

শ্রীমৎ মহানান স্থবির প্রণীত—

১। পটিসম্ভিদা মগ্গট্টকথা—সঙ্কম্মপকাসনী ও ২। মহাবংস (১ম ভাগ)। অন্যতম স্থবির প্রণীত—১। অপাদানট্টকথা বিসুদ্ধজনবিলাসিনী।

শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত স্থবির প্রণীত—

১। বুদ্ধবংসট্টকথা—মধুরথ বিলাসিনী ও ২। বিনয় বিনিচ্ছয়ো
(সম্পূর্ণ বিনয়ার্থকথা পদ্যে)

শ্রীমৎ সারীপদ স্থবির প্রণীত—

১। বিনয় সারথ্যদীপনী টীকা। ২। পালিমুত্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো ও ঐ টিকা।

শ্রীমৎ বজ্জিরারাম স্থবির প্রণীত—১। বিনয় বজ্জিরবুদ্ধি টীকা।

শ্রীমৎ জাগর স্থবির প্রণীত—১। বিনয়ট্ঠকথা সমস্তপাসাদিকা যোজনা।

শ্রীমৎ বুদ্ধনাগ স্থবির প্রণীত—১। কঙ্কাবিতরণী টীকা বিনয়খ মঞ্জুসা।

শ্রীমৎ ধর্মশ্রী স্থবির প্রণীত—১। খুন্দসিক্‌খা ও ২। মূলসিক্‌খা

শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত স্থবির প্রণীত—

১। খুন্দসিক্‌খা টীকা সুমঙ্গলম্পাদননী ও ২। মূলসিক্‌খা টীকা।

ব্রহ্মদেশের তম্বদ্বীপ রাজ্যে রতনপুন্ন নগরে তিরিয় পশ্চতবাসী জনৈক
ত্রিপিটকাচার্য্য স্থবির কস্তুর্ক ২১০১ সঙ্গত বর্ষে লিখিত—১। বিনয়ালংকার
টীকা।

শ্রীমৎ আর্যবংশ স্থবির প্রণীত—১। সুত্তসঙ্গহট্ঠকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্থবির প্রণীত—১। অধিভম্মখ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল স্থবির প্রণীত—১। অবিধম্মখসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। ঐ টীকা পরমখদীপনী (লেডি ছেয়াদকৃত)। ৩। ঐ টীকা অশ্চুর

(বিমল স্থবির কৃত) ৪। ঐ টীকা অতুল বিসোধনী। ৫। ঐ টীকা

মণিসার মঞ্জুসা।

ধম্মপদ

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্‌বোল ধম্মপদের এক
অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থ
অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তাকর্ষণ করেন। তদনন্তর
বার্ণফ, গগালি, উফম, ওয়েয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী,
ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে
অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরাজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নান্দ হু ফরাসী
ভাষায়; ১৮৭৮ খৃঃ রেভারেণ্ড বিল্‌ চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ সিম্ফনার তিস্বতীয়
ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিক্ষেত্র টেক্স সোসাইটি
কস্তুর্ক প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড বিল বলেন—চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের
চারিখানি অনুবাদ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর-
নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিয়াছে,
ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয়। এই ধম্মপদ ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। ৪২৩টি
গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে।

ধম্মপদটীকথা

ধম্মপদের অট্টকথা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কত্ত্বক লিখিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাথ নামক পণ্ডিত ম হা বং স নামে সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহানাথের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরোধাপুর নগরে গমন করেন এবং সিংহলীর অ ট্ট ক থা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ স্থবির খৃষ্টপূর্ব ২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্থবির ধম্মপদট্টকথা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই স্থবীর রচিত গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার অ ট্ট কথা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসিতেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্থবির কত্ত্বক প্রার্থিত হইয়া ইহা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধম্ম প দ ট্ট ক থার প্রণেতা মহানাথ রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাহার পরবর্ত্তী কালে অন্য বুদ্ধঘোষ কত্ত্বক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের বহু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কম্পোৎপন্ন মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যলাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহাদ্বারা কথা বলিয়া থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত হইয়াছে :—

“সা মাগধী মূল ভাসা নরা যান্নাদিকম্পিকা,

ব্রহ্মানো চ স্‌সুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ সালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার ন্যায়

সন্মার্জিত নহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রুতি মধুর ও লালিত্য গদ্য বিধায় শুদ্ধ মাগধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মূল্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পা টি পাটি বা পঙক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পালি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা যোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে ঐ ভাষাকে মাগধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতাত্ম্যগণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নিম্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্যন্ত পালি বিশারদ আচার্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শুদ্ধ মাগধী ভাষাকে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া আসিতেছেন।

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,
 ধম্মপদট্ঠকথা চ সোদন্তাভিধানক।
 সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,
 তাসং অট্ঠকথং এতং করোন্তেন সন্নিম্মলং,
 দ্বাসন্ততি পমানায় ভাগবারেহি পালিয়া।

পূর্বেক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি। লঙ্কাধিপতি শীলামঘে বর্ণভয় কশ্যপ সিংহলী ভাষায় এই ধম্মপদট্ঠকথার একখানি **গতিপদখবল্লা** সম্পাদন করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ ধম্মসেন স্থবির রতনাবলী নামে ধম্মপদট্ঠকথার এক সিংহলী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই রতনাবলী হইতেই ধম্মপদট্ঠকথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন কিন্তু ভাব্য সূদন নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা মহামনস্বী
 আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি এই ভাষায়
 উপাখ্যানগুলি এমন প্রাজ্ঞ ভাবসম্পদে পূর্ণ করিয়া রচনা চাতুর্য্য প্রদর্শন
 করিয়াছেন যে পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন।
 এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অন্যত্র বিরল বলিলেও অত্যাঙ্কি
 হয় না। বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া
 পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয়। দৃঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই
 গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এই মহৎ
 অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে
 অবস্থান করি, তখন অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা
 চলিয়া যায়। আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করি,
 তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয়। পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন
 অনুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় ধর্ম্মপদট্ঠকথার অনুবাদ ভার
 আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অপর্ণ করি। তাহার অক্লান্ত
 পরিশ্রমে……আজ ধর্ম্মপদট্ঠকথার ষমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে
 অর্পিত হইল।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বিদর্শনারাম

কানাইমদারী

২৫।৭।৩২ইং

}

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

ধর্মগদ্যকথা

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো

সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স

মহামোহ তমোনন্ধে লোকে লোকান্ত দস্‌সিনা,
য়েন সদ্ধম্ম পজ্জাতো জালিতো জলিতিক্কিনা ।
তস্‌স পাদে নমস্‌সিহ্বা সম্বুদ্ধস্‌স সিরীমতো,
সদ্ধম্মণ্‌স পুজ্জেহ্বা কহ্বা সম্বস্‌স চ জলিং ।
তং তং কারণমাগম্ম ধম্মা ধম্মেসদ্‌ কোবিদো,
সম্পত্তু সদ্ধম্মপদো সখা ধম্মপদং সুভং ।

*

*

*

ধর্মগদ্যকথা

সেই ভগবান অহং সম্যক্‌ সম্বুদ্ধকে নমস্‌কার

(১-২) মহামোহ তমাচ্ছন্ন বিশ্বে সমুজ্জ্বল ঋদ্ধিপ্রভাবে সেই লোকান্ত-
দর্শকত্বক সদ্ধম্ম প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে ; সেই শ্রীমান্‌
সম্বুদ্ধের পাদপদ্মে নমস্‌কার, সদ্ধম্মকে পূজা ও সংঘকে
যত্নাঞ্জলি করি ।

(৩-৪) সেই সেই কারণ উপলক্ষে ধম্মাধিম্মে অভিভূত, সদ্ধম্ম পদ
(লক্ষ্য) সম্প্রাপ্ত শাস্তা করুণাবেগ-সমুৎসাহিত হৃদয়ে দেব
মানবগণের প্রীতি ও আনন্দ বর্কক যেই শুভ ধম্মপদ উপদেশ
করিয়াছেন ;

দেসেসি করুণাবেগ সমুদুসাহিত মানসো.
 যং বে দেবমনুস্‌সানং পীতি-পামোজ্জ বন্ধনং ।
 পরম্পরাভতা তস্‌স নিপুণা অথবল্লনা,
 যা তম্বপল্লি দীপম্‌হি দীপভাসায় স্‌ঠিতা ।
 ন সাধয়তি সৈসানং সত্তানং হিতসম্পদং,
 অম্পেবনাম সাধেয়্য সম্বলোকস্‌স সা হিতং ।
 ইতি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিণা,
 কুমারকস্‌সপেনাহং থেরেন থিরচেতসা ।
 সন্ধম্মট্‌ঠিতিকামেন সন্ধচ্চং অভিযাচিতো,
 তং ভাসং অতিবিথার গতণ্ণ বচনকমং ।
 পহায়ারোপয়িত্বান তন্তু ভাসং মনোরমং,
 গাথানং ব্যঞ্জনপদং যং তথ ন বিভাবিতং ।
 কেবলং তং বিভাবেত্বা সৈসং তমেব অথতো,
 ভাসন্তুরেন ভাসিস্‌সং আবহন্তো বিভাবিন্‌ ;
 মনসো পীতিপামোজ্জং অথধম্মপুণিস্‌সিতন্তি ।

*

*

*

(৫) সেই ধম্মপদের যে নিপুণ-অর্থ বর্ণনা আচার্য্য পরম্পরা
 আহরিত হইয়াছে, যাহা তাম্বপালি (সিংহল) দ্বীপে দ্বীপ
 ভাষায় অবস্থিত ।

(৬) যাহা অপর জনগণের হিত-সম্পদ সাধন করে না, তাহা
 নিশ্চিত রূপে সমগ্র বিশ্বের হিত সাধন করুক ।

(৭-১০) এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্থির চিন্তা, দান্ত, সদাচারী
 ও সন্ধম্মস্থিতিকামী স্থবির কুমার কাশ্যপ দ্বারা সগৌরবে
 অনুরুদ্ধ হইয়া আমি সেই ভাষা এবং অতি বিস্তৃত বাচন
 প্রণালী পরিহার পূর্ব্বক মনোরম পালিভাষায় আরোপ
 করিয়া গাথা সমূহের যে সকল ব্যঞ্জন পদ তথায় বিভাবিত
 হয় নাই, কেবল তাহা প্রকাশ করিব । অবশিষ্ট অর্থ হিসাবে
 তদুপই থাকিবে । আমি বিজ্ঞদের মনের অর্থ ও ধম্ম-সংযুক্ত
 প্রীতি ও আনন্দ আবাহন করিয়া ভাষান্তরে বর্ণনা করিব ।

য়মক বগ্গ । ১

চক্খুপালথের বন্ধ । ১

“মনোপদ্ববঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দুঃখমণ্বেতি চক্কং’ব বহতো পদং”তি ।
অয়ং ধম্মদেসনা কথ ভাসিতা’তি ? সার্থিয়ং ।
কং আরব্ভা’তি ? চক্খুপালথেরং ।

*

*

*

য়মক বর্গ । ১

চক্কপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১

মনঃপদ্ববঙ্গম ধম্ম’চয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;
দোষষদুস্ত মনে যদি কোন একজন,
বলে কোন কথা কিছ্ করি বা করম ;
শকটের চক্ যথা বৃষ পদে ধায়,
দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।

এই ধম্মোপদেশ কোথায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ
করিয়া ? চক্কপাল স্থবিরকে ।

১। সার্বথিয়ং কির মহাসদুবল্লো নাম কুটুম্বিকো
অহোসি অড্টো মহক্কনো মহাভোগো অপদত্তকো । সো
একদিবসং নহানতিথং গন্ড্বা নহাত্বা আগচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে
সম্পন্নসাথং একং বনস্পতিং^১ দিম্বা “অয়ং মহেসক্খায়
দেবতায় অধিগ্গহীতো ভবিস্সত্ত্বী”^২তি । তস্স হেট্টা-
ভাগং সোধাপেত্বা পাকারপরিব্বেপং কারাপেত্বা বালিকং^৩
ওকিরাপেত্বা ধজপতাকং উস্সাপেত্বা বনস্পতিং অলঙ্কারিত্বা
“পদন্তং বা ধীতরং বা লভিত্বা তুম্হাকং মহাসঙ্কারং
করিস্সামী”^৪তি পথনং কত্বা পক্কামি ।

২। অথস্স ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গব্ভো পতিট্টাসি ।
সা গব্ভস্স পতিট্টিত্ত ভাবং ঞ্জত্বা তস্স আরোচেসি ।
সো তস্সা গব্ভ পরিহারং অদাসি । সা দসম্মাসচ্চয়েন

*

*

*

১। শ্রাবস্তীতে মহাসদুবর্ণ নামে এক মহাধনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য
কুটুম্বিক ছিলেন । তিনি ছিলেন অপদ্রব । একদিন তিনি স্নানতীরে গমন
পূর্ব্বক স্নান করিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে শাখাসম্পন্ন এক বনস্পতি
দেখিতে পাইলেন । “এই বৃক্ষটিকে হয়ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয়
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তলদেশ পরিষ্কার করাইলেন,
চারিদিকে প্রাকার বেষ্টন করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং
ধজাপতাকা উত্তোলন করাইলেন, বনস্পতিকে সমলঙ্কৃত করিয়া “পদ্র বা
কন্যা লাভ করিলে আপনার মহাসংকার করিব ।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া
প্রস্থান করিলেন ।

২। অনন্তর তাঁহার ভাৰ্য্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন । ভাৰ্য্যা গর্ভ সত্তার
হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন । তিনি তাঁহার গর্ভ পরিচর্যা ব্যবস্থা

১। ম—বনস্পতিং । ২। ম—বালিকং ।

৩। পদ্পহীন ফলদ বৃক্ষ ; মহাদ্রুম ।

পুত্র বিজায়ি। সেট্টি অন্তনা পালিত বনস্পতিং
নিস্‌সায় লঙ্কাতা তস্‌স ‘পালিতো’তি নামং অকাসি।
অপরভাগে অণ্ড্রং পুত্রং লভি। তস্‌স ‘চুল্লপালো’তি
নামং কহা ইতরস্‌স ‘মহাপালো’তি নামং অকরি। তে
বয়স্পত্তে ঘরবন্ধনে বন্ধিৎসু।

৩। তস্মিৎ সময়ে সখা পবন্তবরধম্মচক্কো অনুপুস্বেনা-
গন্ত্বা অনার্থপিণ্ডিকেন মহাসেট্ঠিনা চতুপল্লাস কোটি ধনং
বিস্‌সজ্জিত্বা কারিতে জেতবন মহাবিহারে বিহরতি
মহাজনং সগ্গমগ্গে চ মোক্‌খমগ্গে চ পতিট্টাপয়মানো।
তথাগতো হি মাতিপক্‌খতো’ অসীতিয়া পিতিপক্‌খতো
অসীতিয়া’তি দ্বেঅসীতি ঐতিকুল সহস্‌সেহি কারিতে
বিহারে একমেব বস্‌সাবাসং বসি। অনার্থপিণ্ডিকেন

*

*

*

করিয়া দিলেন। তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রবস করিলেন। শ্রেষ্ঠী
আপনার প্রতিপালিত বনস্পতির প্রসাদে পুত্র লাভের দরুন তার নাম
রাখিলেন ‘পালিত’। কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ করিলেন।
তাহার ‘চুল্লপাল’ নাম রাখিয়া জ্যেষ্ঠের নাম পরিবর্তন করিয়া ‘মহাপাল’
রাখিলেন। তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

৩। তখন শাস্তা ধম্মচক্ক প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া
প্রাবল্লীতে আসিয়াছিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনার্থপিণ্ডিক কন্ত্ৰক চুয়াম কোটি
মুদ্রা ব্যয়ে নিষ্মিত জেতবন মহাবিহারে জনগণকে স্বৰ্গমার্গে ও মোক্ষমার্গে
প্রতিষ্ঠিত করিতে করিতে বাস করিতেছিলেন। তথাগত মাতৃ পক্ষের অশীতি
সহস্র ও পিতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা
নিষ্মিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন।

কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি, বিসাখায়
সত্তবীসতি কোটিধন পরিচাগেন কারিতে পদ্বারামে
ছ বস্সাবাসে'তি, দ্বিন্নং কুলানং গুণমহত্তং পটিচ্চ সাবাথিং
নিস্সায় পণ্ডবীসতি বস্সাবাসে বসি । অনার্থপিণ্ডকো'পি
বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসস্স দেবারে তথা-
গতস্স উপট্টানং গচ্ছন্তি । গচ্ছন্তা চ—“দহর সামণেরা
নো হথে ওলোকেস্সন্তী”তি তুচ্ছহথা নাম ন গতপদ্বা ।
পদুরেভত্তং গচ্ছন্তা খাদনীয়াদীনি গাহাপেত্বাব গচ্ছন্তি,
পচ্ছাভত্তং পণ্ড ভেসজ্জানি অট্ট চ পানানি । নিবেসনেসু
পন তেসং দ্বিন্নং' ভিক্কুসহস্সানং নিচপণ্ডেত্তানোবা-

*

*

*

অনর্থপিণ্ডক নির্মিত জেতবন বিহারে উনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা
কর্তৃক সপ্তবিংশতি কোটি মদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পদ্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা,
এই দুই কুলের গুণমহত্ত্বের জন্য শ্রাবস্তীকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডবিংশতি বর্ষাবাস
করিয়াছিলেন । অনর্থপিণ্ডক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুই-
বার তথাগতের সেবা করিতে যাইতেন । “তরুণ শ্রামণেরগণ কিছুর প্রাপ্তির
আশায় আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন ।” এই মনে করিয়া তাঁহারা
যাইবার সময় কখনও রিক্ত হস্তে যাইতেন না । পদ্বারাহে যাইবার সময় অনেক
খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পণ্ডবিধ ভৈষজ্য* ও
অষ্টবিধ** পানীয় লইয়া যাইতেন । তাঁহাদের দুইজনের আবাসেও নিত্য দুই
সহস্র ভিক্ষুর জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত । অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্যের মধ্যে

১। ম—দ্বিন্নং দ্বিন্নং

* ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ।

** মধু, কিশ্মিশ, শালদ্রক, কাঠালীকলা, আঁটিকলা, আম, জাম ও
পানীয়ফল এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক্ব না করিয়া ছাঁকিয়া
ভিক্ষুরা ইচ্ছা করিলে বিকালে পান করিতে পারেন ।

সনানি হোন্তি ; অন্নপান ভেসম্ভেজসু য়ো য়ং ইচ্ছতি তস্
 তং যথিচ্ছিতমেব সম্পজ্জতি । তেসু অনার্থপিণ্ডিকেন
 একমেব দিবসম্পি সথা পঞ্হং অপদুচ্ছিত পদুবে। সো
 কির—“তথাগতো বুদ্ধসুখদুমালো খন্তিয়সুখদুমালো,
 উপকারো মে গহপতী”তি ময়্হং ধম্মং দেসেস্হো
 কিলমেয়্যা”তি সথারি অধিমত্ত সিনেহেন পঞ্হং ন
 পদুচ্ছতি । সথা পন তস্মিং নিসিন্নমত্তে য়েব “অয়ং
 সেট্ঠি মং অরক্খিতব্বট্ঠানে রক্খতি । অহং হি
 কম্পসতসহস্সাধিকানি চত্তারি অসংখেষ্যানি অলঙ্কত-
 পটিয়ত্তং অন্তনো সীসং ছিন্দিত্বা অক্খীনি উম্পাটেত্বা
 হৃদয়মংসং উব্বতেত্বা’ পাণসমং পদুদারং পরিচ্চজিত্বা
 পারমিয়ো পুরেস্হো পরেসং ধম্মদেসনথমেব পুরেসিং, এস
 মং অরক্খিতব্বট্ঠানে রক্খতী”তি—একং ধম্মদেসনং
 কথোতি য়েব ।

*

*

*

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেষ্ট লাভ করিতেন । তাঁহাদের মধ্যে
 অনার্থপিণ্ডিক একদিনও শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন
 —“তথাগত বুদ্ধ সুরুমার ক্ষত্রিয় সুরুমার হন: ‘গৃহপতি আমার উপকারক’
 ইহা মনে করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিলে ক্লান্ত হইতে পারেন ।” এই মনে
 করিয়া শাস্তার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না ।
 কিন্তু তিনি বসিবামাত্র “এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয়স্থানে রক্ষা করিতেছে ।
 আমি যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কম্পকাল নিজের অলঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির
 ছেদন করিয়া, চক্ষুযুগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম
 স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী সমূহ পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্ম-
 দেশনা করিবার জন্যই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় স্থানে রক্ষা
 করিতেছে ।” শাস্তা ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সার্বথিয়ং সত্তমন্দুস্-সকোটিয়ো বসন্তি । তেসু
সথু ধম্মকথং সুত্তা পণ্ডকোটিমত্তা মন্দুস্-সা অরিয়সাবকা
জাতা, ত্বে কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেসু অরিয়সাবকানং
দ্বয়েব কিচ্ছানি অহেসুং, পুৱেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাভত্তং
গচ্ছমালাদিহত্তা বথভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্তা ধম্ম-
সবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালো অরিয়সাবকে গন্ধমালা-
দিহত্তে বিহারং গচ্ছন্তে দিম্বা “অয়ং মহাজনো কুহিং
গচ্ছতী”তি পুচ্ছিত্বা “ধম্মসবণায়”তি সুত্তা ‘অহম্পি
গমিস্সামী’তি গত্ত্বা সথারং বন্দিষ্বা পরিসপরিয়ন্তে
নিসীদি ।

*

*

*

৪। সেই সময় শ্রাবস্তীতে সাত কোটি লোক বাস করিতেন। তাহাদের
মধ্যে পাঁচকোটি শাস্ত্রার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ষাশ্রাবক হইয়াছিলেন ; দুই-
কোটি মাত্র পুথকজন * ছিল। আর্ষাশ্রাবকদের এই দুইটি কর্তব্য ছিল।
ভোজনের পুর্বে আহাৰ্য্য বস্তু দান দিতেন এবং আহাৰাস্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য
ও পানীয়াদি সঙ্গে-নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্য
বিহারে যাইতেন।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ষাশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুৎপমালা
হস্তে বিহারে যাইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায়
যাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন—“ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন।” তাহা
শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিহারে গিয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা-
পুর্বেক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

* যাহারা নিম্নাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

৬। বুদ্ধা চ নাম ধম্মং দেসেন্তা সরণসীলপব্বজাদীনং
উপনিবসসয়ং ওলোকেহা অজ্ঞাসয়বসেন ধম্মং দেসেন্তি।
তস্মা তং দিবসং সথা তসস্ উপনিবসসয়ং ওলোকেহা ধম্মং
দেসেন্তো আনুপদুস্বীকথং কথেসি ; সেয়্যথীদং—দানকথং
সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং
নেক্খম্মে চ আনিসংসং পকাসেসি। তং সুত্তা মহাপালো
কুটুম্বিকো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তং পদুত্তরো বা
ভোগা বা নানুগচ্ছন্তি, সরীরম্পি অন্তনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,
কিংমে ঘরাবাসেন? পব্বজিস্সামী”তি। সো দেসনা
পরিয়োসানে সথারং উপসংকমিস্সা পব্বজং য়াচি। অথ নং
সথা “নথি তে কোচি আপদুচ্ছিতস্বয়দুত্তকো ঐতী”তি
আহ।

“কনিট্ঠ ভাতা পন মে ভতে, অথী”তি।

*

*

*

৬। বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যাদির
উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়াই তাহার অভিপ্রায় অনুসারে উপদেশ
দিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া
ধর্মদেশনা করিতে করিতে আনুপদুস্বী কথ্য করিলেন; যথা—দানকথ্য,
শীলকথ্য, স্বর্গকথ্য, কাম (গুণ { সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্রেশ এবং
নিষ্কামের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন। তাহা শ্রুতিয়া মহাপাল
কুটুম্বিক ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক গমন কালে পুত্র, কন্যা কিংবা ভোগ-
সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও নিজের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার
কি হইবে? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে
যাইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার
কি বিদায় নিয়া আসার মত কোন আত্মীয় নাই?”

“ভগ্নে! আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে।”

“তেনহি তং আপদুচ্ছা”তি ।

৭। সো’সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্ত্বা সখ্যং বন্দিহা গেহং
গন্ধা কণিট্ঠং পক্কোসাপেত্বা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে
সবিণ্ণ্ণাণকবিণ্ণ্ণাণকং ধনং কিণ্ণি অথি সস্বন্তং তব
ভারো, পটিপম্জ্জাহিনং”তি ।

“তুমেহ পন কিং সামী”তি ?

“অহং সখদুসন্তিকে পস্বজিসুসামী”তি ।

“কিং কথেসি ভাতিক ! হুং মে মাতরি মতায় মাতা বিয়,
পিতরি মতে পিতা বিয় লক্কো ; গেহে বো মহাবিভবো,
সক্কা গেহং অস্সাবসন্তেহেব পদুণ্ণ্ণাণি কাতুং, মা এবং
অকথা”তি ।

‘তাত, ময়া সখদুস্মদেসনা সুতা, সখারা হি সগ্হ-
সুখদুমং তিলকথং আরোপেত্বা আদিমস্সপরিয়োসানে

*

*

*

“তবে তাহার নিকট হইবে বিদায় নিয়া আস ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অননুমোদন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্ব্বক
গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন—“ভাই, এই কুলে
স্বাবর-জঙ্গম বাহা কিছ্ ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর, তুমি তাহা
গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শাস্তার নিকট প্ররজিত হইব ।”

“কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার ন্যায়, পিতার
মৃত্যুতে পিতার ন্যায় পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাবিভব বস্তুমান । গৃহে
বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শাস্তার ধৰ্ম্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি সৎকামাদুসৎকাম ভাবে
ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া আদি, মধ্য ও অবসানে কল্যাণময় ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যা

কল্যাণধম্মো দেসিতো, ন সা সেক্কা আগারমম্বে বসন্তেন
পুৱেতুং ; পম্বজিস্সামি তাতা”তি ।

“ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পম্বজিস্-
সথা”তি ।

“তাত, মহল্লকস্স হি অন্তনো হথপাদাপি অনস্সবা
হোন্তি ন বসে বত্তন্তি, কিমঙ্গপন ঞ্জাতকা । স্বাহং তব
বচনং নকরোমি, সমণপটিপত্তিং পুৱেস্সামী”তি ।

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনস্সবা,
য়স্স সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিস্সতী”তি ।

“পম্বজিস্সামেবাহং তাতা”তি তস্স বিরবন্তস্সেব
সথু সন্তিকং গন্ত্বা পম্বজ্জং য়াচিহ্বা লদ্ধপম্বজ্জুপসম্পদো
আচরিয়ুপম্বায়ানং সন্তিকে পণ্ডবস্সানি বসিহ্বা বদুথ-

*

*

*

করিয়াছেন । গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না ; আমি প্রব্রজিত
হইব, ভাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না, জ্ঞাতিগণের
আর কথাই বা কি ! তাই আমি তোমার কথা রক্ষা করিব না, শ্রবণরত
পরিপূর্ণ করিব ।”

“যাহার জরাজজ্জরিত হস্তপদ অকস্মণ্য ও শক্তিহীন হয়,
সে কি প্রকারে ধর্ম্ম আচরণ করিবে ?”

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন সত্ত্বেও তিনি
শান্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা
লাভ করিয়া আচার্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বস্‌সো পবারেছা সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা পদীচ্ছ—

“ভন্তে, ইমস্মিং সাসনে কতি ধরানী”তি ?

“গন্হধরং বিপস্‌সনাধরন্তি স্বে য়েব ধরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গন্হধরং কতমং বিপস্‌সনাধরং”তি ?

“অন্তুনো পঞ্‌ঞানদরুপেন একং বা স্বে বা নিকায়ে, সকলং বা পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্‌গগ্‌হিত্বা তস্‌স ধারণং কথনং বাচনন্তি ইদং গন্হধরং নাম । সল্লহ্‌দ-কব্দান্তিনো পন পন্‌হসেনাসনাভিরতস্‌স অন্তভাবে খয়বয়ং পট্‌ঠপেত্বা সাতচ্চাকিরিয়বসেন বিপস্‌সনং বড্‌ঢ়েত্বা অরহত্ত-গহগন্তি ইদং বিপস্‌সনাধরং নামা”তি ।

*

*

*

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস^১ শেষ করিয়া প্রবারণার^২ পর শান্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে এই শাসনে কয়টি ধর ?”

“গ্রন্হধর ও বিদর্শনধর দুইধর, ভিক্ষু ।”

“ভন্তে ! গ্রন্হধর ও বিদর্শনধর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রন্হধর । লঘুবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমান্ধ বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়ব্যয়ের ভাব অবলোকন করা এবং সততক্রিয়াবশে বা অদম্য উৎসাহে বিদর্শন বাড়াইয়া অহং লাভের নাম বিদর্শনধর ।”

১। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

২। দোষ হইলে বলিবার জন্য অপরকে আরাধনা করা ।

“ভন্তে, অহং মহল্লককালে পম্বজিতো গন্ধধুরং পুরেতুং
ন সন্ধিস্সামি বিপস্সনাধুরং পন পুরেস্সামি কস্মট্-
ঠানম্মে কথেথা”^১তি ।

৮। অথস্স সথা য়াব অরহত্তা^২ কস্মট্ঠানং কথেসি ।
সো সথারং বন্দিত্বা অন্তনা সহগামিনো ভিক্খু পরিয়-
সন্তো সট্ঠি ভিক্খু লভিত্বা তেহি সন্ধিং নিক্খমিত্বা
বীসংযোজনসতং মগ্গং গম্বা একং মহন্তং পচ্ছন্তগামং পত্বা
তথ সপরিবারো পিণ্ডায় পার্বিসি । মনুস্সা বত্তসম্পন্নে
ভিক্খু দিম্বা পসন্নচিত্তা আসনানি পঞ্ঞাপেত্বা নিসীদা-
পেত্বা পণীতেনাহারেন পরিবিসিত্বা “ভন্তে, কুহিং অয়্যা
গচ্ছন্তী”^৩তি পদুচ্ছিত্বা “য়থা ফাসুকট্ঠানং উপাসকা”^৪তি

*

*

*

“ভন্তে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে পারিব
না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কস্মস্থান’ ** সম্বন্ধে বলুন ।”

৮। অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত্ব কস্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।
তিনি শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না অব্বেষণ
করিলেন । ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি 'তাঁহাদের সহিত
নিষ্ক্ৰমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এক বৃহৎ
প্রত্যস্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন । লোকেরা
নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন সজ্জিত করাইলেন এবং
তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“ভন্তে জাৰ্য্যগণ ! আপনারা কোথায় বাইতেছেন ?”

“সুবিধা জনক স্থানে, উপাসকগণ !”

১। ম—অরহত্তং ।

** ভাবনা ।

বুদ্ধে পণ্ডিতমনুস্সা বস্সাবাসং সেনাসনং পরিয়েসন্তি
 ভদন্তা”তি এত্বা “ভন্তে, সচে অয়্যা ইমং তেমাং ইধ
 বসেয়্যং ময়ং সরণেসু পতিট্ঠায় সীলানি গণ্হেয়্যামা”তি
 আহংসু। তেপি “ময়ং ইমানি কুলানি নিস্সায় ভবনিস্-
 সরণং করিস্সামা”তি অধিবাসেসুং। মনুস্সা তেসং
 পটিএৎএৎ গহেত্বা বিহারং পটিজ্জগ্গিত্বা রত্তিট্ঠান
 দিবাট্ঠানানি সম্পাদেত্বা অদংসু। তে নিবন্ধং তমেব গামং
 পিণ্ডায় পবিসন্তি। অথ তে একো বেজ্জো উপসংকমিত্বা
 “ভন্তে, বহুন্নং বসনট্ঠানে অফাসু কাম্পি নাম হোতি,
 তস্মিং উপন্নে ময়ং হং কথেয়্যাথ, ভেসজ্জং করিস্সামী”তি
 পবারেসি। থেরো বস্সদুপনায়িক দিবসে তে ভিক্খু

*

*

*

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপযোগী
 বাসস্থানের অবেষণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভস্কে আৰ্য্য-
 গণ! আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, তবে আমরা শরণে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব।” ভিক্ষুরাও এই মনে করিয়া তাঁহাদের
 প্রস্তাবে সম্মত হইলেন যে “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ভব-
 দুঃখের অবসান করিব।” লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার
 সংস্কার করিয়া রাত্রি স্থান, দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাঁহারা
 নিত্যই সেই গ্রামে পিণ্ডের জন্য প্রবেশ করিতেন। অনন্তর এক বৈদ্য আসিয়া
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভস্কে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখাদি
 হইয়া থাকে, আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব।”
 এই বলিয়া নিমন্ত্ৰণ করিলেন। স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে সেই

আমন্তেহা পদ্বিচ্ছ—“আবদুসো ইমং তেমাংসং কতীহি
ইরিয়াপথেহি বীতিনামেস্‌সথা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবদুসো, পতিরূপং ? ননু অম্পমন্তেহি
ভবিতব্যং ? ময়ং হি ধরমানস্‌স বুদ্ধাস্‌স সন্তিকে’
কম্মট্ঠানং গহেহা আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সন্ধা সাঠেয়ো
আরাধেতুং, কল্যাণজ্ঞাসয়েন হেতে আরাধেতব্বা । পমন্তস্‌স
চ নাম চত্তারো অপায়া সকেগেহ সদিসা, অম্পমন্তা
হোথাবদুসো”তি ।

“তুম্‌হে পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেস্‌সামি, পিট্ঠিং

*

*

*

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবদুস ** তোমরা এই
তিন মাস কয় ইরিয়াপথে* অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইরিয়াপথে, ভন্তে !”

“আবদুস, ইহা কি সমীচীন ? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে কি ? আমরা
জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কম্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে শঠতাদ্বারা
আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ ভিভ্লাষ দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে
হয় । প্রমত্তের পক্ষে চারি অপার x স্বীয় গৃহ সদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত
হও, আবদুস ।”

“ভন্তে ! আপনি ?”

“আমি তিন ইরিয়াপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ প্রসারিত করিব

১। ম—সম্বন্ধ ।

** ভিক্ষুদের মধ্যে বয়স্কগণ্ঠের প্রতি আহ্বান, বন্ধ ।

* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইরিয়াপথ বলে

x নরক, তিৰ্য্যগ, প্রেত ও অসুর লোক ।

ন পসারেস্সামি আব্দুসো”তি ।

“সাধু ভন্তে, অপ্পমত্তা হোথা”তি ।

৯। থেরস্স নিন্দং অনোক্কমন্তস্স পঠমমাসে
অতিক্কন্তে অক্কখিরোগো উম্পজ্জি ; ছিদ্রঘটতো উদকধারা
বিয় অক্কখীহি ধারা পগ্ঘরন্তি । সো সম্বরন্তিং সমগ-
ধম্মং কত্ত্বা অরুণ্ণদুগ্গমেনে গন্তং পাবিসিত্ত্বা নিসীদি ।
ভিক্কখু ভিক্খাচারবেলায় থেরস্স সন্তিকং উপসংকমিত্ত্বা
“ভিক্খাচারবেলায়ং ভন্তে”তি আহংসু ।

“তেনহাব্দুসো গগ্গথ পত্তচীবরং”তি অন্তনো পত্তচীবরং
গাহাপেত্ত্বা নিক্কখিমি । ভিক্কখু তস্স অক্কখী পগ্ঘরন্তে
দিস্স্বা “কিম্মেত্তং ভন্তে”তি পদুচ্ছিংসু ।

“অক্কখী মে আব্দুসো, বাতা বিম্বাস্তী”তি ।

*

*

*

না আব্দুস ।”

“সাধু ভন্তে, অপ্পমত্ত হউন ।”

৯। স্থবির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই তাহার
চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল । ছিদ্রঘট হইতে জলধারার ন্যায় চক্ষু যুগল
হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল । তিনি সারারাত্রি শ্রমণধম্ম অনুষ্ঠান
করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন ।
ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া
কহিলেন—“ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে ।”

“তাহা হইলে আব্দুস, পাত্ত-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের
পাত্ত-চীবর গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন । ভিক্ষুগণ তাহার সজলধারচক্ষু
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এ কি ?”

“আব্দুস, আমার চক্ষু বায়ুবিদ্ধ হইয়াছে ।”

“নন্দ ভন্তে, বেজেনম্‌হা পবারিতা ? তস্‌স কথেমা”তি ।

“সাধাব্দসো”তি ।

১০। তে বেজেনস্‌স কথয়িংস্‌স । সো তেলং পচিহ্না পেসেসি । থেরো নাসায় তেলং আসিগ্‌স্তো নিসিন্‌কোব আসিগ্‌স্তা অন্তোগামং পার্বিসি । বেজেনা দিম্বা আহ—

“ভন্তে, অয়াস্‌স কির অক্‌খী বাতো বিজ্জ”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিহ্না পেসিতং, নাসায় বো আসিগ্‌স্ত”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ইদানি কীদিসং”তি ?

“রুজ্‌তেব উপাসকা”তি ।

•

•

•

“ভন্তে, বৈদ্য আমাদের চিকিৎসার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন নহে কি ? তাঁহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আব্দস ।”

১০। ভিক্ষুরা বৈদ্যকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন । স্থবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল সিঞ্জন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । বৈদ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“ভন্তে, আর্যের চোখে না-কি বার্তাবদ্ধ হইতেছে ?”

“হাঁ, উপাসক !”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি নাকে আসেচন করিয়াছেন ?”

“হাঁ উপাসক !”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক !”

১১। বেজ্জো “ময়া একবারেনেব ব্দপসমনসমথং তেলং
পহিতং, কিন্নুখো রোগো ন ব্দপসন্তো”তি চিন্তেত্বা
“ভন্তে, নিসীদিদ্বা বো আসিন্তুং নিপজ্জিত্বা”তি পদাচ্ছি।
থেরো তুণ্হী অহোসি, পদনপ্পদনং পদাচ্ছিন্নমানোপি ন
কথেসি। সো “বিহারং গন্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং
ওলোকেস্সামী”তি চিন্তেত্বা “তেনহি ভন্তে, গচ্ছথা”তি
থেরং বিস্সজ্জিত্বা বিহারং গন্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং
ওলোকেন্তো চক্কমণ-নিসীদনট্ঠানমেব দিম্বা সয়নট্ঠান
মদিম্বা “ভন্তে, নিসিন্বেহি বো আসিন্তুং নিপন্নেহী”তি
পদাচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি।

*

*

*

১১। বৈদ্য চিন্তা করিলেন—“আমি একবার প্রয়োগেই উপশম-
সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি?”
চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, তৈল বসিয়া আসেচন
করিয়াছিলেন, না শুইয়া করিয়াছিলেন?” স্থবির নীরব রহিলেন, পদনঃপদন
জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না। চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন—
“বিহারে গিয়া স্থবিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে।” প্রকাশ্যে কহিলেন—“তাহা
হইলে ভন্তে, আপনি এখন যান।” স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে
গেলেন। সেইখানে স্থবিরের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।
তিনি তাহার চক্কমণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন,
শয়নস্থান দেখিলেন না। তিনি স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে,
আপনি কি বসিয়া তৈল আসেচন করিয়াছেন, না শুইয়া।” স্থবির নীরব
রহিলেন।

“মা ভণ্ডে, এবমকথ সমগধম্মে নাম সরীরে যাপেণ্ডে
সক্কা কাতুং, নিপজ্জিহ্বা অসিগুথা”তি পদনম্পদনং য়াচি।

১২। “গচ্ছথাবদুসো মণ্ডেহ্বা জানিস্সামী”তি।
থেরস্স চ তথ নেব এতী ন সালোহিতা অথি, কেন
সন্ধিং মণ্ডেহ্বা ? করজকায়েন পন সন্ধিং মণ্ডেহ্বো—“বদেহি
তাব আবদুসো পালিত, ত্বং কিং অকখী ওলোকেস্সসি
উদাহু বুদ্ধসাসনন্তি ? অনমতগ্গস্মিং হি সংসারবট্টে তব
অনকখিককালসস্ গণনা নথি। অনেকানি পন বুদ্ধসতানি
বুদ্ধসহস্সানি অতীতানি, তেসু তে একবুদ্ধোপি ন
পরিচিন্নো, ইদানি ইমং অতোবস্সং তয়ো মাসে ন
নিপজ্জিস্সামী”তি তে মানসং বদ্ধং ; তস্মা চক্কদ্বিনি তে
নস্সন্তু বা ভিজ্জন্তু বা বুদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা চক্-

*

*

*

চিকিৎসক ‘পদনঃপদন অনুরোধ করিয়া কহিলেন—“ভণ্ডে, আর এমন
করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমগধম্ম পালন করিতে পারিবেন ; শূইয়া
তৈল আসেচন করিবেন।”

১২। “যাও আবদুস, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।” সেইখানে
হুবিরের জ্ঞাত বা স্বলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন কাহার
সঙ্গে ? হুবির অশুভ কায়ের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—“আবদুস
পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ক চাও, না বুদ্ধশাসন চাও ? আদি-
অন্ত বিরহিত সংসারবট্টে কত কাল যে চক্কদ্বীন ছিলে তাহার গণনা
নাই। কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও
তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া
সঙ্কল্প করিয়াছ ; কাজেই তোমার চক্ক নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ
শাসনকেই ধরিয়া থাক, চক্ককে নয়।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

খুঁদনী”তি । ভূতকায়ং ওবদন্তো ইমা গাথা অভাসি :—

“চক্খুনি হায়ন্তি মামায়িতানি
সোতানি হায়ন্তি তথৈব দেহো,
সব্বম্পিদং হায়তি দেহনিস্সি তং
কিং কারণা পালিত ভুং পমজ্জসি ?

চক্খুনি জীরন্তি মামায়িতানি
সোতানি জীরন্তি তথৈব কায়ো,
সব্বম্পিদং জীরতি কায়নিস্সি তং
কিং কারণা পালিত ভুং পমজ্জসি ?

চক্খুনি ভিজ্জন্তি মামায়িতানি
সোতানি ভিজ্জন্তি তথৈব রূপং,

*

*

*

এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

মমত্ব বোধক চক্ষুদুগল ক্ষয় হইতেছে, কর্ণদ্বয় ক্ষয় হইতেছে, সেই-
রূপে দেহ এবং দেহাশ্রিত এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষয় হইতেছে । হে
পালিত ! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ ?

মমত্ববোধক চক্ষুদুগল জীর্ণ হইতেছে, কর্ণদ্বয় জীর্ণ হইতেছে, সেই-
রূপে কায় এবং কায়শ্রিত এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীর্ণ হইতেছে । হে
পালিত ! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ ?

মমত্ববোধক চক্ষুদুগল নষ্ট হইতেছে, কর্ণদ্বয় নষ্ট হইতেছে, সেইরূপে
রূপ এবং রূপাশ্রিত এই সমস্ত নষ্ট হইতেছে ।

সব্বম্পদং ভিজ্জতি রূপনিস্সিতং
কিং কারণা পালিত ভ্ণ পমজ্জসী ?”তি ।

১৩। এবং তীর্হি গাথাহি অন্তনো ওবাদং দত্তা
নিস্সিন্নকোব নথুদকম্মং কত্তা গামং পিন্ডায় পাবিসি ।
বেজ্জো দিম্বা “কিং ভন্তে, নথুদ কম্মং কতং ?”তি পদ্বিচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কীদিসং ভন্তে”তি ।

“রূজতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিত্তা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিত্তাতি ?

১৪। থেরো তুণ্হী অহোসি । পদ্বনম্পদনং পদ্বিচ্ছয়-
মানোপি ন কিণ্ঠ কথেসি । অথ নং বেজ্জো “ভন্তে তুম্হে

*

*

*

হে পালিত ! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ ?

১৩। এইরূপে গাথাগুণে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই
নাসিকায় তৈল সিঞ্জন করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, নস্য কর্ম
করিয়াছেন কি ?”

“হঁ, উপাসক !”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে, ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক !”

“শুইয়া করিয়াছেন, না বসিয়া করিয়াছেন ?”

১৪। স্থবির নীরব রহিলেন । পদ্বনঃপদ্বন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু
বলিলেন না । অনন্তর বৈদ্য তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

সম্পায়ং ন কৰোথ, অজ্জপট্টায় অসদুকেন মে তেলং পক্কন্তি মাৰ্দ্দিত্থ, অহম্পি ময়া বো তেলং পক্কন্তি ন বক্খামী”তি আহ। সো বেজ্জেন পচ্চক্খাতো বিহারং গন্ত্বা “বেজ্জেনাপি পচ্চক্খাতোসি ইরিয়াপথং মা বিস্‌সজ্জ সমণা”তি।

“পটিক্খন্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাসি বিবজ্জিতো, নিয়তো মচ্ছুরাজস্‌স কিং পালিত পমজ্জসী”তি।

১৫। ইমায় গাথায় অন্তানং ওবদিহা সমগধম্মং অকাসি। অথস্‌স মত্ত্বমে যামে অতিক্কন্তে অপদ্বং অচরিমং অক্খীনি চেব কিলেসা চ পভিজ্জিসু। সো সুক্খাবিপস্‌সকো অরহা হুহ্বা গম্ভং পবিসিহা নিসীদি। ভিক্‌খু ভিক্‌খাচারবেলায় আগন্ত্বা।

“ভিক্‌খাচারকালো ভন্তে”তি আহংসু।

* .

* .

*

করিতেছেন না, অদ্য হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তৈল পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার জন্য তৈল পাক করিয়াছিলাম।” তিনি বৈদ্য কত্ত্বক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে গমন পদ্বক নিজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“শ্রমণ, বৈদ্যও তোমাকে ত্যাগ করিল, ‘ইষ্যাপথ’ ত্যাগ করিওনা।”

হে পালিত! চিকিৎসায় তুমি বৈদ্য কত্ত্বক বজ্জিত হইয়াছ; নিশ্চিত মৃত্যুরাজের অধীন হইয়াছ, আর কেন প্রমত্ত হইতেছ?

১৫। এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ ধম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পদ্বর্ষেও নয় পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেশ (পাপ) দুই নষ্ট হইল। তিনি সুক্ষ্মবিদর্শক অহং হইয়া কক্ষে প্রবেশ পদ্বর্ষক উপবেশন করিলেন। ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে ভিক্ষুরা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, ভিক্ষাচর্যার সময় হইয়াছে।”

“কালো আব্দুসো”তি ?

“আম্ন ভন্তে”তি ।

“তেন হি গচ্ছথা”তি ।

“তুমহে পন ভন্তে”তি ।

“অক্খীনি মে আব্দুসো পরিহীনানী”তি ।

১৬। তে তস্স অক্খীনি ওলোকেহা অস্সদ্দ
পদ্বনেন্তা হদ্দহা “ভন্তে, মা চিন্তায়িথ মস্সং বো পটিজ্জগ্-
গিস্সামা”তি থেরং অস্সাসেহা কন্তব্বয়দ্দন্তকং বন্তপটিবন্তং
কহা গামং পর্বাসিংসদ্দ । মনদ্দস্সা থেরং অদিম্বা “ভন্তে,
অম্হাকং অয়্যা কুহিং”তি পদ্বচ্ছিহা তং পর্বন্তং সদ্দহা
য়াগদ্দং পেসেহা সস্সং পিণ্ডপাতং আদায় গন্তা থেরং বন্দিহা

*

*

*

*

*

“আব্দুস, সময় হইরাছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“ভন্তে আপনি ?”

“আব্দুস, আমি চক্কুহীন হইয়াছি ।”

১৬। তাঁহারা তাঁহার চক্কু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন—
“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না ; আমরা আপনার সেবা করিব ।”
তাঁহারা স্থবিরকে আশ্বস্ত করিয়া এবং যথাকর্তব্য তাঁহার সেবাসুশ্রুসা
করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে
দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আমাদের আর্ষ্য
কোথায় ?” তাঁহারা তাঁহাদের মূখে সেই বস্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার
জন্য যাগদ্ পাঠাইয়া দিল এবং নিজেরা তাঁহার জন্য
আহার্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে যাইয়া স্থবিরকে

পাদমূলে পবটুমানা রোদিত্বা “ময়ং ভন্তে, পটিজগ্গিস্-
সাম তুম্হে মা চিন্তয়িত্বা”তি সমস্ সাসেত্বা পক্কমিস্‌দু ।
ততো পট্ঠায় নিবন্ধং য়াগদুভন্তং বিহারমেব পেসেন্‌তি ;
থেরোপি ইতরে সট্ঠিভিক্‌খু নিরন্তরং ওবদতি, তে
তস্‌সোবাদে ঠত্বা উপকট্ঠায় পবারণায় সম্বেব সহপটি-
সম্ভিদাহি অরহন্তং পাপদুগিস্‌দু । তে বদুথবস্‌স্য চ পন
সথারং দট্ঠকামা হুত্বা থেরং আহংসু—“ভন্তে, সথারং
দট্ঠকামম্‌হা”তি । থেরো তেসং বচনং সুত্বা চিন্তেসি ।
“অহং দুস্বলো অন্তরামগ্গে চ অমনদুস্‌সপরিগ্গহীতা
অটবী অপি, য়ি এতেহি সন্ধি গচ্ছন্তে সম্বে কিলমিস্-
সন্তি, ভিক্‌খম্পি লভিতুং ন সন্ধিস্‌সন্তি, ইমে পদুরেত-
রমেব পেসেস্‌সামী”তি । অথ নে আহ—“আবুসো

*

*

*

বন্দন করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহারা
বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্ত্বাবধান
করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল ।
সেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই য়াগ ও ভাত পাঠাইতে
লাগিল । শ্রবিরও অপর ষাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন ।
তাঁহারা শ্রবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই
প্রতিসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা
শাস্ত্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রবিরকে কহিলেন—“ভন্তে, আমরা
শাস্ত্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” শ্রবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা
করিলেন—“আমি দুস্বল, পথিমধ্যে অমনদুয্য পরিগ্গহীত বন আছে ; আমি
যদি ইহাদের সঙ্গে যাই, তবে সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহা-
দিগকে পদুর্বেই পাঠাইয়া দিব ।” অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—

তুম্হে পদুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুম্হে পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দদুস্বলো অন্তরামগ্গে চ অমনদুস্পরিগ্গহীতা
অটবী অথি, ময়ি তুম্হেহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সম্বে কিল-
মিস্সথ, তুম্হে পদুরতো গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং করিথ, ময়ং তুম্হেহি সন্ধিঞ্চেঞব
গমিস্সামা”তি ।

“মা বো আবদুসো, এবং রুচ্ছিথ এবং সন্তে ময়্হং
অফাসদুকং ভবিস্সতি, ময়্হং কণিটেঠা তুম্হে দিম্বা
পদুচ্ছিস্সতি, অথস্স মন চক্খুদুং পরিহীনভাবং আরো-
চেয়্যাথ ; সো ময়্হং সন্তকং কণিণ্ণদেব পহিণিস্সতি, তেন

*

*

*

“আবদুস, তোমরা পদুস্বে য়াও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দদুস্বল, পথিমধ্যে অমনদুস্যাশ্রিত বন আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে
গমন করিলে সকলেই কণ্ট পাইবে, তোমরা পদুস্বে য়াও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই য়াইব ।”

“আবদুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার অসুবিধা
হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথা জিজ্ঞাসা
করিবে, তাহাকে আমার চক্ষুহানির বিষয় বলিও । সে আমার নিকট
কাহাকেও পাঠাইবে. আমি তাহার সহিত য়াইব । তোমরা আমার আদেশে

সন্ধি আগচ্ছিস্সামি, তুম্হে মম বচনেন দসবলণ্ণ অসীত্তি-
মহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়োজ্জেসি ।

১৭ । তে থেরং খমাপেত্বা অন্তোগামং পর্বাসিংসু ।
মনুস্সা তে নিসীদাপেত্বা ভিক্খং দত্ত্বা “কিং ভন্তে,
অয়্যানং গমনাকারো পঞ্ণায়তী”তি ?

“আম উপাসকা সথারং দট্ঠকামম্হা”তি ।

তে পদ্বনুপদ্বনং য়াচিহ্না তেসং গমনচ্ছন্দমেব এত্বা
অনুগম্হা পরিদেবিত্বা নিবত্তিংসু । তেপি অনুপদ্বনেন
জেতবনং গম্হা সথারণ্ণ মহাথেরে চ থেরস্স বচনেন বন্দিত্বা
পদ্বনদিবসে যথ থেরস্স কণিট্টো বসতি তং বীথিং

*

*

*

দশবল* ও অশীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিবে ।” এই বলিয়া তিনি
তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ।

১৭ । তাঁহাদের কোন গ্রুটি হইয়া থাকিলে স্থবিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া
তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন
করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথাও
যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্ত্রকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ।”

তাহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্য পদ্বনুপদ্বন বলিয়াও যখন জানিল যে
একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন
করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া
জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্ত্রকে ও মহাস্থবির দিগকে স্থবিরের
কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন । পরদিবস স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন ।

পিণ্ডায় পর্বসিংস্। কুটুম্বিকো তে সঞ্জানিহা নিসীদাপেহা
কতপটিসংহারো “ভাতিকথেরো মে কুহিং”তি পদ্বিচ্ছ।
অথস স তে তং পবন্তিং আরোচেস্। সো তেসং পাদমূলে
পবট্টেন্তো রোদিহা পদ্বিচ্ছ—“ইদানি ভন্তে, কিং
কাতম্বং”তি ?

“থেরো ইতো কস্‌সচি গমনং পচ্চাসিংসতি, গতকালে
তেনসন্ধিং আগমিস্‌সতী”তি ।

“অয়ং মে ভন্তে, ভাগিনেয়্যো পালিতো নাম এতং
পেসেথা”তি ।

এবং পেসেতুং ন সন্ধা মগ্গে পরিপন্থো অথি ;
পম্বাজেহা পেসেতুং বট্টতী”তি ।

“এবং কহা পেসেথ ভন্তে”তি ।

*

*

*

কুটুম্বিক ‘চুল্লপাল’ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সম্মানের
সহিত উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমার দ্বাতা শ্রুতির কোথায় ?”
তাঁহারা তাহাকে সকল বস্ত্রান্ত বলিলেন। তিনি তাঁহাদের পাদমূলে
অবলম্বিষ্ঠ হইয়া রোদন পদ্ব্যক জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এখন কি
করা কর্তব্য ?”

“শ্রুতির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ গেলে
তাহার সহিত আসিবেন ।”

“ভন্তে, এ আমার ভাগিনেয়, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে পাঠাইয়া
দেন ।”

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রব্রজিত করাইয়া
পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান, ভন্তে ।”

১৮। অথ নং পস্বাজেহা অঙ্কমাসমত্তং চীবরগহণাদীনি
সিক্খাপেহা মগ্গং আচিক্খিত্বা পহিণিসু। সো
অনুপদুস্বেন তং গামং পস্বা গামদ্বারে এবং মহল্লকং দিস্বা
“ইমং গামং নিস্সায় কোচি আরএঐএকো বিহারো
অথী ?”তি পদুচ্ছি।

“অথি ভন্তে”তি।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতথেরো নাম ভন্তে”তি।

“মগ্গস্মে আচিক্খথা”তি।

“কোসি স্বং ভন্তে”তি ?

“থেরস্স ভাগিনেয়্যাম্হী”তি।

*

*

*

১৮। অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া অঙ্কমাস যাবৎ চীবর
পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সম্ভান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সে অনুক্রমে
সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া কোন অরণ্য
বিহার আছে কি ?”

“আছে ভন্তে।”

“তথায় কে বাস করেন ?”

“পালিত স্থবির ভন্তে।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন।”

“ভন্তে আপনি কে ?”

“আমি স্থবিরের ভাগিনেয়।”

১৯। অথ নং গহেড়া বিহারং নেসি। সো থেরং বন্দিয়া
অন্ধমাসমন্তং বন্তপটিবন্তং কহা থেরং সম্মা পটিজগ্গিহা
“ভন্তে, মাতুল কুটুম্বিকো মে তুম্হাকং আগমনং পচা-
সিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি আহ।

“তেন হি মে যট্ঠিকোটং গণ্হাহী”তি।

সো যট্ঠিকোটং গহেড়া থেরেন সন্ধিং অন্তোগামং
পাবিসি। মনুস্সা তে নিসীদাপেহা “কিং ভন্তে,
গমনাকারো বো পঞুণ্ণায়তী”তি পুচ্ছিংসু।

“আম উপাসকা গন্হা সখারং বন্দিংসামী”তি।

২০। তে নানস্পকারেন য়াচিহা অলভন্তা থেরং
উয়্যোজ্জন্তা উপডুপথং গন্হা রোদিহা নিবন্তিংসু।

*

*

*

১৯। অতঃপর বন্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন। শ্রামণের স্থবিরকে
বন্দনা করিল এবং অন্ধমাস যাবৎ রত-প্রতিরত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল। তৎপর বলিল—“ভন্তে, আমার মাতুল
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই।”

“তাহা হইলে, আমার ষষ্ঠির অগ্রভাগ ধারণ কর।”

সে ষষ্ঠির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।
লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল—“কি ভন্তে, আপনি যেন
কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে?”

“হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব।”

২০। তাহারা স্থবিরকে নাম্যপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল, কিন্তু
অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল। অতঃপর তাহারা রোদন করিতে
করিতে প্রত্যাবর্তন করিল।

সামণেরো খেরং যট্ঠিকোটীয়া আদায় গচ্ছন্তো অন্তরা-
মগ্গে অটবীয়ং কট্ঠনগরং নাম খেরেন উপনিস্সায়
বুথপুস্বগামং সম্পাপদুণি। সো ততো নিক্খমিত্বা
অরঞ্ণে গায়িত্বা গায়িত্বা দারুনি উদ্ধরন্তীয়া একিস্সা
ইথীয়া গীতসন্দং সুদ্বা সরে নিমিত্তং গণ্হি।

২১। ইথিসন্দো বিয় হি অঞ্ণে সন্দো পুরিসানং
সকল সরীরং ফরিত্বা ঠাতুং সমথো নাম নথি। তেনাহ
ভগবা :—

“নাহং ভিক্ষবে, অঞ্ণে একসন্দম্পি সমনুপস্সামি
য়ো এবং পুরিসস্স চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথীয়দং
ভিক্ষবে, ইথিসন্দো”তি। সামণেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা
যট্ঠিকোটিং বিস্সজেত্বা “তিট্ঠথ তাব ভন্তে, কিচ্চম্মে
অথী”তি তস্সা সন্তিকং গতো। সা তং দিস্সা তুণ্হী

*

*

*

শ্রামণের স্থবিরের ষষ্টিকোটি ধারণ করিয়া ষাইতে ষাইতে পথে বনমধ্যে
কান্ঠনগরে উপনীত হইল। পুর্বে স্থবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া বাস
করিয়াছিলেন। সেই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া জনৈক স্ত্রীলোক অরণ্যে গান
করিতে করিতে কান্ঠ আহরণ করিতেছিল। শ্রামণের গীতশব্দ শুনিয়া
তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইল।

২১। স্ত্রী-শব্দের ন্যায় পুরুষদের সমস্ত শরীর বিস্তারিত হইয়া স্থিত
থাকিতে পারে এমন অন্য কোন শব্দের সামর্থ্য নাই। তাই ভগবান
বলিয়াছেন :—“হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও সম্যক্রূপে দেখিতেছি
না, যাহা এইরূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া স্থিত থাকিতে পারে ;
যেমন এই স্ত্রীশব্দ।” শ্রামণের সেই স্ত্রীশব্দে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া ষষ্টির
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—“ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান, আমার
কাজ আছে।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল। স্ত্রীলোকটি

* কামরাগ সংমিশ্রিত স্বরূপ ভাব।

অহোসি । সো তায় সন্ধিং সীলবিপত্তিঃ পাপদুগি ।
 থেরো চিন্তেসি—ইদানেবেকো গীতসম্পদা সদ্বিত্ত, সো চ
 থো ইথিয়া । সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিঃ
 পত্তো ভবিস্সতী”তি । সোপি অন্তনো কিচ্ছং নিট্ঠাপেত্তা
 আগম্মা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ । অথ নং থেরো পদুচ্ছি—
 “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ? সো তুণ্হী হুত্তা
 পদুন্পদুনং পদুচ্ছিতোপি ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং থেরো
 আহঃ—তাদিসেন পাপেন মম যট্ঠিকোট্টিগহণ কিচ্ছং
 নথী”তি । সো সংবেগপত্তো কাসারানি অপনেত্তা গিহী-
 নিয়ামেন পরিদহিত্তা”ভন্তে, পদুস্বে অহং সামণেরো, ইদানি
 পনমিহ গিহী জাতো ; পস্বজন্তোপি চাহং ন সদ্ধায়
 পস্বজিতো’ মগ্গপরিপস্হ ভয়েন পস্বজিতো, এথ
 গচ্ছামা”তি আহ ।

*

*

*

তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল । সে তাহার সহিত শীলবিপত্তি প্রাপ্ত
 হইল । তখন শ্রবির চিন্তা করিলেন—“এই মাত্রই এক গীতশব্দ শুনিত-
 ছিলাম ; তাহাও স্ত্রীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে ; বোধ হয়
 সে শীলভ্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া আসিয়া কহিল—
 “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর শ্রবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
 “শ্রামণের, তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ ?” সে নীরব রহিল । পদুনঃ
 জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর শ্রবির তাহাকে কহিলেন—
 “সেইরূপ পাপী আমার ষষ্ঠির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”
 শ্রামণেরের সংবেগ উপশম হইল । সে চাবির খুলিয়া গৃহীর ন্যায় পরিধান
 করিয়া কহিল—“ভন্তে, পদুস্বে আমি শ্রামণের ছিলাম, এখন গৃহী হইয়াছি ।
 প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও আমি শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হই নাই, পথে বিপদের ভয়ে
 প্রব্রজ্যা নিয়াছি, আসুন আমরা যাই ।”

আব্দুসো গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি
পাপোষেব, ত্বং সমগভাবে ঠস্বাপি সীলমন্তং পুরেতুং
নাসক্খি, গিহী হুত্বা কিং নাম কল্যাণং করিস্সসি ?
তাদিসেন পাপেন মে ষট্ঠিকোটীগহণকিচ্চং নথী”তি ।

“ভন্তে, অমনুস্সুপন্দবো মগ্গো তুম্হেপি অন্ধা,
কথং ইধ বসিস্সথা”তি ?

২২। অথ নং থেরো— “আব্দুসো, ত্বং ঞ্চা এবং
চিন্তয়ি, ইধেব মে নিপজ্জিহ্বা মরন্তস্সাপি অপরাপরং
পবট্টেন্তস্সাপি’ তয়া সন্ধিং গমনং নাম নথী”তি বহ্বা ইমা
গাথা অভাসি :—

* * *

“আব্দুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রমণের
অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর কি
কল্যাণধর্ম আচরণ করিবে ? তোমার ন্যায় পাপীর পক্ষে আমার ষষ্ঠি গ্রহণের
কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভন্তে, পথে অমনুষ্য উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বাস
করিবেন ?”

২২। অতঃপর স্থবির তাহাকে কহিলেন—“আব্দুস, তুমি এইজন্য চিন্তা
করিও না, আমি এইখানেই শব্দইয়া মরিলামও অথবা এদিক ওদিক গড়াইয়া
পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত ষাওয়া হইবে না” এই বলিয়া তিনি এই
গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“হন্দাহং হতচক্খুস্মি কস্তারদ্ধানমাগতো,
সেমানকো ন গচ্ছামি নখি বালে সহায়তা ।

হন্দাহং হতচক্খুস্মি কস্তারদ্ধানমাগতো,
মরিস্সামি নো গমিস্সামি নখি বালে সহায়তা”তি ।

২৩। তং সদ্ধা ইতরো সংবেগজাতো “ভারিয়ং বত মে
সাহ সিকং অননুচ্ছবিকং কস্মং কতং”তি বাহা পগ্গয়্যহ
কন্দন্তো বন স’ডং পক্খন্দিত্বা তথা পক্কন্তোব অহোসি ।

*

*

*

“হায় ! আমি চক্কু হীন, অরণ্যপথে আসিয়াছি,
শুইয়া থাকিব, তথাপি যাইব না, পাপীর সঙ্গে সাহচর্য হয় না ।

হায় ! আমি চক্কু হীন, অরণ্য পথে আসিয়াছি,
মরিব, তথাপি যাইব না, অজ্ঞের সঙ্গে সাহচর্য হয় না ।

২৩। তাহা শুনিয়া গ্রামণের জাতসংবেগ হইয়া “আমি ভারি, দঃসাহ-
সিক, অযোগ্য কাজ করিয়াছি,” এই বলিয়া বাহুতে চক্কু আবৃত করিয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে প্রস্থান করত অরণ্যের দিকে ধাবিত হইল ।

থেরস্সাপি সীলতেজেন সট্ঠিসৌজনায়ামং পণ্না-
 সয়োজন বিখতং পণ্নরসয়োজন বহলং জয়সদ্মনপদ্মপ্ফবল্লং
 নিসীদনট্ঠানকালেসদ্ ওনমনদ্মন পকতিকং সন্ধস্স
 দেবরঞ্ণে পদ্মকম্বলসিলাসনং উণ্হাকারং দস্সেসি,
 সন্ধো “কো নুখো মং ঠানা চাবেতুকামো”তি লোকং
 ওলোকেন্তো দিব্বেন চক্খুনা থেরং অন্দস। তেনাহ্
 পোরাণা :—

“সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্খুং বিসোধয়ি,
 পাপগরহি অয়ং পালো আজীবং পরিসোধয়ি।

সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্খুং বিসোধয়ি,
 ধম্মগরুকে অয়ং পালো নিসিন্নো সাসনে রতো”তি।

*

*

*

স্থবিরের শীলতেজে দেবরাজ ইন্দ্রের ষাটযোজন দীর্ঘ, পণ্ডাশ যোজন
 প্রস্থ, পঞ্চদশ যোজন ঘন, জয়সদ্মনপদ্মপবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান কালে
 অবনয়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাদ্মকম্বলশিলাসন উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইন্দ্ররাজ
 চিন্তিত হইলেন : “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় কি ?” তিনি দিব্য-
 চক্ষুতে দেবমনুষ্যলোক অবলোকন করিয়া স্থবিরকে দেখিতে পাইলেন। এই
 ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনরা বলিয়াছেন :—

“সহস্র-নেত্র দেবেন্দ্র দিব্যচক্ষু বিশোধন করিলেন,
 পাপ নিন্দক এই পাল স্বজীবিকা বিশোধিত করিলেন।”

সহস্র-নেত্র দেবেন্দ্র দিব্যচক্ষু বিশোধন করিলেন।
 ধর্ম গৌরবী এই পাল শাসনে রত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

২৪। অথস্‌স এতদহোসি— “সচাহং এবরুপস্‌স
পাপগরিহিনো ধম্মগরুদকস্‌স অয়াস্‌স সন্তিকং ন গমিস্‌-
সামি মদুদ্বা মে সত্তথা ফলেয়া, গমিস্‌সামিস্‌স সন্তিকং”তি ।
ততো হি :-

“সহস্‌সনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো,
খণেন এবাগস্তদান চক্খুপালমুপাগমি ।

২৫। উপগন্হা চ পন থেরস্‌সাবিদুরে পদসন্দং
অকাসি । অথ নং থেরো পদুচ্ছি—“কো এসো ?”তি ।

“অহং ভন্তে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং য়াসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

*

*

*

২৪। অতঃপর দেবেন্দ্র এই মনে করিলেন—“যদি আমি এইরূপ
পাপনিন্দক ধর্ম্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্ষের নিকট না যাই তাহা
হইলে আমার মস্তক সপ্তথা বিদৌর্ণ হইবে ; তাঁহার নিকট যাইব ।” সেই
জন্য বলা হইয়াছে :-

“দেবরাজ-শ্রী দেবেন্দ্র সহস্র নেত্র,

ক্ষণকাল মধ্যেই আসিয়া চক্খুপাল-সমীপে উপনীত হইলেন ।

২৫। দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্থবিরের অদূরে পদ-শব্দ করিলেন ।
স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে তুমি ?”

“ভন্তে, আমি পথিক ।”

“কোথায় যাইতেছ, উপাসক ?”

“শ্রাবশ্যীতে, ভন্তে ।”

“স্নাহি আব্দসো”তি ?

“অয়্যো পন ভন্তে, কুহিং গমিস্সতী ?”তি ।

“অহম্পি তথ্বেব গমিস্সামী”তি ।

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দম্বলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তস্স তব পপণ্ণো ভবিস্সতী”তি ।

“ময়্হং অচ্চারিকং নথি, অহং পি অয়েন সন্ধিং গচ্ছন্তো দসস্ পদ্দণ্ডকিরিয়বথদ্দস্ একং লভিস্সামি, একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬ । থেরো “একো সম্পদ্বারিসো ভবিস্সতী”তি চিন্তেত্বা “তেন হি যট্ঠিকোটং গণ্হ উপাসকা”তি আহ । সঙ্কো তথা কত্বা পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়ণ্হ-

*

*

*

“যাও আব্দস ।”

“ভন্তে আর্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

“তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।”

“আমি দম্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে ।”

“আমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আর্যের সঙ্গে গেলে আমিও দশবিধপদ্য ক্লিষাবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।

২৬ । “ইনি একজন সৎপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থবির কহিলেন—“তাহা হইলে উপাসক, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।” শত্রু তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সম্মার সময় জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

সময়ে জেতবং সম্পাপেসি । থেরো সংখপণবাদি সন্দং
সদ্বা “কথেসো সন্দো”তি পুচ্ছি ।

“সাবথিস্বং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পুৰ্বে ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজ্জকমগ্গং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিং খণে থেরো “নায়ং মনুস্সো, দেবতা ভবিস্-
সতী”তি সল্লক্খেসি ।

“সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;
সংখাপিত্বান তং মগ্গং থিপ্পং সাবথি মাগমী”তি ।

*

*

*

স্থবির শঙ্খ-মৃদঙ্গাদির শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই শব্দ কোথায়
হইতে আসিতেছে ?”

“প্রাবন্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পুৰ্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক সময়
লাগিয়াছিল ।”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন স্থবির বদ্বিতে পারিলেন—“ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা
হইবেন ।”

“দেবরাজ লক্ষ্মীশ্বর, সহস্রনেত্র দেবেন্দ্র,

সেই পথ সংক্ষেপ করিয়া সখর প্রাবন্তীতে আগমন করিলেন ।

২৭। সো থেরং থেরস্সেবথায় কণিট্ঠকুটুম্বিকেন
কারিতং পল্লসালং নেহা পল্লঙ্কে নিসীদাপেহা পিরসহায়-
বল্লেন তস্স সন্তিকং গন্ত্বা “সম্ম পালা”তি পল্লোসিত্বা—
“কিং সম্মা”তি?

“থেরস্সাগতং ভাবং জানাসী”তি?

“ন জানামি, কিং পন থেরো আগতো”তি?

“আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গন্ত্বা থেরং তয়া কতপল্ল-
সালায়ং নিসিন্ধকং দিম্বা আগতোম্হী”তি বহ্বা পক্কামি।

২৮। কুটুম্বিকোপি বিহারং গন্ত্বা থেরং দিম্বা
পাদমূলে পবট্টেন্তো রোদিত্বা “ইদং দিম্বা অহং ভন্তে,

*

*

*

২৭। কনিষ্ঠ কুটুম্বিক স্থবিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নিষ্মাণ করিয়া
রাখিয়াছিলেন। শত্রু স্থবিরকে সেখানে নিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন
এবং প্রিয় সুহৃদদের বেশে চুল্লপালের নিকট যাইয়া ‘বন্ধুপাল’ বলিয়া তাঁহাকে
সম্বোধন করিলেন।

“কি বন্ধু?”

“স্থবির আসিয়াছেন, জান?”

“না, জানি না. স্থবির আসিয়াছেন কি?”

“হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে যাইয়া স্থবিরকে তোমার নিষ্মিত
পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি প্রস্থান
করিলেন।

২৮। কুটুম্বিক বিহারে গেলেন। তথায় স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার
পাদমূলে লুপ্তিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“ভন্তে,
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত হইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

তুম্‌হাকং পস্বজিতুং নাদাসিং’তি আদীনি বহ্বা ধ্বে দাস-
দারকে ভূজিস্‌সে কহ্বা থেরস্‌স সন্তিকে পস্বাজেহ্বা
“অন্তোগামতো যাগ্‌ভত্তাদীনি আহরিত্বা থেরং উপট্ঠ-
হথা”তি পটিপাদেসি ।

২৯। সামগেরা বস্তপটিবস্তং কহ্বা থেরং উপট্ঠহিংস্‌ ।
অথেকদিবসং দিসাবাসিনো ভিক্‌খু “সথারং পস্‌সিস্‌-
সামা”তি জেতবনং আগন্‌হ্বা সথারং বন্দিহ্বা অসীতি
মহাথেরে দিস্বা বিহাবচারিকং চরন্তা চক্‌পালথেরস্‌স
বসনট্ঠানং পহ্বা “তম্পি পস্‌সিস্‌সামা”তি সায়ং তদভি-
মুখা অহেংস্‌ । তস্মিং খণে মহামেবো উট্ঠহি । তে
“ইদানি সায়ং মেধো চ উট্ঠহি ততো পাতোব গন্‌হ্বা
পস্‌সিস্‌সামা”তি নিবসিংস্‌ । দেবো পঠময়ামং বস্‌সিত্বা

*

*

*

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া স্থবিরের
নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন—“গ্রাম হইতে যাগ্‌-ভাতাদি আনিয়া
স্থবিরের সেবা করিতে থাকুন ।” বলিয়া শ্রমণেরদ্বয়কে স্থবিরের সেবায়
নিযুক্ত করিয়া দিলেন ।

২৯। শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া স্থবিরের সেবা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর একদিবস বিদেশবাসী ভিক্ষুগণ “শান্তাকে দেখিব”
মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন । তাঁহারা শান্তাকে বন্দনা
করিয়া আশীতি মহাশ্বিরকে দর্শন করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিহারে
বিচরণ করিতে করিতে চক্‌পাল স্থবিরের বাসস্থানে সমীপবর্তী হইয়া
“তাঁহাকেও দেখিব” মনে করিয়া সন্ধ্যাকালে তদভিমুখী হইলেন । তখন
আকাশেও মহামেঘোদয় হইল । তাঁহারা ভাবিলেন—“এখন সন্ধ্যাও
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া
নিবৃত্ত হইলেন । প্রথম ষামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম ষামে থামিয়া গেল !

মন্ডিময়্যাম্মে বিগতো । থেরো আরদ্ধাবিরয়ো আচিন্ণ-
চক্কমণো, তস্মা পচ্ছিময়্যাম্মে চক্কমণং ওতরি । তদা পন
নববট্ঠায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকা উট্ঠহিংসু । তে থেরো
চক্কমন্তে য়েভুয়েন বিপজ্জিংসু । আবাসিকা’ থেরস্স
চক্কমণট্ঠানং কালস্সেব ন সম্মজ্জিংসু । ইতরে ভিক্খু
“থেরস্স বসনট্ঠানং পস্সিস্সাম্মা”তি আগন্ত্বা চক্কমণে
মতপাণকে দিম্বা “কো ইমস্মিং চক্কমতী”তি পদ্বিচ্ছংসু ।

“অম্হাকং উপজ্জায়ো ভন্তে”তি ।

৩০ । তে উজ্জায়িংসু “পস্সথ মমণস্স কস্মং,
সচক্কদুকারে নিপজ্জিত্বা নিন্দায়ন্তো বিণ্ডি অকত্তা ইদানি
চক্কদুবিকলকালে চক্কমামী”তি এক্তকে পাণে মারেসি,
অথং করিস্সাম্মী”তি অনথং করী”তি ।

*

*

*

স্থবির আরম্ভ-বীৰ্য্য চক্কমণ-শীল ; তাই শেষ যামে তিনি চক্কমণ স্থানে
অবতীর্ণ হইলেন । তখন নববট্ঠাসিন্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দগোপ *
উঠিয়াছিল । স্থবিরের চক্কমণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল ।
আবাসিকেরা স্থবিরের চক্কমণ-স্থান সকালে সম্মার্জন করে নাই । অপর
ভিক্ষুরা “স্থবিরের বাসস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্কমণ
স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে এখানে
চক্কমণ করে ?”

“ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায় ।”

৩০ । ভিক্ষুরা অনুরোধের সূত্রে কহিলেন—“শ্রমণটির কস্ম দেবদন,
যখন চক্ক ছিল তখন কিছই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল ; এখন চক্ক-
হারা হইয়া চক্কমণ করিতে যাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল ।
ভাল কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিল ।”

অথ তে গন্ত্‌ তথাগতস্‌ আরোঢ়েস্‌—“ভন্তে, চক্‌খপালথেরো ‘চক্ষমামীতি’ বহ্‌ পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো তুম্‌হেহি মারেন্তো দিট্‌ঠো”তি ?

“ন দিট্‌ঠো ভন্তে”তি ।

“য়থেব তুম্‌হে তং ন পস্‌সথ, তথা গোপি তে পাণে ন পস্‌সতি, খীণাসবানং মরণচেতনা নাম নখি ভিক্‌খবে”তি ।

“ভন্তে’ অরহন্তস্‌ উপনিস্‌সয়ে সতি কস্মা অন্ধো জাতো”তি ?

“অন্তনা কতকস্মবসেন ভিক্‌খবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্‌খবে, সদ্‌গাথ :—

৩১। “অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসীরাজে রজ্জং কারেন্তে একো বেজ্জো গামনিগমেস্‌ চরিয়া বেজ্জকস্মং

*

*

*

অতঃপর তাঁহারা ষাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্‌খপাল স্থবির চক্ষ্মণ করিতে ষাইয়া বহ্‌ প্রাণী বধ করিয়াছে ।”

“তোমরা কি মারিতে তাহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী সমূহ দেখিতে পায় নাই । ক্ষীণাসবদের বধ-চেতনা নাই, ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে; অহঁত্বের হেতু থাকা সত্ত্বেও তিনি অশ্ব হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কস্ম বশেই ।”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর :—

৩১। “অতীতকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিতেন । তখন জনৈক বৈদ্য গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

করোন্তো এবং চক্খদুদ্বলং ইথিং দিম্বা পুচ্ছি—

“কিন্তে অফাসদুং”তি ?

“অকখীহি ন পস্সামী”তি ।

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিস্মে দস্সসী”তি ?

“সচে মে অকখীনি পাকতিকানি কাতুং সক্খিস্সসি
অহং তে সন্ধিং পদুত্তধীতাহি দাসী ভবিস্সামী”তি ।

৩২। সো “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদহি, একভে-
সজ্জেনেব অকখীনি পাকতিকানি অহেসদুং । সা চিন্তেসি—
“অহং এতস্স পদুত্তধীতাহি সন্ধিং দাসী ভবিস্সামীতি
পটিজ্জানিং, ন থো পন মং সণ্হেন সমদুদাচারিস্সতি,

*

*

*

এক সময় কোন দুর্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার
অসুখ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষু দেখিতে পাই না ?”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেন মহাশয় ।”

“আমাকে কি দিবে ?”

“যদি আমার চক্ষু স্বভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের সহ
আপনার দাসী হইব ।”

৩২। সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্রা ঔষধেই চক্ষু
স্বাভাবিক হইল । সেই স্ত্রীলোক চিন্তা করিল—“ছেলে-মেয়ে সহ
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সন্ধ্যবহার
করিবেন না, তাঁহাকে বঞ্চনা করিব ।” বৈদ্য আসিয়া তাহার নিকট

বণেশ্‌সামি নং”তি । সা বেজ্জেনাগন্ডা “কীদিসং ভন্দে”তি
পদট্ঠা—

“পদ্ষে মে অক্খীনি থোকং রুজ্জিসদ, ইদানি পন
অতিরেকতরং রুজ্জন্তী”তি আহ ।

৩৩ । বেজ্জা—‘অয়ং মং বণেশ্‌সা কিণ্ঠি অদাতুকামা, ন মে
এতায় দিন্ণভতিয়া অথো, ইদানেব নং অন্ধং করিস্-
সামী”তি চিস্তেহা গেহং গন্ডা ভরিয়ায় তমখং আচিক্খি,
সা তুণ্‌হী অহোসি । সো একং ভেসজ্জং যোজেহা তস্‌সা
সন্তিকং গন্ডা “ভন্দে, ইমং ভেসজ্জং অঞ্জাহী”তি
অঞ্জাপেসি, তস্‌সা দ্বে অক্খীনি দীপসিখা বিয়
বিস্‌সায়িসদ । সো বেজ্জা চক্‌খপালো অহোসী”তি ।

“ভিক্‌খবে, তদা মম পদন্তেন কতকম্মং পচ্ছতো পচ্ছতো

*

*

*

জিজ্ঞাসা করিল—“এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রত্যুত্তরে কহিল—“পদ্ষে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু
এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩ । বৈদ্য চিন্তা করিল—“এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বশ্ণনা করিয়া
কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার
কোন প্রয়োজন নাই । এখনই ইহাকে অশ্ব করিব ।” সে গৃহে যাইয়া
ভাষ্যাকে সেই কথা কহিল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈদ্য এক প্রকার
ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাইয়া কহিল—“ভদ্রে,
এই ঔষধের অঞ্জন দাও ।” এই বলিয়া অঞ্জন দেওয়াইল । অঞ্জন দেওয়াতে
তাহার দৃষ্ট চক্ষু দীপ শিখার ন্যায় জ্বলিয়া গেল । চক্ষুপালই সেই
বৈদ্য ছিল ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমার পদ্রের তখনকার কৃতকম্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুসন্ধি । পাপকর্ম্মং হি নামোতং ধরং বহতো বল-
বন্দস্ পদং চক্ৰং বিয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪। ইদং বন্ধুং কথেষ্টা অনুসন্ধিং ঘটেষ্টা পতিট-
ঠাপিত মন্তিকং সাসনং রাজমুদ্রায় লঙ্ঘেস্তা বিয় ধর্মরাজা
ইমং গাথম্যাহ :—

“মনোপদ্বন্দ্বমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পদট্টেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দদুখমব্বেতি চক্ৰং’ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫। তথ “মনো”তি—কামাবচরকুসলাদিভেদং সর্বম্পি

*

*

*

অনুগমন করিয়া আসিয়াছে । ধরবাহী বলীবর্ষের পাদ অনুগামী চক্রে
ন্যায় পাপকর্ম্ম অনুগমন করে ।”

৩৪। ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পদ্বন্দ্বের বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
শিরোনামাঙ্কিত শাসনের (পত্রের) উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করার ন্যায় ধর্ম-
রাজ এই গাথা কহিলেন :—

মন ধর্মসমূহের পদ্বন্দ্বগামী, মন ইহাদের প্রধান, এবং ইহারা
মনোময় । যদি কেহ স্বেষ্যস্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে,
তবে শকটবাহীর (বলদের) পদানুগামী চক্রে ন্যায় দ্বন্দ্ব তাহার
অনুসরণ করে ।

৩৫। তথায় “মন” বলিলে—কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত চাতুর্ভৌমিক

চতুভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিৎ পন পদে তদা তস্‌স বেজ্জস্‌স
উপ্পন্নচিত্ত বসেন নিয়মিয়মানং ববথাপিয়মানং পরিচ্ছি-
জ্জিয়মানং দোমনস্‌স সহগতং পটিষসম্পন্নুত্তচিত্তমেব
লব্ধতি ।

“পূর্ব্বজ্জমা”তি—তেন পঠমগামিনা হুত্বা সমাগতা ।

“ধম্মা”তি—গুণ, দেসনা, পরিয়ত্তি, নিস্‌সত্ত নিজ্জীব
বসেন চত্তারো ধম্মা নাম । তেসদ্বঃ—

“নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাশেতি সদুগ্গতিং”তি ।
অয়ং গুণধম্মো নাম ।

“ধম্মং বো ভিক্ষবে, দেসিস্‌সামি আদিকল্যাণং”তি—
অয়ং দেসনাধম্মো নাম ।

*

*

*

চিত্তং বদ্বায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈদ্যের উপপন্ন চিত্তভেদে
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছেদ্যমান দৌষ্মনস্য-সহগত প্রতিষ-সম্প্রবৃত্ত
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্ব্বজ্জমা”—প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রগী, পূর্ব্বগামী ।

“ধম্মচয়”—গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্য্যাপ্তি) ও নিঃসত্ত-নিজ্জীব-ভেদে
ধম্ম চতুর্বিধ । তন্মধ্যে :—

“ধম্ম ও অধম্ম উভয়ের বিপাক সমান নয়,
অধম্ম নিরয়ে নেয়, আর ধম্ম সদুগতি প্রাপ্ত করায় ।”

এই গাথায় ধম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধম্ম দেশনা করিব” ইত্যাদি—
এইবাক্যে ধম্মশব্দে দেশনা ধম্ম বদ্বাইতেছে ।

“ইধ পন ভিক্খবে, একচে কুলপদন্তা ধম্মং পরিয়াপদগন্তি
সদত্তং গেয়াং”তি—অয়ং পরিয়াত্তিধম্মো নাম ।

“তস্মিং থো পন সময়ে ধম্মা হোন্তি থন্ধা হোন্তী”তি—
অয়ং নিস্সত্তধম্মো নাম । নিজ্জীবধম্মোতিপি এসো
এব । তেসদ্ ইমস্মিং ঠানে নিস্সত্তনিজ্জীবধম্মো
অধিষ্পেতো । সো অথতো তয়ো অরূপিনো থন্ধা—
“বেদনাক্খন্ধো, সঙ্গ্‌ঞাক্খন্ধো সঙ্খারক্খন্ধো”তি ।
এতেহি মনো পদ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি “মনোপদ্ব্বঙ্গমো”নাম ।
কথং পনেতেহি সন্ধি একবখ্‌দুকো একারম্মণো অপদ্ব্বং
অচারিমং একক্‌থণে উম্পজ্জমানো মনোপদ্ব্বঙ্গমো নাম
হোতীতি ? উম্পাদপচ্চয়ট্টেন ; যথা হি বহুসদ্ একতো
গামঘাতাদিকম্মানি করোন্তেসদ্ “কো এতেসং পদ্ব্বঙ্গমো ?”

*

*

*

“হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপদত্ত সত্ত-গেয়াদি
ধম্মা শিক্ষা করে,”—এইবাক্যে ধম্মা শব্দ পৰ্য্যাপ্তি অৰ্থে ব্যবহৃত
হইয়াছে ।

“সেই সময়ে ধম্মা হয়, স্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধম্মা শব্দ
নিঃসত্ত্ব অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিজ্জীবধম্মাও বলা হয় । তন্মধ্যে
এইস্থানে নিঃসত্ত্ব-নিজ্জীব ধম্মাই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে “বেদনা, সংজ্ঞা
ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে ।

মন ইহাদের মধ্যে পদ্ব্বঙ্গম বলিয়া “মনপদ্ব্বঙ্গমী” বলা হইয়াছে । মন
ধম্মা সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বাস্তু ও সমানালম্বন
হইয়া এবং অপদ্ব্বাপর ভাবে, একক্‌থণে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে
ইহাদের পদ্ব্বঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ অৰ্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রাম-
ঘাতাদি দ্ব্যক্‌শ্ম করিলে “কে ইহাদের পদ্ব্বঙ্গমী ?” এইরূপ যদি কেহ

তি বদন্তে, যো তেসং পচ্চয়ো হোতি য় নিস্সায় তে তং
কম্মং করোন্তি সো দন্তো বা মন্তো বা তেসং পদ্বঙ্গমো'তি
বদন্তি। এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং। ইতি উপ্পাদ-
পচ্চয়ট্টেন মনো পদ্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনোপদ্বঙ্গমা ;
নাহি তে মনে অনদ্বপজ্জন্তে উপ্পজ্জতুং সঙ্কোন্তি, মনো
পন একছেসদু চেতসিকেসদু অনদ্বপজ্জন্তেসদুপি উপ্পজ্জ-
তিয়েব। অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি—
মনোসেট্টা। যথা হি চোরাদীনং চোরজেট্টকাদয়ো
অধিপতিনো সেট্টা, তথা তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টা।
যথা পন দারদুআদী'হি নিপফন্নানি তানি তানি ভা'ডানি
দারদুময়াদী'নি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিপ-
ফন্নন্তা মনোময়া নাম।

৩৬। “পদট্টেনা”তি—আগন্তুকেহি অভিষ্মাদী'হি

*

*

*

জিজ্ঞাসা করে, তবে যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সেই কাৰ্য্য করে, যে
তাহাদের কাৰ্য্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, সে (বা তাহার নাম) দস্তই
হউক আর মন্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পদ্বঙ্গামী বলিয়া উক্ত হয়।
তদ্বৎ ইহাও জ্ঞাতব্য। উপ্পাদন প্রত্যয় অর্থে মন ইহাদের পদ্বঙ্গম
বলিয়া মনপদ্বঙ্গম। মন উপ্পন্ন না হইলে তাহারা উপ্পন্ন হইতে পারে না।
মন কিন্তু কোন কোন চৈতন্যিক বা চিন্তবৃত্তি উপ্পন্ন না হইলেও উপ্পন্ন হয়।
অধিপতিরূপে মন ইহাদের (ধর্মসমূহের) শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ। যেমন চোর
প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্ম সমূহের মধ্যে
মনঃশ্রেষ্ঠ। যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিষ্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া
কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া
কথিত হয়।

৩৬। “প্রদন্তমেনে”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিধ্যাদি (লোভাদি)

দোসেহি পদদুট্টেন, পকতিমনো হি ভবঙ্গচিহ্নং, তং
 অস্পদদুট্টং, যথা হি পসন্নং উদকং আগন্তুকেহি নীলাদীহি
 উপক্লিষ্টং নীলোদকাদিভেদং হোতি, নচ নবং উদকং,
 নাপি পদরিমং পসন্ন উদকমেব ; তথা চিত্তম্পি আগন্তুকেহি
 অভিষ্মাদীহি দোসেহি পদদুট্টং হোতি, নচ নবং চিহ্নং
 নাপি পদরিমং ভবঙ্গচিহ্নমেব । তেনাহ ভগবা—“পভস্-
 সরমিদং ভিক্ষবে, চিহ্নং, তণ্ড থো আগন্তুকেহি উপক্লি-
 স্তেহি উপক্লিষ্টং”তি । এবং “মনসা চে পদদুট্টেন
 ভাসতি বা করোতি বা,” সো ভাসমানো চতুর্বিধং বচীদু-
 চ্চারিতমেব ভাসতি, করোন্তো ত্রিবিধং কায়দুচ্চারিতমেব
 করোতি ; অভাসন্তো অকরোন্তো তায় অভিষ্মাদীহি
 পদদুট্টমানসতায় ত্রিবিধং মনোদুচ্চারিতং পদরোতি । এব-
 মস্ দস অকুসল কস্মপথা পারিপদরিং গচ্ছন্তি ।

*

*

*

দোষের দ্বারা দূষিত মন । প্রকৃত মন ভবঙ্গচিহ্ন । তাহা অপ্রদুষ্ট যেমন নিম্মল
 জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল, পীতজল
 নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ইহা নূতন জলও হয় না, পদ্বর্ষের নিম্মল
 জলও থাকে না ; তদ্রূপ চিত্তও অভিধ্যা প্রভৃতি আগন্তুক দোষের দ্বারা
 প্রদুষ্ট হয় । কিন্তু তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পদ্বর্ষের ভবঙ্গ চিহ্নও
 থাকে না । সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—“হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর,
 তাহা আগন্তুক উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয় ।” এইরূপ “প্রদুষ্ট মনে যদি
 কাজ করে কিম্বা কথা বলে, কথা বলিলে চতুর্বিধ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা,
 পরদুষ-বাক্য, পিশুন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে ; কাৰ্য্য করিবার সময় ত্রিবিধ
 কারিক পাপ (প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদস্ত গ্রহণ ও অবৈধ
 কামাচার) করে ; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যা-
 দৃষ্টির দ্বারা প্রদুষ্ট মানস হেতু উক্ত ত্রিবিধ মনোদুচ্চারিতপূর্ণ করে । এইরূপে
 তাহার দশ অকুসল “কস্মপথ” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

৩৭। “ততো নং দ্ধুচ্ছম্বেতী”তি—ততো তিবিধ
 দ্ধুচ্ছরিততো তং প্ধুগ্গলং দ্ধুচ্ছম্বেতী । দ্ধুচ্ছরিতান্ধ-
 ভাবেন চতুস্ধু অপায়েস্ধু মন্ধুস্ধুসেস্ধু বা তমভাবং গচ্ছন্তং
 কায়বন্ধুচ্ছম্পি ইতরম্পীতি ইমিনা পরিয়ায়েন কায়িকং
 চেতসিকং বিপাকদ্ধুচ্ছং অন্ধুগচ্ছতি । যথা কিং ? “চক্খং
 ব বহতো পদং”তি ধ্ধুরে য্ধুত্তস্ধু ধ্ধুরং বহতো বলীবন্ধুস্ধু
 পদং চক্খং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং দ্বোপি পণ্ঠপি
 দসপি অন্ধমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্খং নিবন্তেতুং জ্জিহতুং
 ন স্কোতি, অথথ্ধুস্ধু প্ধুরতো অভিক্কমন্তস্ধু য্ধুগং
 গীবাং বাধতি, পচ্ছতো পটিচ্ছকমন্তস্ধু চক্খং উরুমাংসং
 পটিহন্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি বাধন্তং চক্খং তস্ধু পদান্ধু-
 পদিকং হোতি, তথেব মনসা পদ্ধুট্টেন তীণং দ্ধুচ্ছরিতানি

*

*

*

৩৭। “দ্ধুচ্ছ তাহার অনুসরণ করে”—সেই তিবিধ দ্ধুচ্ছরিত হইতে
 উৎপন্ন দ্ধুচ্ছ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দ্ধুচ্ছরিত প্রভাবে চারি অপায়
 বা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পৰ্যায়ক্রমে কায়িক-চেতসিক
 বিপাকদ্ধুচ্ছ অনুগমন করে । তাহা কিরূপ—“শকটবাহীর পদান্ধুগামী
 চক্কে ন্যায়” ধ্ধুরে য্ধুত্ত ধ্ধুর বহনকারী বলীবন্ধু’র পদ-চক্কে ন্যায় ।
 ধ্ধুরবাহী বলীবন্ধু’ একদিন, দ্ধুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অন্ধমাস, এমন কি
 একমাস ধ্ধুর বহন করিলেও যেমন চক্কে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম
 হয় না, পক্ষান্তরে সম্ধু দিকে অতিক্রম করিতে গেলে য্ধুগেতে গ্রীবা বাধে,
 পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্ৰ তাহার উরুমাংস প্রতিহত করে ; এই
 ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্ৰ তাহার পদান্ধুপদিক হয় । তদ্রূপ
 প্রদৃষ্ট মনের দ্বারা তিবিধ দ্ধুচ্ছরিত প্ধুগ্গকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

পদ্রেহা ঠিতং পদগ্গলং নিরয়াদিসদ তথ তথ গতট্ঠানে
দদ্ষরিতমূলকং কারিকম্পি চেতসিকম্পি দদ্বখং অনদ-
বন্ধতী”তি ।

গাথাপরিষোসানে তিংসসহস্সা ভিক্খু সহপটিসম্ভি-
দাহি অরহত্তং পাপদ্বনিংসদ । সম্পত্তপারিসায়”পি দেসনা
সাথিকা সফলা অহোসী”তি ।



*

*

*

যেখানে যেখানে যায় সেই সেই খানে দদ্ষরিত মূলক কারিক চৈতসিক দদ্বখ
পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্য্যবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্কু প্রতিসম্ভিদা সহিত অহত্ত্ব প্রাপ্ত
হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অন্যান্যদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও ফলবতী
হইয়াছিল ।



মটুকুণ্ডলী বখ্ । ২

“মনোপদ্বঙ্গমা”তি দদতিয়গাথাপি সাবখিয়ং য়েব মটুকুণ্ডলিং আরব্ভ ভাসিতা ।

১। সাবখিয়ং কির অদিমপদ্বকো নাম ব্রাহ্মণো অহোসি । তেন কস্‌সচি কিঞ্চি ন দিনপদ্বং, তেন তং অদিমপদ্বকোহ্বেব সজ্জানিংসু । তস্‌সেকপদ্বকো অহোসি পিয়ো মনাপো । অথস্‌স পিলন্ধনং কারেতুকামো “সচে সুবল্লকারস্‌সাচিক্‌খিস্‌সামি বেতনং দাতব্বং

*

*

*

মটুকুণ্ডলীর উগাখ্যান

“মনপদ্বঙ্গামী” এই দ্বিতীয় গাথাও মটুকুণ্ডলীর কথা প্রসঙ্গে শ্রাবস্তীতে কথিত হইয়াছিল ।

১। শ্রাবস্তীতে “অদিমপদ্বক” (অদন্তপদ্বক) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি পদ্বক কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিম পদ্বক নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ছেলোট বেষ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জন্য অলংকার তৈয়ার করেন । কিন্তু ভাবিলেন—“যদি স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলি তবে মজুরী

ভবিস্সতী”তি সয়মেব সুবল্লং কোট্টেহা মট্টানি কুণ্ডলানি
কহ্বা অদাসি, তেনস্স পুত্তো মট্টকুণ্ডলীহেব পঞায়িথ ।
তসস্স সোলসবস্সকালে পণ্ডুরোগো উদপাদি । মাতা
পুত্তং ওলোকেহা “ব্রাহ্মণ, পুত্তস্স তে রোগো উপ্পন্নো
তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ । “ভোতি, সচে বেজ্জং
আনেস্সামি ভত্তবেতনং দাতব্বং ভবিস্সতি, কিং ত্বং মম
ধনচ্ছেদং ন ওলোকেস্সসী”তি ।

“অথ কিং করিস্সসি ব্রাহ্মণা”তি ?

“য়থা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিস্সসামী”তি ।

২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গম্বা—“অসুস্করোগস্স
নাম তুম্হে কিং ভেস্সজ্জং করোথা”তি পুচ্ছতি । অথস্স
তে যং বা তং বা রুদ্বখতচাদিং আচিক্বাস্তি । সো তং

*

*

*

দিতে হইবে” তাই নিজেই সোণা পিটিয়া মৃষ্টকুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া দিলেন।
এই মৃষ্টকুণ্ডল পরাতেই ব্রাহ্মণ-পুত্র মৃষ্টকুণ্ডল নামে পরিচিত হইল । তাহার
ষোল বছর বয়সে তাহার পাণ্ডু রোগ হইল । মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া
ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাহ্মণ, তোমার ছেলের রোগ হইয়াছে, তাহাকে
চিকিৎসা করাও ।”

“ভদ্রে, যদি কবিরাজ আনি তবে দর্শনী দিতে হইবে । তুমি কি আমার
ধন-নাশ করিতে চাও ! তাহা হইবে না ।”

“তবে কি করিবে ব্রাহ্মণ ?”

“যাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব ।”

২। অতঃপর তিনি বৈদ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—
“হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন ? বৈদ্যেরা
তাহাকে যাহা-তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন । তিনি তাহা আহরণ

আহরিষা পদুত্স ভেজ্জং করোতি । তং করোন্ত্স-
সেবস্স রোগো বলবা অহোঁসি, অতৌকিচ্ছ ভাবং উপপগমি,
ব্রাহ্মণো তস্স দম্বলভাবং ঐত্বা একং বেজ্জং পক্কোঁসি ।
সো তং ওলৌকেত্বা “অম্‌হাকং একং কিচ্ছং অথিঅঐ্‌ঐ
বেজ্জং পক্কোঁসিত্বা তৌকিচ্ছাপেহী”তি তং পচ্চক্‌খায়
নিক্‌খমি । ব্রাহ্মণো তস্স মরণসময়ং ঐত্বা “ইমস্স
দস্সনথায় আগতাগতা অন্তোগেহে সাপতেয়াং পস্সিস্স-
সন্তি, বহি নং করিস্সামী”তি পদুতং নীহরিষা বহি
আলিন্দে নিপজ্জাপেসি ।

৩। তং দিবসং ভগবা বলবপচ্চদুসসময়ে মহাকরুণা-
সমাপত্তিতো বট্‌ঠায় পদ্ববদুঙ্কেসু কতৌধিকারানং
উস্সন্নকুসলমূলানং বেনেয়া বন্ধবানং দস্সনথং
বদুঙ্কচক্‌খুনা লোকং ওলৌকেন্তো দসসহস্সি চক্‌কবালে
ঐগজালং পথরি ।

*

*

*

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন । ইহার ফলে রোগ অধিক
হইল । অর্চিকৎস্য ভাবে উপনীত হইল । ব্রাহ্মণ পদুত্বে দম্বল দেখিয়া
একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন । বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন—“আমার
এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া চিকিৎসা
করান ।” এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ
পদুত্বে মরণ আসন্ন বদ্বিয়া ভাবিলেন—“ইহাকে দেখিবার জন্য লোকজন
আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে, ইহাকে
বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পদুত্বে বাহির করিয়া বারান্দায়
শোয়াইয়া রাখিলেন ।

৩। সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান হইতে
উঠিয়া পদ্ববদুঙ্কগণের নিকট অধিকার প্রাপ্ত, প্রবল কুশল মূল সম্পন্ন বিনেয়
বান্ধবগণকে দর্শনের নিমিত্ত বদুঙ্কচ্ছদ্বা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিবার
মানসে তিনি দশ সহস্র চক্রবালে আপন জ্ঞানজাল প্রসারিত করিলেন ।

মটুকু'ডলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেনেব তস্‌স অন্তো
পঞ্‌ঞায়ি ।

৪। সখা তং দিস্সা তস্‌স অন্তোগেহা নীহরিয়া তথ
নিপঞ্জাপিতভাবং এত্বা “অথি নুখো ময়্‌হং এথ গতপচ্ছয়েন
অথো”তি উপধারেন্তো ইদং অদ্দস :—

“অয়ং মাণবো ময়ি মনং পসাদেত্বা কালং কত্বা তাবতিংস
দেবলোকে তিৎসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিস্‌সতি,
অচ্ছরাসহস্‌সমস্‌স পরিবারো ভবিস্‌সতি, ব্রাহ্মণোপি
নং ঝাপেত্বা রোদন্তো আলাহণে বিচারিস্‌সতি । দেবপদন্তো
তিগাবদুত্পমাণং সট্‌ঠিসকট ভারালঙ্কারপতির্মণ্ডিতং

*

*

*

মটুকু'ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞান-জালের মধ্যে
দেখা গেল ।

৪। শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া “আমার গমনে এই ব্যক্তির কোন
প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা” অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’
দেবলোকে ত্রিশ যোজন প্রমাণ এক কণকবিমানে উৎপন্ন হইবে, সহস্র অঙ্গুর
তাহার পরিবার হইবে । ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে
শ্মশানে বিচরণ করিবে । দেবপুত্র সহস্র অঙ্গুরাপরিবৃত, ষষ্টি শকট-ভার
অলঙ্কার প্রতির্মণ্ডিত নিজের ত্রিগবদ্বর্তি প্রমাণ শরীর দেখিয়া “কোন্

অচ্ছরাসহস্‌সপরিবারং অন্তভাবং ওলোকেত্বা “কেন নুখো
কম্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লঙ্কা”তি ওলোকেন্তো ময়ি
চিত্তম্পসাদেন লঙ্কাভাবং এত্বা “ধনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং
অকত্বা ইদানি আলাহণং গন্ত্বা রোদতি বিম্পকারম্পত্তং নং
করিস্সামী”তি পিতরি অকখিস্তিয়া মটুকুডলীবল্লোনাগন্ত্বা
আলাহণস্সাবিদুরে নিপজ্জিত্বা রোদিস্সতি । অথ নং
ব্রাহ্মণো “কোসি ত্বং ?”তি পদচ্ছিস্সতি ।

“অহং তে পুত্তো মটুকুডলী”তি ।

“কুহিং নিম্বত্তোসী”তি ?

“তাবতিংস ভবনে”তি ।

“কিং কম্মং কত্বা”তি ? বদন্তে ময়ি চিত্তম্পসাদেন
নিম্বত্ত ভাবং আচিকখিস্সতি । ব্রাহ্মণো “তুম্‌হেস্দ

*

*

*

কস্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল” তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে
পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ হেতু ইহা লাভ হইয়াছে ; আরও দেখিতে
পাইবে যে—তাহার পিতা ধনহানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া
এখন শ্মশানে যাইয়া রোদন করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত বা তিরস্কৃত
করাইব ।” পিতার প্রতি অসহিষ্ণুতা বশতঃ মটুকুডলীর রূপে আসিয়া
শ্মশানের অনতিদূরে শাইয়া রোদন করিবে । তারপর ব্রাহ্মণ তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিবে—“কে তুমি ?”

“আমি আপনার পুত্র মটুকুডলী ।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ ?”

“তাবতিংস” দেবলোকে ।”

“কি কস্মের ফলে ?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

চিহ্নং পসাদেহা সগ্গে নিব্বত্তা নাম অথী”তি মং পদ্বিচ্ছিস্-
সতি । অথস্‌সাহং এত্তকানি সতানি বা সহস্‌সানি বা
সতসহস্‌সানি বাতি ন সক্কা গণনায় পরিচ্ছিন্দিতুন্তি
বহা ধম্মপদে গাথং ভাসিস্‌সামি । গাথা পরিয়োসানে
চতুরাসীতিয়া পাণসহস্‌সানং ধম্মাভিসময়ো ভবিস্‌সতি ।
মট্টকুন্ডলী সোতাপন্নো ভবিস্‌সতি, তথা অদিম্পদ্বকো
ব্রাহ্মণো । ইতি ইমং কুলপদ্বত্তং নিস্‌সায় ধম্ময়াগো মহা
ভবিস্‌সতী”তি ঐহা পদ্বন দিবসে কতসবীরপটিজগ্‌গনো
মহাভিক্‌খু-সম্ম পরিবদতো সার্বাথিং পিণ্ডায় পবিসিহা
অনুপদ্বেশেন ব্রাহ্মণস্‌স গেহদ্বারং গতো ।

৫। তস্মিং খণে মট্টকুন্ডলী অন্তো গেহাভিমুখো
নিপন্নো হোতি, সখা অন্তনো অপস্‌সনভাবং ঐহা একং

*

*

*

চিহ্নপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
করিবে । “আপনার প্রতি প্রসন্ন-চিহ্ন হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”
প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-সহস্র
এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না ; এই বলিয়া ধম্মপদের
গাথা বলিব । গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধম্মাভিসময় হইবে ।
মট্টকুন্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিম্পদ্বক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ হইবে ।
এইরূপে এই কুলপদ্বত্তের উপলক্ষে মহাধম্ম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে ।” ইহা
জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পদ্বর্ক মহাভিক্‌খুসম্ম পরিবৃত্ত
হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন এবং অনুরূপে ব্রাহ্মণের
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন !

৫। সেই সময়ে মট্টকুন্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল । শাস্তা নিজের
অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে এক জ্যোতি বিকিরণ করিলেন ।

রস্মিং বিস্‌স্‌জ্‌জ্‌সি । মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”-
তি পরিবন্তিত্বা নিপন্নো’ব সথারং দিস্বা “অন্ধবালপিভরং
নিস্‌সায় এবরূপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা কায়বেয়্যাবতিকাং বা
কাতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং নালথং, ইদানি মে
হথাপি অবিধেয়্যা, অঞ্‌ঞ ; কত্ত্বং নথী”তি মনমেব
পসাদেসি । সথা “অলং এত্তকেন ইমস্‌সা”তি পক্‌কামি ।
সো তথাগতে চক্‌খুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব
পসন্নমনো কালাং কত্ত্বা সত্তপ্পবুদ্ধো বিয় দেবলোকে
তিংসয়োজ্‌জনিকে কনকবিমানে নিব্বন্তি ।

৬ । ব্রাহ্মণোপি’স্‌স সরীরং ঝাপেত্বা আলাহণে রোদন-
পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গন্ত্বা রোদতি
“কহং একপদন্তুকা, কহং একপদন্তুকা”তি । দেবপদন্তোপি

*

*

*

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন
করিয়া শান্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার
জন্য এইরূপ বুদ্ধের নিকট ষাইয়া কায়িক সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে
কিছু দান করিতে কিংবা তাঁহার মূখে ধর্ম্‌শ্রবণ করিতে পারিলাম না ।
এখন আমার হস্তও অবশ, অন্য আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ।”
এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি চিন্ত প্রসন্ন করিল । শান্তা “ইহাই উহার
পক্ষে ষথেষ্ট” মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন । তথাগত তাহার চক্ষুপথের
বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর পর সে
সদৃশপ্রবুদ্ধের ন্যায় দেবলোকে ত্রিংশৎ ষোজন প্রমাণ এক কণক বিমানে
গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬ । ব্রাহ্মণ তাহার শরীর দাহ করিয়া শ্মশানে গিয়া রোদন পরায়ণ
হইলেন । প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—“হায়,
আমার একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

অন্তুনো সম্পত্তিং ওলোকেহা “কেন নুখো কস্মেন লদ্ধা”তি
উপধারেন্তো সথারি মনোপসাদেনা”তি এহা “অস্নং
ব্রাহ্মণো মম অফাসদুকালে ভেসজ্জং অকারেহা ইদানি
আলাহণং গন্ধা রোদতি ; বিম্পকারম্পত্তমেতং কাতুং
বটুতী”তি মটুকুডলী বস্নেনাগন্ধা আলাহণস্সাবিদদুরে বাহা
পগ্গম্হ রোদন্তো অট্ঠাসি । ব্রাহ্মণো তং দিম্বা “অহং
তাব পদ্বসোসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পদ্বচ্ছিস-
সামি নং”তি পদ্বচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

“অলঙ্কতো মটুকুডলী মালভারী হরিচন্দনদুস্সদো,
বাহা পগ্গম্হ কন্দসি বনমস্সে কিং দুক্খিতো তুবং”তি ?

*

*

*

“কি কস্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে জানিতে
পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিন্তা প্রসন্ন করিবার ফলেই তাহার এই লাভ ।
তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার অসুখের
সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন, এখন তাঁহাকে
তিরস্কৃত করা উচিত হইবে ।” এই মনে করিয়া তিনি মটুকুডলীর রূপ
ধারণ পদ্বর্ষক শ্মশানের অদূরে বাহু ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া
রহিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পদ্বন-শোকে কাঁদিতোছি,
এ কি জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব ।” তিনি তাঁহাকে এই গাথা
বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

মস্গ কুডল পরিহিত, মালাধারী, হরিচন্দনচর্চিত অলঙ্কার ভূষিত
হইয়া তুমি বনের মধ্যে বাহু ধরিয়া কি দুঃখে রোদন করিতেছ ?

সো আহ :—

“সোবল্লময়ো পভস্সরো উম্পম্মো রথপঞ্জরো মম,
তস্স চক্কয়ুগং নবিন্দামি তেন দদুখেন জ্জিহস্সং
জীবিতং”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“সোবল্লময়ং মণিময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়াময়ং,
আচিক্খ মে ভদ্দ মানব চক্কয়ুগং পটিলাভয়ামি তে”তি ।

৭। তং সদ্ভা মানবো “অয়ং পদন্তস্স ভেসজ্জং অকত্তা
পদন্তপতিরূপকং মং দিম্বা রোদন্তো, ‘সুবল্লাদিময়ং
রথচক্কং করোমী’তি বদতি, হোতু নিগ্গণ্ণহিস্সামি

*

*

*

তিনি বলিলেন :—

আমার স্বর্ণময় অতুল্যজ্বল রথ পঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার
চক্রযুগল পাইতেছি না, সেই দদুখে আমার জীবন ত্যাগ করিব ।

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

হে ভদ্দ মানব, স্বর্ণময়, মণিময়, লোহময় অথবা রৌপ্যময় বাহা চাও,
আমাকে বল, আমি সেই চক্রযুগল তোমাকে দিব ।

৭। তাহা শ্রুতিয়া মানব রূপধারী দেবপুত্র ভাবিলেন—“ইনি পুত্রের
চিকিৎসা করান নাই, অথচ পুত্রের প্রতিরূপী আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে
কাঁদিতে বলিতেছেন—‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’; তাহা হইলেও

নং”তি চিন্তেত্বা “কীব মহন্তং মম চক্কয়দুগং করিস্-
সসী”তি বত্বা “সাব মহন্তং আকম্বসী”তি বদন্তে “চন্দ-
সদুরিয়েহি মে অথো তে মে দেহী”তি স্মাচন্তো আহ :—

“সো মাণবো তস্‌স পাবাদি চন্দসদুরিয়া উভয়েথ ভাতরো,
সোবল্লময়ো রথো মম তেন চক্কয়দুগেন সোভতী”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালো থো ভুমসি মাণব য়ো ত্বং পথয়সে অপথিয়ং,
মণ্ড্‌ণামি তুবং মরিস্‌সসি নহি ত্বং লচ্ছসি চন্দসদুরিয়ে”তি ।

*

*

*

তথাপি তাঁহাকে নিগৃহীত করিব ।” প্রকাশ্যে বলিলেন—“আমার চক্রষদুগল
কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি যত বড় চাও ।”

“আমার চন্দ্র-সূর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন ।” এইরূপ বাচঞা
করিয়া গাথায় কহিলেন :—

“সে মানব ব্রাহ্মণকে বলিল, চন্দ্র-সূর্য্য উভয় দ্বাতা, এখানে আমার
স্বর্ণময় রথ, সেই চক্রষদুগল দ্বারা সুশোভিত হইবে ।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“হে মানব, তুমি মূর্খ অকাম্য বস্তু কামনা করিতেছ, আমি মনে
করি তুমি মরিবে তথাপি চন্দ্র-সূর্য্য পাইবে না ।”

৮। অথ নং মাণবো “কিং পন পঞ্ঞায়মানস্স্থায়
রোদন্তো বালো হোতি, উদাহু অপঞ্ঞায়মানস্সা”তি
বহ্না :—

“গমনাগমনম্পি দিস্‌সতি বহ্নধাতু উভয়থ বীথিয়ো,
পেতো পন কালকতো ন দিস্‌সতি কো নিধ কন্দতং
বালতরো”তি তং স্‌দ্বা ব্রাহ্মণো “য়দুত্তং এস বদতী”তি
সল্লক্‌থেহা আহ :—

“সচ্চং থো বদেসি মাণব অহমেব কন্দতং বালতরো,
চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি ।

*

*

*

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যাহা দেখা
যাইতেছে তাহার জন্য কাঁদা কি মর্‌খতা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্য
কাঁদা মর্‌খতা ?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“এখানে উভয়ের বর্ণধাতু, বীথিয়য় এবং গমনাগমন দেখা যায়, কিন্তু
কালগত প্রেত দেখা যায় না, এ ক্ষেত্রে ক্রন্দনকারীদের মধ্যে কে
অধিকতর মর্‌খ ?”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত হইয়া
কহিলেন :—

“মানব, সত্য বলেছ, বালকের চন্দের জন্য রোদনের ন্যায় কালগত
প্রেতকে প্রার্থনা করিয়া রোদন করা ক্রন্দনকারীদের মধ্যে আমিই
অধিকতর মর্‌খ ।”

বহা তস্ কথায় নিস্ সোকো হুহা মাণবস্ থদীতং
করোন্তো ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিস্তং বত মং সন্তং ঘতসিস্তং ব পাবকং
বারিনা বিয় ওসিগুং সস্বং নিস্বাপয়ে দরং ।

অস্বহী বত মে সল্লং সোকং হদয়নিস্ সিতং,
য়ো মে সোকপরেতস্ সপ্তপদুসোকং অপানদীদি ।

স্বাহং অস্বদুলহ সল্লোন্সি সীতিভূতোন্সি নিস্বদুতো,
ন সোচামি ন রোদামি তব স্হান মাণবা’তি ।

*

*

*

ইহা বলিয়া দেবপদুগের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“ঘতসিস্ত প্রজ্জবলিত অগ্নি যেমন জলসিগুনে নিৰ্বাপিত হয়,
সেইরূপ আমার সকল শোক শান্ত হইয়াছে ।

শোকাতুর আমার পদুশোক যিনি অপনোদন করিয়াছেন,
তিনি একান্তই—আমার হৃদয়নিশ্চিত শোকশল্য উৎপাটন করিয়া-
ছেন ।

হে মানব, আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি শোক করিব না, রোদন
করিব না, আমি শল্যমুক্ত হইয়াছি নিৰ্বাপিত ও সুশীতল হইয়াছি ।

৯। অথ নং “কো নাম ত্বন্তি” পদুচ্ছন্তো :—

“দেবতান্দ্রসি গন্ধম্বো আদ্র সক্রো পদ্রিন্দদো,
কো বা ত্বং কস্ বা পদ্রন্তো কথং জানেমদ্র তং ময়ং”তি ।

আহ । অথস্ মাগবোঃ—

“য়ণ্ড কন্দসি যণ্ড রোদসি পদ্রুং আলাহণে সয়ং দহিহা,
ম্বাহং কুসলং করিহা কস্মং তিদসানং সহব্যাতং পদ্রো”তি ।

আচিক্খি । ব্রাহ্মণো আহ :—

“অপ্পং বা বহুং বা নান্দসং দানং দদন্তস্ সকে অগারে,
উপোসথকস্মং বা তাদিসং কেন কস্মেন গতোসি দেবলোকং”তি ।

*

*

*

৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে “তুমি কে” পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—

“তুমি দেবতা, গন্ধম্ব কিংবা শত্রু পদ্রন্দর হও,

তুমি কে অথবা কাহার পদ্রু, আমরা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারি ?”
অতঃপর দেবপদ্রু প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পদ্রুকে মমশানেতে ম্বয়ং দম্ব করিয়া রোদন বিলাপ করিতেছে,
সেই আমি কুশলকস্ম সম্পাদন করিয়া ত্রিদশ বাসীদের সাহচর্য লাভ
করিয়াছি ।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :—

“আপনগৃহে অপ্প কিংবা বহু দান দিতে অথবা
তাদ্রশ উপোসথকস্ম সম্পাদন করিতে দেখিলাম না,
কোন কস্মপ্রভাবে তুমি দেবলোকে গমন করিলে ?”

১০। মাগবো আহ :—

“আবাধিকোহং দদুখিতো বাল্হগিলানো,
আতুররুপোম্হি সকে নিবেসনে ;
বদুন্ধং বিগতরজং বিতিগ্নকণ্ঠং,
অন্দকুখিং সুগতং অনোমপণ্ণং ।

স্বাহং মূদিতমনো পসন্নচিত্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতস্,স,
তাহং কুসলং করিত্বা কস্মং তিদসানং সহব্যাং পত্তো”তি ।

১১। তস্মিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণস্ স সকলসরীরং প্রীতিয়া
পরিপূরি । সো তং প্রীতিং পবেদেন্তো :—

*

*

*

১০। দেবপুত্র কহিলেন :—

“আমি যখন আপন গৃহে ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত,
রোগাতুর অবস্থায় সাংঘাতিক প্রীড়িত ছিলাম,
তখন বিগতরজ উত্তীর্ণ সংশয়, সম্বোক্তমজ্জানী
সুগত বদুন্ধকে দেখিয়াছিলাম ।

মূদিত মন, প্রফুল্ল চিত্তে আমি, তথাগতকে
অঞ্জলি প্রণাম করি ।

সেই কুশল কৰ্ম সম্পাদন করিয়া

আমি ত্রিদশ বাসীদের সাহচর্য লাভ করিয়াছি ।’

১১। তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ
হইয়াছিল । তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অন্ভুতং
 অঞ্জলি কস্মস্ অয়মীদিসো বিপাকো,
 অহম্পি মদ্বিতমনো পসন্নচিত্তো
 অশ্বেজব বুদ্ধং সরণং বজ্রামী”তি ।

আহ । অথ নং মাণবো :—

‘ অশ্বেজব বুদ্ধং সরণং বজ্রাহি ধম্মণ্ড সঙ্ঘণ্ড পসন্নচিত্তো,
 তথৈব সিক্খায় পদানি পণ্ড অখণ্ড ফল্লানি সমাদিয়স্‌সু ।
 পাণাতিপাতা বিরমস্‌সু খিম্পং লোকে অদিন্নং পরিবজ্জয়স্‌সু,
 অমজ্জপো মা চ মদুসা ভণাহি সকেন দারেন চ হোহি তুট্ঠো”তি ।

•

•

•

“আশ্চর্য্য বটে ! অন্ভুত বটে ! অঞ্জলি কস্মের এইরূপ পরিণাম ?
 আমিও মদ্বিত মনে, প্রসন্ন চিত্তে আজই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিব ।”

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আজই প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করুন, তদুপেই
 অখণ্ড ও পূর্ণ ভাবে পণ্ড শিক্ষাপদ গ্রহণ করুন ।

সত্ত্বর প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হউন । জগতের অদত্ত গ্রহণ
 পরিত্যাগ করুন । স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকুন, মিথ্যা বলিবেন না,
 নেশা সেবন করিবেন না ।

আহ । সো ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্তা ইমা গাথা অভাসি :—

“অথকামোসি মে যক্খ হিতকামোসি দেবভে,
করোমি তুষং বচনং ত্বংসি আচারিয়ো মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধম্মণাপি অনন্তরং,
সম্বৎসরং নরদেবসংস গচ্ছামি সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিম্পং লোকে অদিন্নং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মূসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি তুট্ঠো”তি ।

১২ । অথ নং দেবপুত্রো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বহুং ধনং
অর্থি, সথারং উপসংকমিত্তা দানং দেহি, ধম্মং সদুণাহি,



তিনি ‘সাধু’ বলিয়া সম্মত হও ত এই গাথা সমুদ্র কহিলেন :—

হে যক্খ, আপনি আমার অর্থকামী, হে দেবতা, আপনি আমার
হিতকামী হন, আপনার বাক্য পালন করিব, আপনি আমার
আচার্য্য হন ।

আমি অনন্তর বুদ্ধের, ধর্মের এবং সম্বৎসর শরণ গ্রহণ করিতেছি,
আর নরদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ।

আমি সম্বৎসর প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইতেছি, জগতে অদন্ত গ্রহণ
পরিত্যাগ করিতেছি, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকিব, মিথ্যা কথা
কখনো বলিবনা এবং নেশা সেবন করিব না ।

১২ । অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ আপনার গৃহে বহু
ধন আছে, শাস্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্ম শুনুন, ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন

পঞ্হং পুচ্ছা”তি বহু তথৈবস্তুর্থায়ি । ব্রাহ্মণোপি গেহং
গন্ত্বা ব্রাহ্মণং আমন্তেত্বা “ভদ্রে, অহং সমগং গোতমং
নিমন্তেত্বা পঞ্হং পুচ্ছিস্‌সামি, সন্ধারং করোহী”তি বহু
বিহারং গন্ত্বা সথারং নেব অভিবাদেত্বা ন পটিসহ্যারং কত্বা
একমন্তে ঠিতো “ভো গোতম, অধিবাসেহি মে অজ্জতনায়
ভত্তং সন্ধিং ভিক্ষুসংঘেনা”তি আহ ।

১৩। সথা অধিবাসেসি । সো সথু অধিবাসনং
বিদিত্বা বেগেনাগন্ত্বা সর্কনিবেসনে খাদনীয়ং ভোজনীয়ং
পটিয়াদাপেসি । সথা ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত্তো তস্‌স গেহং
গন্ত্বা পঞ্হং আসনে নিসীদি । ব্রাহ্মণো সন্ধচ্চং পরিবিসি ।
মহাজনো সন্নিপতি । মিচ্ছাদিট্ঠিকেন কির তথাগতে

*

*

*

করুন ।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অস্থিহিত হইলেন । ব্রাহ্মণও ঘরে
গিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ গোতমকে
নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংস্কারের আয়োজন কর ।”

এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন । তিনি শাস্ত্রকে অভিবাদনও করিলেন না,
শিষ্টাচার সূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—
“ভো গোতম, ভিক্ষুসংঘের সহিত অদ্যকার জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ
করুন ।”

১৩। শাস্ত্রা সম্মত হইলেন । তিনি শাস্ত্রার সম্মতি জানিয়া বেগে
আপনার নিবাসে আসিয়া খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন । শাস্ত্রা ভিক্ষুসংঘ-
পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেসন করিলেন ।
ব্রাহ্মণ যত্নের সহিত পরিবেশন করিলেন । বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন
মতাবলম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে দুই দলের লোক সমবেত হইত ;—

নিম্নান্তিতে দ্বৈ জনকায়্য সন্নিপতন্তি ;—মিচ্ছাদিট্ঠিকা—
“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপদুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং পস্-
সিস্সাম্মা”তি সন্নিপতন্তি ; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ
বুদ্ধাবিসয়ং বুদ্ধলীল্হং পস্সিস্সাম্মা”তি সন্নিপতন্তি ।

১৪ । অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তিকিচ্ছং তথাগতং উপসংকমিস্সা
নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পদুচ্ছি—“ভো গোতম, তুম্হাকং
দানং অদত্তা পুজ্জং অকত্তা, ধম্মং অসদুত্তা উপোসথবাসং
অবাসিস্সা কেবলং মনোপসাদমত্তেনেব সগ্গে নিব্বত্তা নাম
হোন্তী”তি ?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পাচ্ছসি ? ননু তে পদুত্তেন মট্টকুণ্ড-
লিনা ময়ি মনং পসাদেত্তা অন্তনো সগ্গে নিব্বত্ত ভাবো
কথিতো”তি ?

“কদা ভো গোতমা”তি ?

“ননু ত্বং অজ্জ সদুসানং গন্ত্বা কন্দন্তো অবিদুৱে বাহা

*

*

*

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“আজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গোতমকে উত্যক্ত
দেখিব ।” সঙ্কস্মীরা আসিত—“অদ্য বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব ।”

১৪ । ভোজন-কৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া
নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো গোতম,
আপনাকে দান না দিয়া, পুজা না করিয়া, আপনার মূখে ধর্ম না শুনিয়া
উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিন্ত প্রসাদ বলেই স্বর্গে
যাওয়া যায় কি ?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মট্টকুণ্ডলী
আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে
নাই কি ?

“কখন ভো গোতম ?”

“তুমি আজ শ্মশানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদুৱে বাহু ধরিয়া

পগ্য়হ কন্দন্তং একং মানবং দিম্বা “অলঙ্কতো মটুকুঁডলী
মালভারী হরিচন্দনদুস্‌সদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং
পকাসেস্তুো সস্বং মটুকুঁডলীবন্ধুং কথেসি ।

১৫ । তেনেবেতং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং । তং কথেষ্বা
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসতং, ন হে সতানি, অথ খো ময়ি
মনং পসাদেত্তা সগ্গে নিস্বত্তানং গণনা নাম নথি”তি আহ ।
মহাজনো ন নিস্বেমজ্জিকো হোতি । অথস্‌স অনিস্বেমজ্জিক-
ভাবং বিদিত্বা সখা মটুকুঁডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং
আগচ্ছতু’তি অধিট্ঠাসি । সো তিগাবুত্তপ্পমাণেনেব
দিম্বাভরণ পতিম্ভিতেন অন্তভাবেনাগন্ত্বা

*

*

*

একজন মানব কাঁদিতোছিল দেখিয়া মস্‌গ কুঁডল ভূষিত মালাধারী ইত্যাদি
কথায় শাস্তা দুই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া সমস্ত মটুকুঁডলীর
উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন ।

১৫ । এই জন্য এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া ‘বলা হইয়াছে । এই
উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত নহে ;
আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক যে স্বর্গে গিয়াছে, তাহার উল্লেখ
নাই । সমবেত জনমুঁডলী নিঃসন্দেহ হইল না । তাঁহাদের সন্দিগ্ধ ভাব জানিয়া
শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মটুকুঁডলী দেবপুত্র বিমানের সহিত আগমন
করুক । সেই দেবপুত্র দিব্যাভরণ প্রতিম্ভিত, ত্রি-গব্য্যতি প্রমাণ শরীরে
আসিয়া বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এক-
প্রাশ্তে দাঁড়াইলেন ।

বিমানা গুরুস্বহু সখারং বন্দিহা একমন্তং অটঠাসি, অথ নং
সখা “ত্বং ইমং সম্পত্তিং কিং কস্মৎ কহ্বাপটিলভী”তি
পদচ্ছন্তো :—

“অভিক্রমেন বগ্নেন য়া ত্বং তিট্ঠাসি দেবতে,

ওভাসেসি দিসা সব্বা ওসধী বিয় তারকা ।

পদচ্ছা মি তং দেব মহানুভাব,

মনস্ সসভূতো কিমকাসি পদেৎৎ”তি ?

গাথমাহ । দেবপদন্তো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পত্তি তুম্হেসদ
মনং পসাদেহা লদ্ধা”তি ।

“ময়ি মনং পসাদেহা লদ্ধা তে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

১৬ । মহাজনো দেবপদন্তং ওলোকেহা “অচ্ছরিয়া বত
ভো বুদ্ধগুণা অদিমপদ্বকরান্নগস্ পদন্তো নাম অৎৎৎ

*

*

*

শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই দিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন্ কস্মের
ফলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

যে দেবতা অতুজ্জ্বল দেহ জ্যোতিতে সর্বদিক আলোকিত করিয়া
ওষধী তারকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছ, হে মহানুভব দেব ! তোমাকে
জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যাবস্থায় তুমি কি পদ্য করিয়াছ ?

দেবপদন্তু কহিলেন—“প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনার প্রতি মন প্রসন্ন
করিয়াই পাইয়াছি ।”

“আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই পাইয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু !”

১৬ । সমবেত জনমণ্ডলী দেবপদন্তুকে দেখিয়া সন্তোষ বাক্যে বলিতে
লাগিল—“অহো বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য ! অদিমপদ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে

কিঞ্চিৎ পদুৎপত্তং অকৃত্বা স্তথারি মনং পসাদেত্ত্বা এবরুপং
সম্পত্তিং পটিলন্তী”তি তুট্টিং পবেদেসি । অথ “নেনসং
কুসলাকুসলকম্মকরণে মনো পদুব্বঙ্গমো মনোসেট্ঠো
পসম্মেন হি মনেন কতকম্মং দেবলোকং মনুস্সলোকং
গচ্ছন্তং পদুগ্গলং ছায়াব নবিজহতী”তি ইদং বথুং কথেত্ত্বা
অনুদসন্ধিৎ স্বেটেত্ত্বা পতিট্ঠাপিতমত্তিকং সাসনং রাজমুদায়
লঙ্কন্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাহ ঃ—

“মনোপদুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসম্মেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং সুখমম্বেতি ছায়াব অনপারিনি”তি । ২

*

*

*

অন্য কোন পদুগ্য না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ
শ্রীসম্পত্তি লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলা-
কুশল কৰ্ম্মকরণে মন পদুব্বগামী, মন শ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন মনে কৃত কৰ্ম্ম মানবের
দেবলোকে বা মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হইবার সময় ছায়ার ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ
করে না ।” এই কাহিনী কহিয়া পদুব্বাপির বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া শিরোনাম
স্থাপিত শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করার ন্যায় ধম্মরাজ এই গাথা
কহিলেন ঃ—

মন ধম্মসমুদ্যেহর অগ্গনী, মন ইহাদের প্রধান । ইহারা মনে উৎপন্ন
হয় । যদি কেহ প্রসন্নমনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে
অবিচ্ছিন্না ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয় ।

১৭। তথ্য কিণ্ঠাপি “মনো”তি অবিসেসন সম্বম্পি
চতুভূমকচিন্তং বদুচ্চতি। ইমস্মিং পন পদে নিয়মিয়মানং
ববথ্যাপিয়মানং পরিচ্ছিজিয়মানং অট্ঠবিধং কামাবচর
কুসলচিন্তং লভতি, বস্তুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি
সোমনসসহগতং ঞ্জাণসম্পন্নদুত্তচিন্তমেব লভতি।

“পদ্বস্জমা”তি তেন পঠমগামিনা হুত্বা সমাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদরো তরো থন্ধা, এতেসং হি উম্পাদ-
পচ্চয়ট্ঠেন সোমনসস সম্পন্নদুত্ত মনো পদ্বস্জমো এতেসন্তি
মনো—পদ্বস্জমা নাম। যথা হি বহুসু একতো হুত্বা
মহাভিক্ষুসঙ্ঘসস চীবর দানাদীনি বা উলারপূজা ধম্ম-
সবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুণ্ড্রাণি করোন্তেসু “কো
এতেসং পদ্বস্জমো”তি বদুত্তে—য়ো তেসং পচ্চয়োহোতি,

*

*

*

১৭। তথায় “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাতুৰ্ভূমিক চিন্ত সমূহ বদ্ব্যয়।
কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছেদ্যমান ভেদে আট প্রকার
কামাবচর কুশল চিন্তই লক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্তু ভেদে বিভক্ত করিলে
সৌমেনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রদুত্ত চিন্তই লাভ হয়।

“পদ্বস্জমা”—উহা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধম্মাচর”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্কন্ধ, ইহাদের
উৎপাদন প্রত্যয়ার্থে সৌমেনস্য সম্প্রদুত্ত মন ইহাদের পদ্বস্জগামী, এই বলিয়া
মনপদ্বস্জমা বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে
চীবর দান বা সাড়ম্বর পূজা, ধর্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি পুণ্য-
কর্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পদ্বস্জমা বা অগ্রণী
কে?” তখন যেমন ষাঁহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য হইয়াছে
বা ষাঁহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

য়ং নিস্‌সায় তে তানি পদ্ব্যঞ্জানি করোন্তি, সোতিস্‌সো বা
ফদ্ব্যস্‌সো বা তেসং পদ্ব্যঙ্গমোতি বদ্ব্যচ্চতি ; এবং সম্পদমিদং
বেদিতব্যং । ইতি উৎপাদম্পচ্চয়ট্টেন মনো পদ্ব্যঙ্গমো
এতেসান্তি = মনোপদ্ব্যঙ্গমা । নহি তে মনে অনদ্ব্যঙ্গমন্তে
উৎপজ্জতুং সঙ্কোন্তি । মনো পন একচ্চেসদ্ব্য চেতসিকেসদ্ব্য
অনদ্ব্যঙ্গমন্তেসদ্ব্যপি উপজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো
সেটেঠা এতেসন্তি = মনোসেটেঠা । যথা হি গণাদীনং অধি-
পতি পদ্ব্যরিসো গণসেটেঠা সেনিসেটেঠোতি বদ্ব্যচ্চতি, তথা
তেসম্পি মনেসেটেঠো । যথা পন সদ্ব্যগ্নাদীহি নিম্পন্নানি
তানি তানি ভাণ্ডানি সদ্ব্যগ্নময়াদীন নাম হোন্তি, তথা
এতৌপ মনতো নিম্পন্নত্তা মনোময়া নাম ।

“পসন্নো”তি—অনভিষ্মাদীহি গদ্ব্যগেহি পসন্নেন ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন
ভাসন্তো চতুর্ষ্বধং বচীসদ্ব্যচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো

*

*

*

তিষ্যই হউন আর ফদ্ব্যই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ
জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপদ্ব্যঙ্গম ইহাদের এই অর্থে
মনপদ্ব্যঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না । মন
কিন্তু কোন কোন চেতসিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন
ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনশ্রেষ্ঠ । যেমন গনাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সদ্ব্যগ্নাদি দ্বারা নিম্মিত ভাণ্ড সমূহ সদ্ব্যগ্নময়াদি বলিয়া
কথিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিধ্যা বা লোভাদির অবিদ্যমানতা হেতু সদ্ব্যপ্রসন্ন ভাবযুক্ত ।

“করে কিম্বা ভাষে”—এইরূপ মনের দ্বারা ভাষণ করিবার সময় চতুর্ষ্বধ
বাক্সদ্ব্যচরিতই ভাষণ করে, কার্য্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সদ্ব্যচরিতই আচরণ করা

তিবিধং কায়সুচরিতমেব করোতি, অভাসন্তো অকরোন্ত
তোহি অনভিষ্বাদীহি পসন্নমনসতায় তিবিধং মনো
সুচরিতং পদুরোতি, এবমস্স দসকুসলকম্মপথা পারিপারিং
গচ্ছন্তি ।

“ততো নং সুখম্বেতী”তি—ততো তিবিধসুচরিততো তং
পুগ্গলং সুখম্বেতি । ইধ তেভুমকম্পি কুসলং অধি-
প্পেতং । তস্মা তেভুমকসুচরিতানুভাবেন সুগতিভবে
নিব্বত্তং পুগ্গলং দুগ্গতিয়্য বা সুখানুভবনট্টানে ঠিতং
কায়বত্থকম্পি ইতরবত্থকম্পি অবত্থকম্পী”তি কায়িক-
চেতসিকং বিপাকসুখং অনুগচ্ছতি ; ন বিজহতী”তি অথো
বেদিতম্বো । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি—যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবন্ধা,
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিট্টন্তে তিট্টতি, নিসীদন্তে

*

*

*

হয় ; কিছু না করিলেও কিম্বা না বলিলেও লোভাদির অভাব হেতু প্রসন্ন
মানসতার দরুণ ত্রিবিধ মনোসুচরিত আচরণ করা হয় । এইরূপে তাহার
দশকুশল কম্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তৎপর সুখ তার অনুগামী হয়”—ত্রিবিধ সুচরিত হইতে উৎপন্ন সুখ
সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন ভূমির
কুশলই অভিপ্রেত । তদ্বৎ তেভুমিক সুচরিত প্রভাবে সুগতি ভবে বা দুর্গতিতে
উৎপন্ন ব্যক্তির সুখানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক বা অন্য বিষয়ক বা অবিষয়ক
কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন করে । অর্থাৎ এবম্বিধ সুখ তাহাকে
ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অবিচ্ছিন্না ছায়া সম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবন্ধ, শরীর চলিলে চলে,
দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে, নম্র বা পরুষ বাক্য বলিয়া

নিসীদতি, ন সন্ধা সঙ্গ্হেন বা ফরুসেন বা নিবন্তাহী'তি
বন্ধা বা পোঠেছা বা নিবন্তাপেতুং । কস্মা ? সরীরপটি-
বন্ধন্তা । এবমেব ইমেসং দসন্নং কুসলকস্মপথানং আচিগ্ন-
সমাচিগ্নমূলবং কামাবচরাদিভেদং কাযিকচেতসিকসদৃখং
গতগতট্ঠানে অনপায়ীনী ছায়াবিষ হুদ্বা ন বিজহতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া পাগস হস্‌সানং ধম্মা-
ভিসময়ো অহোসি । মটুকুন্ডলীদেবপদ্বত্তো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহি । তথা অদিগ্নপদ্বৰ্কো ব্রাহ্মণো সো তাবমহন্তং
বিভবং বুদ্ধসাসনে বিম্পকিরী'তি ।



*

*

*

নিবন্ত হয় বলিলে, অথবা দণ্ডেরদ্বারা প্রহার করিলেও নিবন্ত করা যায় না ।
কারণ ইহা শরীর প্রতিবন্ধ । সেইরূপ এই দর্শাবধি কুশল কস্মপথের মধ্যে
আচারিত সমাচারিত কামাবচরাদি বিবিধ প্রকার কাযিক ও চৈতসিক সদৃখ
অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় কারক যেইখানে ঘাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ
করে না ।

গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধম্মাবিরোধ হইয়াছিল । মটুকু-
কুন্ডলী দেবপদ্বত্ত সোতাপত্ত হইয়াছিলেন । সেইরূপ অদিগ্নপদ্বৰ্ক ব্রাহ্মণও ।
ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপদল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন ।



খুল্লতিস্‌সথেরবখু । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো তিস্‌সথেরং আরব্ভ কথেসি ।

১ । সো কিরায়স্‌মা ভগবতো পিতুচ্ছাপদন্তো মহল্লক-
কালে পস্বজিতো, বদ্ধানং উৎপন্নলাভসক্কারং পরিভুঞ্জন্তো
খুল্লসরীরো আকোটিতপচ্চাকোটিতেহি চীবরেহি
য়েভুয়েন বিহারমজ্জ্বে উপট্ঠানসালয়ং নিসীদতি ।

*

*

*

স্থলতিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান
কালীন তিষ্য স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ।”

১ । আয়দ্‌জ্ঞান স্থলতিষ্য স্থবির ভগবানের পিসতুত ভাই । তিনি বদ্ধ
বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বদ্ধ ও তাহার শ্রাবকগণের পদ্যপ্রভাবে
উৎপন্ন লাভ-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থল হইয়াছিলেন । তিনি
পিটিয়া পিটিয়া সুন্দরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া প্রায়ই বিহার-
মধ্যস্থ উপস্থান শালায় বসিয়া থাকিতেন ।

২। তথাগতং দস্‌সনায় আগতা আগন্তুকা ভিক্‌খু
 “একো মহাথেরো ভবিস্‌সতী”তি সঞায় তস্‌স
 সন্তিকং গন্ত্বা বত্তং আপদুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি
 আপদুচ্ছন্তি, সো তুণ্‌হী হোতি । অথ নং একো দরহ
 ভিক্‌খু “কতিবস্‌সা তুম্‌হে”তি পদুচ্ছিত্বা “বস্‌সং নথি
 মহল্লককালে পম্বজিতা ময়ং”তি বদন্তে “আবদুসো দদ্বিস্বনীত
 মহল্লক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি ! এত্তকে মহাথেরে দিস্বা
 সামীচিমত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপদুচ্ছিয়মানে তুণ্‌হী
 হোসি, কুৰুচ্চমত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি । সো
 খত্তিয়মানং জনেত্বা “তুম্‌হে কস্‌স সন্তিকং আগতা”তি
 পদুচ্ছিত্বা “সথদুসন্তিকং”তি বদন্তে “মং পন কো এসো”তি

*

*

*

২। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য আগত আগন্তুক ভিক্ষুরা, “ইনি
 একজন মহাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন
 এবং তাঁহার প্রতি উহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মন্দনাদি
 করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন ।
 অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার
 [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ ? তিনি কহিলেন—“বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে
 প্রব্রজ্যা নিয়াছি ।” অপর ভিক্ষু বলিলেন—“আবদুস দদ্বিস্বনীত বৃদ্ধ, নিজের
 প্রমাণ জান না ! এতগুলি মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্য মাত্র প্রকাশ কর না,
 করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সত্বেচ্চ মাত্রও তোমার নেই !”
 এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন । তিষ্য ক্ষণিয়াভিমনে অভিমান করিয়া
 কহিলেন—“আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন ?” তাঁহারা বলিলেন—

সল্পক্খথ, মূলমেব বো ছিন্দিস্সামী”তি বহ্বা রুদন্তো
দুন্ধী দম্মনো সথুদসন্তিকং অগমাসি ।

৩। অথ নং সথা “কিন্দু থো ত্বং তিস্স, দুন্ধী
দম্মনো অস্সম্মুথো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি ।
তে পি ভিক্খু” এস গম্ভা কিঞ্চ আলোলং করয়্যা”তি
তেনেব সন্ধি গম্ভা সথারং বিন্দিত্বা একমন্তং নিসীদিংসু,
সো সথারা পুচ্ছিতো “ইমে মং ভন্তে, ভিক্খু অক্কো-
সন্তী”তি আহ ।

“কহং পণ ত্বং নিসিন্নোসী”তি ?

“বিহারমম্বে উপট্ঠানসালায়ং ভন্তে”তি ।

“ইমে তে ভিক্খু আগচ্ছন্তা দিট্ঠা”তি ?

“আম দিট্ঠা ভন্তে”তি ।

*

*

*

“শাস্তার নিকট ।” তিনি বলিলেন—“আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ?
আপনাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িব ।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
দুন্ধী দম্মন হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন ।

৩। অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে তিস্য, তুমি
দুন্ধী, দম্মনা ও অশ্রুদুখ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ যে ?” সেই
ভিক্ষুরাও “ইনি যাইয়া কিছুর গোলমাল করিতে পারেন” এই ভাবিয়া তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্ব্বক একপাশে উপবেশন করিলেন ।
ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিস্য স্থবির কহিলেন—“ভগ্নে, এই ভিক্ষুরা আমাকে
তিরস্কার করিয়াছেন ।”

“তুমি কোথায় বাসিয়াছিলে ?”

“বিহারে উপস্থান-শালায় ভগ্নে !”

“তুমি এই ভিক্ষুদের আসিতে দেখিয়াছিলে ?”

“হাঁ ভগ্নে, দেখিয়াছিলাম ।”

“উট্ঠায় তে পচ্ছদুগ্গমনং কতং”তি ?

“নং কতং ভন্তে”তি ।

“পরিব্‌খার গহণং আপদ্‌চ্ছিতং”তি ?

“নাপদ্‌চ্ছিতং ভন্তে”তি !

“আসনং অভিহরিয়া পাদসম্বাহনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“তিস্‌স, মহল্লক ভিক্‌খুদং সম্বমেতং বত্তং কাতম্বং,
এতং অকরোন্তেন হি বিহারমজ্জ্বে নিসীদিদত্তং ন বট্টিতি,
তবেব দোসো, এতে ভিক্‌খু খম্মাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অক্কোসিৎসু’ নাহং এতে খম্মাপেমী”তি ।

“তিস্‌স, মা এবং করি, তবেব দোসো, খম্মাপেহি নে”তি ।

“ন খম্মাপেমি ভন্তে”তি ।

*

*

*

“তুমি উঠিয়া ওদের আগদ্বাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই, ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই, ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“তিষ্য, বয়োবদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিত । এই সব যে না
করে, তার পক্ষে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিত নহে, তোমারই দোষ,
এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“ওরাই আগাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি ওঁদের কাছে ক্ষমা
চাহিব না ।”

“হে তিষ্য, এমন করিওনা, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪। অথ সথা “দুস্বচো এস ভন্তে”তি তেহি ভিক্খুহি বুদ্ধে “ন ভিক্খবে, ইদানেব পুস্বেপেস দুস্বচোয়েব”তি বহু ইদানি তাবস্ ভন্তে, দুস্বচ ভাবো অম্হেহি এণাতো, অতীতে কিং অকাসী”তি বুদ্ধে “তেন হি ভিক্খবে, সুগাথা”তি বহু অতীতং আহরি।

“অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসী রাজে রজ্জং কারেন্তে দেবলো নাম তাপসো অট্ঠমাসে হিমবন্তে বসিত্বা লোগম্বিল সেবনথায় চত্তারো মাসে নগরং উপনিস্সায় বসিতুকামো হিম বন্ততো আগম্বা নগরদ্বারে দারকে দিম্বা পুচ্ছি—“ইমং নগরং সম্পত্তা পব্বজিতা কথং বসন্তী”তি? “কুম্ভকারসালায়ং ভন্তে”তি।

০

০

০

৪। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় দুস্বচঃ।” ভিক্ষুরা এই কথা বলিলে শাস্ত্রা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ সে যে কেবল এখন দুস্বচঃ তাহা নয়, পূর্বেও দুস্বচঃ ছিল।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান দুস্বচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?” ভগবান কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ, শুন।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

“পূরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল নামক এক তাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন করিবার জন্য চারিমাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল। সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরদ্বারে বালকদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন?”

“কুম্ভকার-শালায়, ভন্তে!”

৫। তাপসো কুম্ভকারসালং গন্তা দ্বারে ঠত্বা “সচে তে ভগ্গব অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং সালায়া”তি আহ।

কুম্ভকারো “ময়্‌হং রত্তিয়ং সালায় কিচ্চং নথি, মহতী সাল্লা, যথাসুখং বসথ ভন্তে”ন্তি, সালং নীয়াদেসি। তস্মিৎ পর্বাসিত্বা নিসিমে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো আগন্তা কুম্ভকারং একরত্তিবাসং য়াচি।

৬। কুম্ভকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সন্ধিং একতো বসিতুকামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেস্-সামী”তি চিস্তেত্বা “সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেস্-সতি তস্‌স রুচিয়া বসথা”তি আহ। সো তং উপসং-কমিত্বা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়ম্পেথ একরত্তিং বসেয়্যামা”তি।

*

*

*

৫। তাপস কুম্ভকার-শালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—“ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাতি শালায় বাস করিব।”

কুম্ভকার—“রাতিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা আপনি যথাসুখে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল। সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুম্ভকার-শালায় একরাতি বাস করিতে প্রার্থনা করিল।

৬। কুম্ভকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তিনি এঁর সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-না জানি না, নিজকে বাঁচাইব।” এই মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তাঁহার যদি অভিরুচি হয়, তবে থাকুন।” নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, আমিও একরাতি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহতী সালা পাবিসিহা একমন্তে বসা”তি বদন্তে-
পাবিসিহা পদুরেতরং পাবিটুঠস্‌সাপরভাগে নিসীদি,
উভোপি সারাণীয়ং কথং কথেন্না নিপজ্জিৎসু ।

৭। সয়নকালে নারদো দেবলস্‌স নিপজ্জনটুঠান্‌ণ
দ্বারণ সল্লকথেন্না নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জ-
মানো অন্তনা নিসিন্‌নটুঠানে অনিপজ্জিহা দ্বারমন্ত্বে তিরিয়ং
নিপজ্জি । নারদো রত্তিং নিক্‌খমন্তো তস্‌স জটাসু
অক্কমি ।

“কো মং অক্কমী”তি চ বদন্তে—

“আচারিয়, অহংতি আহ ।

“কুটজটিল, অরঞতো আগন্‌হা মম জটাসু অক্কমসী”তি ।

“আচারিয়, তুম্‌হাকং ইধ নিপন্নভাবং নজানামি,

*

*

*

“প্রকাণ্ডশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা বলিলে
নারদ প্রবেশ করিয়া পৃশ্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল । উভয়ে
কুশল প্রশ্নাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭। শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপে লক্ষ্য
করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে শয়ন
না করিয়া দরজায় গিয়া তিষ্ঠ্যকভাবে শয়ন করিল । নারদ রাত্তিতে বাহিরে
সাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া
উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কুটজটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি !”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা জানি না ;

খমথ মে”তি বহু তস্ কন্দন্তস্ বহি নিক্খমি ।
 ইতরো “অয়ং পবিসন্তোপি মং অক্কেমিয়া”তি পরিবত্তিত্বা
 পাদট্ঠানে সীসং কহ্বা নিপজ্জি । নারদোপি পবিসন্তো
 “পঠম্পাহং আচরিয়া অপরজ্জিৎ, ইদানিস্ পাদপস্-
 সন পবিসিস্ সমী”তি চিন্তেত্ত্বা আগচ্ছন্তো গীবায়া অক্কেমি ।

“কো এসো”তি চ বুদ্ধে—

“অহং আচরিয়া”তি বহু—

“কূটজটিল, পটমং জটাসু অক্কেমিয়া ইদানি গীবায়া
 অক্কেমিসি, অভিসপি সসামি তং”তি বুদ্ধে :—

“আচরিয়া, ময়ং দোসো নথি, অহং তুম্হাকং এবং
 নিপন্নভাবং ন জানামি, পটম্পি আচরিয়া অপরজ্জিৎ,

*

*

*

আমাকে ক্ষমা করুন ।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সত্ত্বেও বাহিরে গেল ।
 দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত করিতে
 পারে” এই মনে করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন
 করিল । নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার আচার্য্যের
 নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া ঢুকিব ।” এই মনে
 করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল ।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ ?”

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য ।”

“হে কূটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা
 আক্রমণ করিলি ? আমি তোকে অভিশাপ দিব ।”

ইহা শ্রুতিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই,
 আপনি যে এ ভাবে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না । আমি
 আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

ইদানি পাদপস্বেসন পবিসিস্সামী”তি পবিট্টোম্হি ;
খমথ মে”তি আহ ।

“কূটজটিল, অভিসপিস্সামি তং ।”

“মা এবং করিথ আচারিয়া”তি ।

সো তস্স বচনং অনাদিয়িহা :—

“সহস্সরংসী সততেজো স্দুরিয়ো তম বিনোদনো,
পাতোদয়ন্তে স্দুরিয়ে মদ্ধা তে ফলতু সন্তধা”তি ।
তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচারিয় ময়্হং দোসো
নথী”তি মম বদন্তস্বেসব তুম্হে অভিসপিস্সথ, যস্স
দোসো অথি তস্স মদ্ধা ফলতু মা নিদ্দোসস্সা”তি
বহ্বা আহ :—

“সহস্সরংসী সততেজো স্দুরিয়ো তম বিনোদনো,
“পাতোদয়ন্তে স্দুরিয়ে মদ্ধা ফলতু সন্তধা”তি ।

*

*

*

আপনার পায়ের দিকে দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কূটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ তমঃবিনোদন যে সূর্য্য আছে, সেই
সূর্য্য প্রভাতে উদিত হইবার সময় তোমার মস্তক সাত ভাগে
বিদীর্ণ হউক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি
অভিশাপ দিলেন ; যাহার দোষ আছে তাহার মস্তক ফাটুক, নিন্দেষের যেন
না ফাটে ।” এই বলিয়া কহিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ তমঃ বিনোদন, যে সূর্য্য আছে ।

সেই সূর্য্য প্রভাতে উদয় হইবার সময় মস্তক সাত ভাগে বিদীর্ণ হউক ।”

অভিসপি ।

৮ । সো পন মহানুভাবো অতীতে চত্তালীস অনাগতে চত্তালীসাতি অসীতকম্পে অনদুস্‌সরতি । তস্মা কস্‌স নুখো উপরি সাপো পতিস্‌সতী”তি উপধারেস্তো আচরিয়স্‌সাতি ঐত্বা তস্মিং অনদুকম্পং পটিচ্চ ইন্ধিবলেন অরুণুগ্‌গগমনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে অনদুগ্‌গচ্ছন্তে রাজদ্বারং গন্ত্বা “দেব তস্মি রজ্জং কারেস্তে অরুণো ন উট্ঠহতি, অরুণং নো উট্ঠাপেহী”তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো কায়কম্মাদীনি ওলোকেস্তো কিণ্ণ অয়ুত্তং অদিম্বা কিন্নুখো কারণন্তি চিস্তেত্বা ‘পম্ব-জিতানং বিবাদেন ভবিতম্বন্তি’ পরিসঙ্কমানো “কচ্চি ইমস্মিং নগরে পম্বজিতা অথী”তি পদুচ্চি ।

*

*

*

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল ।

৮ । সে মহানুভব ছিল, অতীতের চক্লিশ কম্প ও অনাগতের চক্লিশ কম্প, এই আশী কম্পের কথা অনুস্মরণ করিতে পারিত । কাহার উপর এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া সে জানিতে পারিল যে আচার্ষ্যের উপরেই তাহা পড়িবে । ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্য্যোদয় নিবারণ করিল । নাগরিকেরা সূর্য্যোদয় হইতেছে না দেখিয়া রাজদ্বারে যাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্য্যোদয় করিয়া দিন ।” এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল । রাজা আপনার শারীরিক কস্মাদি অবলোকন করিলেন । কিন্তু নিজের কোন অন্যায় কাৰ্য্য দেখিতে পাইলেন না । ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে পারে’ এইরূপ সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত আছেন কি ?”

“হীয়ো সায়ং কুম্ভকারশালায় আগতা অথি দেবা”তি
বদন্তে—তং খণ্ডেৎ রাজা উক্কাহি ধারিয়মানাহি তথ
গন্ত্বা নারদং বন্দিত্বা একমন্তং নিসিন্নো আহ ঃ—

“কম্মন্তা নম্পবত্তন্তি জম্বদীপস্স নারদ,

কেন লোকো তমোভূতো তম্মে অক্খাহি পদচ্ছিতো”তি ।

৯। নারদো সস্বং তং পবত্তিং আচিক্খি—“ইমিনা
কারণেনাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়্‌হং দোসো
নথি স্স দোসো অথি তস্সেব উপরি সাপো পততু”তি
বহা অভিসপিং, অভিসপিহা চ পন কস্স নুখো উপরি
সাপো পতিস্সতী”তি দিস্বা এতস্মিং অনুকম্পং পটিচ্চ
অবদুগস্স উগ্গস্তুং ন দেমী”তি ।

*

*

*

“দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় দুইজন আসিয়া কুম্ভকার-শালায় অবস্থান
করিতেছেন ।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মূহুর্তেই মশালধারীদের
সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্ব্বক একপাশ্বে উপবেশন করিয়া
কহিলেন ঃ—

হে নারদ ! জম্বদ্বীপের সমস্ত কম্ম অচল হইয়াছে ।

কি কারণে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ? তাহা

জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বলুন ।

৯। নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি
আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন ; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই,
মহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক । প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার
উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম সুদূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই
আচার্য্যের মাথা সাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে । তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি
অনুকম্পাপরবশ হইয়া সুৰ্য্য উঠিতে দিতেছি না ।

“কথম্পনস্‌ ভন্তে, অন্তরায়ো ন ভবেয়া”তি ?

“সচে মং খমাপেয়া ন ভবেয়া”তি ।

“তেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাসদ্‌ চ গীবায়ং চ অক্কমি, নাহং
এতং কুটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভন্তে, মা এবমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুদ্ধা তে সন্তুধা ফলিস্‌সতী”তি বুদ্ধোপি ন খমাপেসি
য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন হুং অন্তনো রুচিয়া খমাপেস্‌-
সী”তি হথপাদকুচ্ছীগীবাসদ্‌ তং গাহাপেত্বা নারদস্‌স
পাদমূলে ওনমাপেসি, নারদো “উটেষ্ঠহি আচারিয়, খমামি

*

*

*

“ভন্তে, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না ?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না ।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান ।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কুটজটিলের
কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“ভন্তে, এমন করিবেন না, ক্ষমা চান ।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না ।”

“আপনার মাথা সাত ভাগে ফাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না ।

১০ । অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—“আপনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা
চাহিবেন না ।” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ কুক্ষি ও গ্রীবাতে ধরাইয়া
তাহাকে নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন । নারদ বলিল—“আচার্য্য, উঠুন,
আপনাকে ক্ষমা করিলাম ।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ, ইনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা

১৩। তথ “অক্কোচ্ছী”তি—অক্কোসি। “অবধী”তি—
 পহরি। “অজিনী”তি—কুটসক্খি ওতারণেন বা বাদপটি-
 বাদেন বা করণদুত্তরিয়করণেন বা অজেসি। “অহাসিমে”তি—
 মম সন্তকং পত্তাদিসু কিঞ্চিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—
 য়ে কেচি দেবা বা মনুস্সা বা গহট্ঠা বা পম্ব্বজিতা বা
 তং। “অক্কোচ্ছি মং”তি—আদিবথুদকং কোধং সাকট-
 ধুরং বিয় নন্দিনা, পুত্তিমচ্ছাদীনি বিয় চ কুসাদীহি
 পুত্তপুত্তনং বেঠেন্তা উপনয়হন্তি, তেসং সাকিং উপ্পন্নং
 বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বদুপম্মতি। “য়ে তং ন
 উপনয়হন্তী”তি—অসতি অমনসিকার বসেন বা কম্মপচ্ছে-
 বেক্খণবসেন বা য়ে তং অক্কোসাদিবথুদকং কোধং তয়পি
 কোচি নিদ্দেশো পুত্তরিমভবে অক্কট্ঠো ভবিস্সতি,
 পহটো ভবিস্সতি, কুটসক্খি ওতারেহা জিতো ভবিস্-

*

*

*

১২। তথায় ভবসিয়াছে—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—
 প্রহার করিয়াছে। “জিনিয়াছে”—কুট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা
 বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কার্য্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরি-
 য়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে।
 “যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত তাহা। আমাকে
 আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শকট ধুরের ন্যায়
 ক্রোধ, কুশাদিদ্বারা পুত্তি মংস্য পুত্তনং পুত্তনং বেঠন করার ন্যায় উপনদ্ধ, তাহাদের
 একবার উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপশম হয় না। “উপনদ্ধ করে
 না তা. যারা”—যাহারা বিস্মৃত বা অনামনস্কতা বশত উৎপন্ন বৈরীভাব
 পোষণ করে না, অথবা কস্ম প্রত্যবেক্ষন করিয়া ভাবে যে তুমিও
 পুত্ত্বজন্মে কোন নিদ্দেশীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার
 করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদি দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,

সতি, কস্‌সচি পসয্‌হ কিণ্ণি অচ্ছিন্নং ভবিস্‌সতি, তস্মা
নিদ্দোসো হুত্তাপি অক্কোসাদীনি পাপদুগাসী'তি এবং ন
উপনয্‌হন্তি, তেস্‌ পমাদেন উপন্নম্পি বেরং ইম্মিমা অনদ্দ-
পনয্‌হনেন নিরিন্ধনো বিয় জাতবেদো উপসম্মতী'তি ।

দেসনা পরিয়োসানে সতসহস্‌সা ভিক্‌খু সোতাপত্তি
ফলাদীনি পাপদুগিৎসু । ধম্মদেসনা মহাজনস্‌স সাথিকা
অহোসি । দদ্বচোপি সদ্বচো জাতো'তি ।



*

*

*

বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই জন্য তুমি নিন্দেধ
হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ
করে না । তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব
পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইন্‌ধন (জ্বালানিকাস্ত) বিহীন অগ্নির
ন্যায় উপশান্ত হইবে ।

দেশনা অবসানে শতসহস্র ভিক্ষু স্নোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন । ধর্ম্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডীর সাথক হইয়াছিল । দদ্বচও
সদ্বচ হইয়াছিল ।



কালিয়ক্খিনিয়া-বথু । ৪

১। “নিহি বেরেনা”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো অঞতরং বঞ্জিখিং অরবড কথেসি ।

২। একো কির কুটুম্বিকপদত্তো পিতরি কালকতে
থেত্তে চ ঘরে চ সম্বকস্মানি অন্তনাব করোন্তো মাতরং পটি-
জগ্গতি । অথস্‌স মাতা “কুমরিকং তে তাত, আনেস্-
সামী”তি আহ ।

“অস্ম, মা এবং বদেথ, অহং যাবজীবং তুম্‌হে পটি-
জগ্গস্‌সামী”তি ।

*

*

*

কালীযক্কিণীর উপাখ্যান । ৪

১। “বৈরীতায় নহে” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস বরিবার সময়
জনৈক বন্ধ্যা নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। এক কুটুম্বিক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের ও
গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল । অনন্তর তাহার
মাতা তাহাকে কহিল—“বাবা তোমার জন্য একটা মেয়ে আনিব ।”

“মা, অমন কথা বলিবেন না, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন আপনার
সেবা করিব ।”

“তাত, খেত্তে চ ঘরে চ কিচ্ছং ঙ্গয়েব করোসি, তেন ময্হং চিত্তসুখং নাম ন হোতি, আনেস্সামী”তি । সো পদনম্পদনং পটিক্খাপিত্বা তুণ্হী অহোসি । সা একং কুলং গন্তুকামা গেহা নিক্খমি । অথ নং পদন্তো “কতর কুলং গচ্ছতা”তি পদচ্ছিত্বা—“অসদ্ধকং নামা”তি বদন্তে তথ গমনং পটিসেধেত্বা অন্তনো অভির্দচিতং কুলং আচিক্খি । সা তথ গম্ব্বা কুমারিকং বারেত্বা দিবসং ঠপেত্বা তং ইতরস্স ঘরে অকাসি সা বম্বা অহোসি ।

৩ । অথ নং মাতা “পদন্ত, ঙ্গ অন্তনো রদ্ধিচয়্যাকুমারিকং আনাপেসি, সাদানিবম্বা জাতা, অপদন্তকণ্ঠ নাম কুলং বিন-স্সতি, পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অঞ্জ্ঞন্তে কুমারিকং আনেস্সামী”তি । তেন “অলং অম্মা”তি বদচ্চমানাপি

*

*

*

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না,—আমি বৌ আনিব ।” সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল । তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে । পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছেন ?” মা “অম্বুদ্ধ বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল । সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল । বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল । সে বন্ধ্যা হইল ।

৩ । অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের রদ্ধি অনঙ্গারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বন্ধ্যা হইল । অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়, বংশ রক্ষা হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি ।” সে বলিল, “নিম্প্রয়োজন মা,” এইরূপে সে বারণ করিলেও মা পদনঃপদনঃ বলিতে লাগিল ।

পাতেসি, কিমখং তুষং কথেমী ?”তি বদন্তেন ট্ঠাদানিম-
 হী”তি চিন্তেত্বা তস্সা পমাদং ওলোকেন্তি পরিণতে
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজেত্বা অদাসি, গন্তেভা
 পরিণতত্তা পতিতুং অসক্কোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি । খরা
 বেদনা উপ্পজ্জি, জীবিত সংসয়ং পাপদুগ্ধি । সা “নাসিত-
 ম্হি তয়া, ভমেব মং আনেত্বা তয়ো দারকে নাসেসি,
 ইদানি অহম্পি নস্‌সামি, ইতোদানি চুতা য়কিখনী হুত্বা
 তব দারকে খাদিতুং সমখা হুত্বা নিম্বত্তেয়াং”তি পথনং
 ঠপেত্বা কালং কত্বা তস্মিং য়েব গেহে মজ্জারী হুত্বা
 নিম্বত্তি । ইতরম্পি সামিকো গহেত্বা “তয়া মে কুলদুপ-
 ছেদো কতো”তি কম্পরজন্মদুকাদীহি সদুপোঠিতং পোঠেসি ।
 সা তেনেবাবাধেন কালং কত্বা তথেব কুঙ্কটী হুত্বা নিবত্তা ।

*

*

*

বলিব” ? সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বদ্বি
 আমার সম্বনাশ হইল । সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অশ্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের
 পরিণত অবস্থায় সদুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ যোগ করিয়া
 দিল । গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে না পারিয়া তিৰ্য্যিকভাবে রহিল ।
 তীর বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল । সে সতীনের
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই
 আমাকে আনিয়া তিনটি ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম ।
 মৃত্যুর পর যেন যক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলদিগকে
 খাইতে পারি ।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ
 করিল । মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া জন্মিল ।
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”
 বলিয়া কনুই ও হাটুদ্বারা বেদম প্রহার করিল । সেই পীড়াতেই
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুঙ্কটী হইয়া জন্মিল ।

কুঙ্কট্‌ডানি বিজায়ি, মজ্জারী আগন্তা তানি খাদি ।
 দদতিয়ম্পি ততিয়ম্পি খাদিয়েব । কুঙ্কটী “তয়ো বারে
 মম অন্ডানি খাদিত্বা ইদানি মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো
 চুতা সপদন্তং তং খাদিতুং লভেয়্য”তি পথনং কহ্মা ততো
 চুতা দীপিনী হুত্বা নিষ্বসিত্তি । ইতরা মিগী হুত্বা নিষ্বসিত্তি ।
 তস্সা বিজাতকালে দীপিনী আগন্তা তয়ো বারে পদন্তকে
 খাদি । মিগী মরণকালে “ইমায় মে তিক্খন্তুং পদন্তকে
 খাদিত্বা ইদানি মম্পি খাদিস্সতি, ইতোদানি চুতা এতং
 সপদন্তং খাদিতুং লভেয়্য”তি পথনং কহ্মা যক্খিনী হুত্বা
 নিষ্বসিত্তি । দীপিনীপি ততো চুতা সার্বথিয়ং কুলধীতা
 হুত্বা নিষ্বসিত্তি । সা বুদ্ধিপ্পত্তা দ্বারগামকে পতিকুলং
 অগমাসি । অপরভাগে পদন্তং বিজায়ি যক্খিনী তস্সা
 পিয়সহায়িকাবল্লেনাগন্তা “কুহিং মে সহায়িকা ? তি ।

*

*

*

কুঙ্কটি ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল । দ্বিতীয় বারও
 খাইল, তৃতীয় বারও খাইল । কুঙ্কটি বলিল—“তিনবার আমার ডিম খাইয়া
 এখন আমাকে খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে সহ তোমাকে খাইতে পারি
 মত যেন উৎপন্ন হই ।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে প্রাণ ত্যাগ করিল । সে
 দীপিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । অপর জন মৃগী হইল । সে তিনবার
 প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার শাবক খাইয়া
 ফেলিল । মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার শাবক
 খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে । এবার মরিয়াও যেন সপুত্র একে খাইতে
 পারি ।” সে ষষ্কিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । দীপিনী মরিয়া শ্রাবশীতে
 কোন এক মনুষ্য কূলে কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । সে বড় হইলে গ্রামাসন্নে
 তাহার বিবাহ হইল । সে পতিগৃহে গেল । কিছুদিন পরে সে এক পুত্র
 প্রসব করিল । ষষ্কিনী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা
 করিল—আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অন্তোগণ্ডে বিজাত”তি ।

“পদন্তুন্নুখো বিজাতা উদাহু ধীতরংগতি পস্‌সিস্‌সামি
নং”তি পর্বিসিত্তা পস্‌সন্তী বিয় দারকাং গহেত্বা খাদিত্বা
গতা । পদন বারোপি তথৈব খাদি । ততিয়বারে ইতরা
গরুভারা হুত্বা সামিকং আমন্তেত্বা “সামি, ইম্মিঙ্গ ঠানে
একা যক্‌খিনী মম ব্বে পদন্তে খাদিত্বা গতা, ইদানি কুলগেহং
গন্ত্বা বিজায়িস্‌সামী” তি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়ি ।

৫। তদা সা যক্‌খিনী উদকবারং গতা হোতি ।
বেস্‌সবণস্‌স হি যক্‌খিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো
সীসপরম্পরায় উদকং আরোপেত্তি । তা চতুমাসচ্চয়েন
পঞ্চমাসচ্চয়েন পি ম্‌মুচ্চন্তি । অপরা কিলন্তকায়ী জীবিত-
ক্‌খয়ম্পি পাপদুগন্তি । সা পন উদকবারতো মদুত্তমত্তাব
বেগেন তং ঘরং গন্ত্বা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পদুচ্ছি ।

*

*

*

“বাড়ীর ভিতরে সূতিকাগারে আছে ।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে ? আমি তাহাকে দেখিব ।” এই বলিয়া
প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া পলায়ন করিল ।
দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল । তৃতীয় বারে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া স্বামীকে
সম্বোধন করিয়া কহিল—“স্বামিন্, এই স্থানে এক যক্ষিণী আমাব দ দুই
পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিব ।” এই
বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল ।

৫। তখন যক্ষিণীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল ।
সে জল দিতে গিয়াছিল । অনোতত্ত হুদ হইতে যক্ষিণীরা শিরঃ পরম্পরায়
জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত । তাহারা চারিমাসে
অথবা পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মত্ত হইত । কেহ কেহ ক্রান্ত হইয়া মরিয়াও
যাইত । সেই যক্ষিণী জলের পালা হইতে মত্ত হইবা মাত্র সবেগে সেই
বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায় ?”

“কুহিং ত্বং ন পস্‌সিস্‌সিস্‌, তস্‌সা ইমস্মিং ঠানে জাত
জাত দারকে যক্‌খিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি
সা যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মদুচ্চিস্‌সতী”তি বের-
বেগেন সমুৎসাহিত মানসা নগরাভিমুখী পক্‌খন্দি ।
ইতরাপি নামগহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কত্বা
“সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পদুত্তং আদয় সামিকে
সন্ধিং বিহারমন্ত্বে মগ্‌গেন গচ্ছন্তি পদুত্তং সামিকস্‌স দত্বা
বিহারপোক্‌খণিয়া নহত্বা সামিকে নহায়ন্তে পদুত্তং
পায়মানা ঠিতা যক্‌খিনীং আগচ্ছন্তিং দিস্বা সজ্জানিত্বা
“সামি ! সামি !! বেগেনোহি, বেগেনোহি ; অয়ং সা
যক্‌খিনী”তি উচ্চাসদং কত্বা যাব তস্‌স আগমনং স্‌স্‌ঠাতুং
অসঙ্কোন্তী নিবন্তিত্বা অন্তোবিহারোভিমুখী পক্‌খন্দি ।

*

*

*

“কোথায় তুমি দেখিতে পাইবেনা, এইখানে তাহার বসে ছেলে হয় ষাঙ্কণী
খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে ।”

“সে যেই খানেই ঘাউক না, আমা হইতে মদুচ্চি পাইবে না ।” এই বলিয়া
সে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিন্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল ।
অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া
স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্ এখন চল আপন ঘরে যাই ।” এই বলিয়া পুত্রকে
লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে
পুত্রকে দিয়া বিহারপদুষ্করিণীতে স্নান করিল । আবার স্বামী স্নান করিবার
সময় পুত্রকে নিজে লইয়া স্থিতাবস্থায় স্তন্যপান করাইতে লাগিল । ইত্যবসরে
ষাঙ্কণী সেইদিকে আসিতেছে দেখিতে পাইল । ষাঙ্কণীকে চিনিতে পারিয়া
সে আন্তর্নাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো ! ওগো ! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস,
ঐ সে ষাঙ্কণী ।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থির থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া
বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল । সেই সময়ে শাস্তা পরিষদের মধ্যে ধর্ম্মদেশনা

তস্মিং সময়ে সত্তা পরিসমজ্জ্বৈ ধম্মং দেসেতি । সা পদন্তং তথাগতস্স পাদপীঠে নিপজ্জাপেত্তা “তুম্হাকং ময়া এস দিনো, পদন্তস্স মে জীবিতং দেথা”তি আহ । দ্বার কোট্টকে অধিবত্তো সূমনো নাম দেবো য়ক্খিনিয়া অন্তো পরিসিতুং নাদাসি ।

৬ । সত্তা আনন্দথেরং আমন্তেত্তা “গচ্ছানন্দ, তা য়ক্খিনিং পক্কোসাহী”তি আহ । থেরো পক্কোসি । ইতরা “অয়ং ভন্তে, আগচ্ছতী”তি আহ ।

৭ । সত্তা—“এতু মা সন্দমকাসী”তি বত্তা তং আগন্ত্বা ঠিতং “কস্মা এবং করোসি, সচে তুম্হে মাদিসস্স বুদ্ধস্স সম্মুখীভাবং নাগমিস্সথ ইস্সফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কম্পট্ঠিতিকং বো বেরং অভবিস্স,

*

*

*

করিতেছিলেন । স্ত্রীলোকটি ছেলোটিকে তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন ।” দ্বার-প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী সূমন নামক দেবতা যক্ষিণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ।

৬ । শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যক্ষিণীকে ডাক ।” স্থবির তাহাকে ডাকিলেন । স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—“ভন্তে, ঐ আসিতেছে ।”

৭ । শাস্তা বলিলেন—“আসুক, শব্দ করিও না ।” যক্ষিণী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদ্শ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বুদ্ধের* ন্যায় এবং কাকোলুকের** ন্যায় তোমাদের শত্রুতা কম্পকাল স্থায়ী হইত, কেন পরস্পরে শত্রুতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়, বৈরদ্বারা নহে ।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

** ফন্দন জাতক দ্রষ্টব্য । ** উল্লুক জাতক দ্রষ্টব্য ।

কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি অবেরেন উপ-
সম্মতি, নো বেরেনা”তি বদ্বা ইমঃ গাথামাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,

অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮। তথ “নহি বেরেনা”তি—যথা হি খেলসিদ্ধ্যাণিকাদি
অসদুচি মক্খিতট্ঠানং তেহেব অসদুচীহি ধোবন্তো সদুদ্বং
নিগ্গন্ধং কাতুং ন সক্কোতি ; অথ থো তং ঠানং ভীয়োসো-
মন্তায় অসদুদ্বতরং দদুগ্গন্ধতরং হোতি ; এবমেবং অক্কো-
সন্তং-পচ্চক্কোসন্তো পহরন্তং পটিপহরন্তো বেরেন বেরং
বুদ্পসমেতুং ন সক্কোতি । অথ থো ভীয়ো বেরমেব
করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি কালে ন
সম্মতি, অথ থো বভ্‌টন্তিয়েব ।

*

*

*

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না ;

মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয় ; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ।

৮। তথায় “বৈরিতায় নহে”—যেমন থুথু-শিখনী আদি অশুদ্রিচ
পদার্থের দ্বারা মল্লিত স্থান সেই সকল অশুদ্রিচর দ্বারা ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ ও
নিগন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অবিশুদ্ধ ও
দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশকারীকে প্রত্যাক্রোশ করিয়া, প্রহারকারীকে
প্রতিপ্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা
কস্মিনকালেও সাম্য হয় না বরং বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্মন্তী”তি—স্বথা পন তানি খেলাদীনি অসুচীনি বিম্পসম্মেন উদকেন ধোবিয়মানানি নসুসতি, তং ঠানং সুদ্ধং হোতি নিগ্গন্ধং ; এবমেব অবেরেন, খন্তি-মেত্তোদকেন, য়োনিসোমনসিকারেন, পচ্চবেক্খণেন বেরানি ব্দপসম্মন্তি, পটিম্পসুসম্মন্তি, অভাবং গচ্ছন্তি ।

“এস ধম্মো সনন্তনো”তি—এস অবেরেন বেরুপসমন সঙ্খাতো পোরাণকো ধম্মো সম্বেসং বুদ্ধ পচেচবুদ্ধ খীণাসবানং গতমগ্গোতি ।

৯। গাথাপরিয়োসানে য়ক্খিনী সোতাপত্তিফলে পতি-ট্ঠহি, সম্পত্তপরিসায় পি দেসনা সাথিকা অহোসি ।
সথা তং ইথিং আহ—“এতিসুসা তব পুত্তং দেহী”তি ।
“ভায়ামি ভন্তে”তি ।

*

*

*

“অবৈরেতে সাম্য হয়” যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিষ্ঠীবনাদি অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মাক্ত স্থান বিশুদ্ধ ও নিগন্ধ হয় ; তদ্রূপ অবৈরী ভাবের দ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয় ।

“ইহা সনাতন ধম্ম” অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা পুরাতন ধম্ম, সকল বুদ্ধ, পচেচ বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ ।

৯। গাথা অবসানে যক্ষিণী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । উপস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শাস্তা সেই স্ত্রী লোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলোট যক্ষিণীকে দাও ।”
“ভস্তু আমার ভয় হইতেছে ।”

“মা ভাষি, নখি তে এতং নিস্সায় পরিপন্থেহা”তি । সা তস্সা পদত্তং অদাসি । সা তং চুদ্বিস্বা আলিঙ্গিস্বা পদন মাতুয়েব দহ্বা রোদিতুং আরভি । অথ নং সথা—
“কিমিতং”তি পদচ্ছি ।

“ভন্তে, অহং পদ্ব্বে যথা বা তথা বা জীবিকং কম্পেন্তীপি কুচ্ছিপদুরং নালথং ইদানি কথং জীবিস্সামী”তি ।

অথ নং সথা—“মা চিন্তয়ী”তি সমস্সসাসেহ্বা তং ইথিং আহ—“ইমং নেহ্বা অন্তনো গেহে নিবেসেহ্বা অগ্গয়া-গদ্বভন্তেহি পটিজগ্গাহী”তি ।

১০ । সা তং নেহ্বা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেহ্বা অগ্গয়াগদ্ব ভন্তেহি পটিজগ্গি । তস্সা ববীহি পহরণকালে মদ্সলং মদ্ব্ধং পহরন্তং বিয় উপট্ঠাতি । সা সহায়িকং আমন্তেহ্বা “ইমস্মিং ঠানে বসিতুং ন সক্খিস্সামি, অএতথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বহ্বা মদ্সলসালায়,

*

*

*

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবেনা ।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল । যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুব্বন ও আলিঙ্গন করিয়া পদনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল । শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ আবার কি !”

“ভস্তুে আমি পদ্ব্বে স্মেন তেমন ভাবে জীবিকাকর্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব ?”

অতঃপর শাস্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে কহিলেন—ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র যাউ, ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে ।

১০ । সে তাহাকে নিয়া পদ্ব্ধবংশে (ঢেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র যাউ, ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল । ধান ভাণিবার সময় তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মদ্ব্ধলের আঘাত পরিতেছে । সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অন্য যায়গায় রাখ” ।

উদকচাটিয়াং, উদ্ধানে, নিম্বকোসে, সঙ্কারকুটে, গামদ্বারেতি
 এতেন্দু ঠানেন্দু পতি-টঠাপিতাপি “ইধ মে মদুসলং সীসং
 ভিন্দন্তং বিয় উপটঠাতি, ইধ দারকা উচ্চিটঠজলং
 ওতারেন্তি, ইধ স্দুনখা নিপজ্জন্তি, ইধ দারকা অসদুচিং
 করোন্তি, ইধ কচবরং ছেডেন্তি, ইধ গামদারকা লক-
 খয়োগংগং করোন্তী”তি সম্বানি তানি পটিক্খিপি ।
 অথ নং রহিগামে বিবিত্তোকাসে পতিটঠাপেত্বা তথস্সা
 অগ্গায়াগদুভত্তাদীনি হরিংসদু । সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে
 স্দুবদুট্ঠিকা ভবিস্সতি, থলটঠানে সস্সং করোহি ;
 ইমস্মিং সংবচ্ছরে দ্দুবদুট্ঠিকা ভবিস্সতি নিম্নটঠানেয়েব
 করোহী”তি সহায়িকায় আরোচতি ।

১১। সেসজনেহি কতসস্সং অতিউদকেন বা অনোদ-
 কেন বা নস্সতি, তস্সা অতিবিয় সম্পজ্জতি । অথ নং

*

*

*

তাহার রুচি অনুসারে ক্রমে ঢেঁকিঘরে, জলের চাটিতে, উদ্ধানে, অলিন্দে
 আশ্রুকুঁড়ে ও গ্রামদ্বারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে আমার মাথায়
 মদুসলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা ঐটো-জল ফেলে,
 এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশদুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে
 গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যভেদ করে ।” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল ।
 অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেখানে
 তাহাকে অগ্রঘাউ-ভাত ইত্যাদি নিয়া দিত লাগিল । সে তাহার সখীকে
 বলিত—“এই বৎসর স্দুবৃষ্টি হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর ; এই বৎসর
 অনাবৃষ্টি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপণ কর ।”

১১। আর সকলের ফসল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার
 বেশ স্ফুটন হইত । অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বন্ধু,

“সম্ম, তয়া কতসস্সং নেব অচ্চোদকেন ন অনোদকেন
নস্সতি, সুব্বদুট্ঠি দুব্বদুট্ঠিভাং ঞ্জা কস্সং করোসি,
কিন্নুথো এতং ?” তি পদুচ্ছংসু ।

“অম্হাকং সহায়িকা যক্খিনী সুব্বদুট্ঠি দুব্বদুট্ঠি
ভাং আচিক্খতি, যয়ং তস্সা বচনেন থলিন্নেসু
সস্সাদীনি করোম, তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পস্সথ
নিবন্ধং অম্হাকং গেহতো য়াগদুত্তাদীনি হরীয়মানানি ?
তানি এতিস্সা হরীয়ন্তি । তুম্হেপি এতিস্সা অগ্গ
য়গদুত্তাদীনি হরথ, তুম্হাকস্পি কস্সন্তে ওলোকেস্স
সতী”তি । অথস্সা সকল নগরবাসিনো সক্কারং
করিংসু সাপি ততো পট্ঠায় সববেস্সং কস্সন্তে ওলোকেস্সি
লাভগ্গম্পত্তা অহোসি মহাপরিবারা । সা অপরভাগে
অট্ঠ সলাকভত্তানি পট্ঠপেসি, তানি যাবজ্জকালো দীয়-
ন্তিয়েবতি ।

*

*

*

তোমার শস্য জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

আমাদের সখী যক্ষিণী সুবৃষ্টি-দুবৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা
তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্য বপন করি, তাই আমাদের সুজন্মা
হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য যাগদুভাত নিয়া যাওয়া হয় ?
তাহা ও জন্য নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাগদুভাত দাও, তোমাদের
কাজ কর্ম্মের উপর নজর রাখিবে ।” অপঃপর সকল নগরবাসীরা তাহার
সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের কাজ-কর্ম্ম দেখিতে
লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অনঙ্গত
হইল । পরে সে অনঙ্গমে তাহাকে ভাত দিবার জন্য আট্টি পালা
প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।

কোসম্বক-বথু । ৫

১। “পরে চ ন বিজানন্তী”তি ইমং ধম্মদেসনং সত্থা জেতবনে বিহরন্তো কোসম্বকে ভিক্খু আরব্ভ কথেসি ।

২। কোসম্বিয়া হি ঘোসিতারামে পণ্ডসত পণ্ডসত পরিবারা দ্বে ভিক্খু বিহরিংসু বিনয়ধরো চ ধম্মকথিকো চাতি । তেসু ধম্মকথিকো একদিবসং সরীরবলজং কহ্বা উদককোট্ঠকে আচমনউকদাবসেসং ভাজনে ঠপেহ্বা নিক্খমি, পচ্ছা বিনয়ধরো তথ পবিটঠে তং উদকং দিম্বা নিক্খমিত্বা ইতরং পদুছি “আবুসো, তয়া উদকং ঠপিতং”তি ?

*

*

*

কৌশম্বীক উপাখ্যান । ৫

১। “পরেরা জানে না” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় কৌশম্বীয় ভিক্ষুদিগের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। কৌশম্বীর ঘোষকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধর্মকথিক দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন । প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল । তাহাদের মধ্যে ধর্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে আচমন-জলাবশেষ জলধারে রাখিয়া নিষ্কান্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর সেখানে প্রবেশ করিয়া সেইজল দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহা দেখিয়া নিষ্কান্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস, আপনি ওখানে জল রাখিয়াছেন ?”

“আম আব্দসো”তি ।

কিং পনেন্থ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানামী”তি ।

“হোতাব্দসো, এথ আপত্তী”তি ।

“তেন হি পটিকরিস্সামি নং”তি ।

“সচে পন তে আব্দসো, অসংগচ্চ অসতিয়া কতং নথি আপত্তী”তি ।

৩ । সো তস্সা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্ঠি অহোসি ।
বিনয়ধরোপি অন্তনো নিস্সতকানং “অয়ং ধম্মকথিকো
আপত্তিং আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি ।
তে তস্স নিস্সিতকে দিম্বা “তুমহাকং উপাখ্যায়ে
আপত্তিং আপজ্জহাপি আপত্তিভাবং ন জানাতী”তি
আহংসু । তে গম্বা অন্তনো উপাখ্যায়স্সারোচেসুং ।

* * *

“হাঁ আব্দস ।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না ।”

“না, জানি না ।”

“আব্দস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয় ।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব ।”

“আব্দস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন, তবে
তাহাতে আপত্তি হইবে না ।”

৩ । ধম্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন ।
বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন—“এই ধম্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত
হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহারা ধম্মকথিকের শিষ্যদিগকে
দেখিয়া কহিলেন—“আপনাদের উপাখ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ।
‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহারা গিয়া নিজেদের উপাখ্যায়কে তাহা বলিলেন ।

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পূর্বে অনাপত্তীতি বহ্না
ইদানি আপত্তীতি বদতি, মদুসাবাদী এসো”তি ।

তে গন্ত্বা “তুম্‌হাকং উপজ্বায়ো মদুসাবাদী”তি আহংসু ।
এবং অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং কলহং বড্‌ঢ়য়িংসু ।

৪ । ততো বিনয়ধরো ওকাসং লভিত্বা ধৰ্ম্মকথিকস্‌স
আপত্তিস্থা অদস্‌সনে উক্‌থেপনীয়কস্মং অকাসি । ততো
পট্‌ঠায় তেসং পচ্চয়দায়কা উপট্‌ঠাকাপি হে কোট্‌ঠাসা
অহেসুং । ওবাদপটিগ্‌গাহকা ভিক্‌খুনিয়া পি আরক্‌খক-
দেবতাপি সন্দিট্‌ট সম্ভত্তা আকাসট্‌ঠা দেবতাপী’তি যাব
ব্রহ্মলোকা সব্বে পুথুজ্জনা হে পক্‌খা অহেসুং । চাতুস্ম-
হারাজিকং আদিং কহ্বা যাব অকণিট্‌ঠকভবনা পদীদং
কোলাহলং অগমাসি ।

*

*

*

তিনি এইরূপ কহিলেন—“এই বিনয়ধর পূর্বে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া, এখন
বলিতেছেন ‘আপত্তি’ ; ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী ।”

তাহারা যাইয়া কহিলেন—“আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী ।” এইরূপে
পরস্পরের মধ্যে কলহ বর্দ্ধিত হইল ।

৪ । অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, ধৰ্ম্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি
জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাহাকে উপেক্ষনীয় নামক দণ্ডকস্ম
প্রদান করিলেন । সেই হইতে তাহাদের অন্নবস্ত্র দায়ক উপস্থাপকেরাও
দুই ভাগ হইল । যে সকল ভিক্ষুণী তাহাদের কাছে ধৰ্ম্মোপদেশ শুনিতেন
তাহারাও দুই ভাগ হইলেন । তাহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও দুই পক্ষ
অবলম্বন করিলেন । রক্ষাদেবতাদের বন্ধুবান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও বিধা
বিভক্ত হইলেন । ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল পুথুজ্জনই দুই পক্ষ হইলেন ।
চাতুস্মহারাজিক হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার
লাভ করিল ।

৫। অথকো অঞ্ণতরো ভিক্খু তথাগতং উপ-
সংকমিস্সা উক্খেপকানাং ধম্মিকেনেবায়ং কম্মেন উক্খিত্তো,
উক্খিত্তানুবত্তকানাং অধম্মিকেন কম্মেন উক্খিত্তোতি
লঙ্ঘিৎ, উক্খেপকেহি বারিয়মানানম্পি চ তেসং তং
অনুপরিবাবেস্সা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তু”তি স্বে বারে পেসেস্সা
“নয়িচ্ছন্তি ভস্কে, সমগ্গা ভবিতুং”তি সদ্দ্বা ততিয়বারে
“ভিন্নো ভিক্খুসঙ্ঘো, ভিন্নো ভিক্খুসঙ্ঘো”তি তেসং
সন্তিকং গম্ভা উক্খেপকানাং উক্খেপনে ইতরেসণ্ড
আপত্তিয়া অদস্সনে আদীনবং কথেস্সা পদুন তেসং তথেব
একসীমায় উপোসথাদীনি অনুজানিস্সা ভত্তগ্গাদীসদ্
ভণ্ডনজাতানাং আসনন্তরিকায় নিসীদিতববন্তি ভত্তগ্গে

*

*

*

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—
“বজ্জনকারীরা বলিতেছেন—“ধম্মানুসারেই বজ্জন করা হইয়াছে
বজ্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধম্মানুসারে বজ্জন করা হইয়াছে।’ বজ্জকেরা
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—“সন্মিলিত হও।”
দুই বারই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“ভস্কে, তাঁহারা সন্মিলিত হইতে
ইচ্ছা করেন না?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—
ভিক্ষুসঙ্ঘ ভিন্ন হইল! ভিক্ষুসঙ্ঘ ভিন্ন হইল! ভগবান তাহাদের নিকট
গিয়া বজ্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বজ্জন কার্যের কুফল এবং অপরপক্ষকে
তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে
আবার একসীমায় উপোসথকম্মাদি করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে

বত্তং পঞ্‌ঞাপেত্তা “ইদানি ভণ্ডনজাতা বিহরন্তী”তি সদ্ধা তথ গন্তা “অলং ভিক্‌খবে, মা ভণ্ডনং”তি আদীনি বত্তা “ভিক্‌খবে, ভণ্ডন, কলহ, বিগ্‌গহ নামাতে বিবাদা অনথ-কারকা, কলহং নিস্‌সায় হি লট্টকিকাপি সন্ধুগিকা হিথিনাগং জীবিতক্‌খয়ং পাপেসী”তি লট্টকিক জাতকং কথেষ্টা “ভিক্‌খবে, সমগ্‌গা হোথ মা বিবদথ, বিবাদং নিস্‌সায় হি অনেকসহস্‌স বট্টকা জীবিতক্‌খয়ং পত্তা”তি বট্টকজাতকং কথোস ।

৭। এবম্পি তেষু ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেসু অঞ-
ঞতরেন ধম্মবাদিনা তথাগতস্‌স বিহেসং অনিচ্ছন্তেন
“আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্মস্‌সামি, অম্পোাস্‌সুদ্ধো ভন্তে
ভগবা দিট্‌ঠধম্মসদ্ধখিহারমনুয়ুত্তো বিহরতু, যয়মেতেন

*

*

*

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন । ইহার পরেও শাস্তা
শুনিতে পাইলেন—“ভিক্ষুরা এখনও বিভিন্ন হইয়া আছেন ।” তিনি
তাহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, নিস্পয়োজন, ভিন্ন হইও না”
ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ
এই সব অনর্থক । কলহের জন্য চড়ুই (ভারুই) পক্ষীও হস্তীনাগের প্রাণনাশ
করিয়াছিল ।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার কহিলেন—
“ভিক্ষুগণ, মিলিত হও, বিবাদ করিও না ; বিবাদের জন্য অনেক সহস্র বস্ত্রক
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” এই বলিয়া তিনি বস্ত্রক জাতক কহিলেন ।

৭। এত বলা সত্ত্বেও তাহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,
তখন একজন ধম্মবাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্রান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না
করিয়া কহিলেন—“প্রভু ভগবন্ ধম্মস্বামী, আপনি ক্রান্ত হউন, উৎকণ্ঠা
বিহীন চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধম্মপ্রসূত সূত্রে অনুষঙ্গ হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস

ভণ্ডনেন কলহেন বিগ্গহেন বিবাদেন পঞ্ণায়িস্-
সামা”তি বদন্তে অতীতং আহরি :—

“ভূতপদ্বং ভিক্ষবে, বারাগসিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম
কাসিরাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদত্তেন দীঘীতিস্ কোসল-
রঞ্ণো রজ্জং অচ্ছিন্দিহা অঞ্ণাতকবেসেন বসন্তস্
পিতুনো মারিতভাবণ্ণেব দীঘাবদ্ধুমারেণ অন্তনো জীবিতে
দিনে ততো পট্ঠায় তেসং সমগ্গ ভাবণ্ণ কথেন্না “তেসং
হি নাম ভিক্ষবে, রাজানং আদিন্দদণ্ডানং আদিন্দসথানং
এবরুপং খন্তিসোরচ্চং ভবিস্ সতি, ইধ থো তং ভিক্ষবে,
সোভেথ, যং তুম্হে এবং স্বাক্ খাতে ধম্মবিনয়ে পব্বজিতা
সমানা খমা চ ভবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিহাপি নেব
তে সমগ্গে কাতুং সক্তি ।

*

*

*

করুন । আমরা এই ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ফল দেখাইব ।” এইরূপ
বলিলে শ্যস্তা অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাগসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কন্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজ্যো-
চ্ছেদ, অজ্ঞাত বাসের সময় পিতার নিধন ও দীঘাবদ্ধুমার কন্তৃক স্বীয়
জীবনদানের (কাশীরাজের জীবন রক্ষার) পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন
ভাব ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের ন্যায়
দণ্ডধারী ও অসুপ্রধারী রাজাদেরও এইরূপ ক্ষান্তি-সৌহৃদ্য সম্ভব হয়, এ স্থলে
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন সু আখ্যাত ধর্ম-
বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ তদ্বৎ তোমরা ক্ষমাশীল ও সহৃদয়
হইবে ।” এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না ।

৮। সো তায় আকিণ্ণবিহারতায় উক্কিণ্ঠতো “অহং থো ইদানি আকিণ্ণো দুৰ্দ্ধং বিহারামি, ইমে চ ভিক্খু মম বচনং ন করোন্তি, যন্নুনাহং এককোব গণম্‌হা বদুপকট্টো বিহরেয়্যং”তি চিন্তেত্বা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিত্বা অন-
পলোকেত্বা ভিক্খুসংঘং এককোব অন্তনো পত্তচীবরমাদায়
বালকলোণকারামং গন্ড্বা তথ ভগদুত্থেরস্‌স একচারিকবত্তং
কথেত্বা পাচিনবংস মিগদায়ে তিস্সং কুলপদুত্তানং সামগ্-
গিরসানিসংসং কথেত্বা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি।
তত্তসদুদং ভগবা পারিলেয়্যকং উপনিস্‌সায় রক্খিতবনসণ্ডে
ভদ্দসালমূলে পারিলেয়্যকেন হিথিনা উপট্ঠহিয়মানো
ফাসদুৰ্দ্ধং বস্‌সাবাসং বসি।

৯। কোসম্বিবাসিনোপি থো উপাসকা বিহারং গন্ড্বা
সথারং অপস্‌সন্তা “কুহিং ভন্তে, সথা”তি পদুচ্ছিত্বা—

*

*

*

৮। তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকীর্ণ হইয়া কহিলেন—“আমি
এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া দুর্দ্ধংই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার
কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব।” তিনি
এইরূপ সংকল্প করিয়া কৌশম্বীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসংঘকে
অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালক-
লোণকারামে গেলেন। তথায় ভগদু স্তবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপ-
দেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে কুলপদুত্ত গ্রন্থকে মিলনের উপকারিতা
বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে
ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্দশালমূলে পারিলেয়্যক
হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বসাবাস করিতেছিলেন।

৯। কৌশম্বীবাসী উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্ত্রকে না দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্ত্র কোথায়?”

“পারিলেয়্যকবনসংগং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অম্‌হে সমগ্‌গে কাতুং ব্যয়্যমি, ময়্যং পন ন সমগ্‌গা
অহম্‌হা”তি ।

“কিং ভন্তে, তুম্‌হে সথদুসন্তিকে পববজ্জিহ্বা তস্মিং সাম-
গ্‌গিং করোন্তে সমগ্‌গা নাহদুবথা”তি ।

“এবমাবদুসো”তি ।

মনদুস্সা—“ইমে সথদুসন্তিকে পববজ্জিহ্বা তস্মিং সামগ্‌গিং
করোন্তেপি সমগ্‌গা ন জাতা, ময়্যং ইমে নিস্সায় সথারং
দট্‌ঠং ন লভিম্‌হ, ইমেসং নেব আসনং দস্সাম ন অভি-
বাদনাদীনি করিস্সামা”তি ।

১০ । তে ততো পট্‌ঠায় তেসং সাম্মীচিমত্তম্পি ন
করিংসু । তে অম্পাহারতায় সুদস্সমানা কতিপাহেনেব

*

*

*

“পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন ।”

“কেন ।”

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত
হই নাই ;”

“ভন্তে, আপনারা শাস্ত্রার নিকট প্রব্রজিত হইয়া তিনি মিলাইতে চাহিলেও
আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবদুস ।”

মনদুষ্যেরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শাস্ত্রার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি
মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের জন্য শাস্ত্রার
দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভিবাদনাদিও
করিব না ।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সংকার পর্যাঙ্ক করিল না ।
ভিক্ষুরা অম্পাহার হেতু শূদ্রকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই

উজ্জ্বলা হইয়া অঞ্জনমঞ্জন অচ্চয়ং দেসেহা খম্মাপেহা
“উপাসকা, ময়ং সমগ্গা জাতা, তুম্হে পি নো পদ্বি-
মসদিদসা হোথা”তি আহংসু ।

“খম্মাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন খম্মাপিতো আব্দসো”তি ।

“তেন হি সথারং খম্মাপেথ, সথু খম্মাপিতকালে ময়ম্পি
তুমহাকং পদ্ববসদিদসা ভবিস্সামা”তি ।

তে অন্তোবস্সভাবেন সথু সন্তিকং অবিসহন্তা দদুঞ্জন
তং অন্তোবস্সং বীতিনামেসুং । সথা পন তেন হিথিনা
উপট্ঠহিয়মানো সুখং বসি ।

১১। সোপি হি হিথিনাগো গণম্পহায় ফাসুবিহার-
থায়েব তং বনসুডং পার্বসি ।

*

*

*

উজ্জ্বল হইয়া পরম্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা
চাহিয়া উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি,
আপনারাও পদ্বর্ষের ন্যায় হউন ।”

“ভন্তে, শান্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আব্দস !”

“তাহা হইলে শান্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শান্তা ক্ষমা করিলে
আমরাও আপনাদের প্রতি পদ্বর্ষ সদৃশ হইব ।”

অন্তর্ঘর্ষা হেতু তাহারা শান্তার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না । দৃঃখের
সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শান্তা কিন্তু সেই হস্তীর সেবা-
শুশ্রূষার সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১১। সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া সুখে বাস করিবার জন্যই সেই
বনগহনে প্রবেশ করিল ।

যথাহ—‘অহং খো আকিঙ্গো বিহরামি হস্তীহি হস্তীমীহি
হথিকলভোহি হথিচ্ছাপোহি, ছিন্নগ্গর্গানি চ্বে তিধানি
খাদামি, ওভগ্গোভগ্গণ্ড মে সাখাভঙ্গং খাদস্টি, আব-
লানি চ পানীয়ানি পিবামি, ওগাহন্তস্ চ মে উত্তরস্
হথিনিয়ো কামং উপনিষস্ সন্তিয়ো গচ্ছস্টি, যন্ননাহং একোব
গণম্‌হা বদুপকট্টো বিহরেয়্যং’”তি ।

১২ । অথ খো সো হথিনাগো যুথা অপক্কম্ম য়েন পারি-
লেয়্যকং রক্খিতবনসংডং ভন্দসালমূলং য়েন ভগবা তেন্দুপ
সংকামি উপসংকম্মিত্বা পন ভগবন্তং বন্দিত্বা ওলোকেন্তো
অএৎএৎ কিণ্ডি অদিম্বা ভন্দসালমূলং পাদেন পহরন্তো
তচ্ছিত্বা সোন্ডায় সাখং গহেত্বা সম্মাজ্জি । ততো পট্ঠায়
সোন্ডায় ঘটং গহেত্বা পানীয়ং পরিভোজনীয়ং উপট্ঠপেতি,

*

*

*

যথা বলা হইয়াছে—“আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নগ্রস্ত খাইতে
হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল
পান করিতে হইতেছে, অবগাহনের ও উঠবার সময় হস্তিনীসকল গা
ঘেসিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাস
করিব ।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে
রক্ষিত ঘনবনাংশে ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেন
তথায় উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল । তথায়
অবলোকন করিয়া অন্য কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল । শব্দে দ্বারা শাখা হইয়া
সম্মাজ্জন (পরিষ্কার) করিল । সেই হইতে শব্দে দ্বারা ঘট লইয়া
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

উণ্‌হোদকেন অথেসতি উণ্‌হোদকং পটিয়াদেতি । কথং ?
 হথেন কট্ঠানি ঋসিহা অগ্গিং পাতেতি, তথ দারুনি
 পক্খিপস্বে জালেহা তথ তথ পাসাণে পচিহা দারুখণ্ডকেন
 ওবটেহা পরিচ্ছিন্নায় খুন্দকসোঁডয়ং থিপস্খি, ততো হথং
 পতারেহা উদকস্‌স তত্তভাবং জানিহা গন্‌হা সথারং
 বন্দতি । সথা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়া”তি বহা
 তথ গন্‌হা নহারতি । অথস্‌স নানাবিধানি ফলানি
 আহরিহা দেতি ।

১৩। যদা পদ সথা গামং পিঁডায় পবিসতি, তদা
 সথু পত্তচীবরমাদায় কুন্‌ভে পতিট্ঠাপেহা সথারা সন্ধিং
 য়েব গচ্ছতি, সথা গামুপচারম্পহা “পারিলেয়া, ইতো পট্ঠায়
 ত্বং গন্তুং ন সন্ধা, আহর মে পত্তচীবরং”তি আহরাপেহা গামং
 পবিসতি । সো পি যাব সথু নিক্কমণা তথৈব ঠহা সথু

*

*

*

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শূণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া
 অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জ্বালিত, তথায়
 তথায় পাষণ খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠশূণ্ডের দ্বারা উষ্ণটাইয়া
 ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শূণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্তভাব
 পরীক্ষা করিত, তপ্তভাব জানিয়া, যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিত । তখন শাস্তা
 জিজ্ঞাসা করিতেন—“পারিলেয়া, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই
 বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জন্য নানাবিধ ফল
 আহরণ করিয়া দিত ।

১৩। যখন শাস্তা গ্রামে পিঁডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন
 হস্তী শাস্তার পাণ্ডচীবর লইয়া কুন্‌ভোপরি স্থাপন করতঃ শাস্তার সঙ্গেই
 যাইত । শাস্তা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন—“পারি-
 লেয়া, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাণ্ডচীবর আমাকে
 দাও ।” শাস্তা পাণ্ডচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শাস্তার
 নিষ্ক্ৰমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময়

আগমনকালে পচুগ্গমনং কহা পদ্রিমনয়েনেব পতুচীবরং
গহেহা বসনট্ঠানে ওতারেহা বত্তং দস্‌সেহা সাখায়
বীজতি । রতিং বালমিগপরিপন্হ নিবারণথং মহন্তং দন্ডং
সোন্ডায় গহেহা 'সথারং রক্‌খিস্‌সামী'তি য়াব অরুগ্গ-
গমনা বনসন্ডস্‌স অন্তরন্তরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্ঠায়েব কির সো বনসন্ডো “রক্‌খিত-
বনসন্ডো” নাম জাতোতি । অরুগে উগ্গতে ম্‌খোদকদানং
আদিং কহা তেনেব উপায়েন সবববন্তানি করোতি ।

১৫ । অথেকো মক্কটো তং হিথিং উট্ঠায় সমুট্ঠায়
দিবসে দিবসে তথাগতস্‌স অভিসম্মাচারিকং করোন্তং দিম্বা
“অহিম্মি কিণ্ণিদেব করিস্‌সামী”তি বিচরন্তো একদিবসং
নিম্মক্‌খিকং দন্ডকমধুং দিম্বা দন্ডকং ভিক্ষিত্বা দন্ডকেনেব

*

*

*

আগদ্বাড়াইয়া লইত ও পদ্রুশ্‌বের ন্যায় পাণ্ডচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে
নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য শূন্ডের দ্বারা বৃহৎদন্ড গ্রহণ করিয়া
“শান্তাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুগ উদয় পর্যন্ত বনগহনের
অন্তরান্তরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসন্ড হস্তী
অরুগ উদয়ে ম্‌খ ধুইবার জ্বলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই নিয়মে
সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন (প্রতি ম্‌হুস্তে)
তথাগতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও
কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দন্ডে মক্ষিকা
বিহীন এক মোচাক দেখিতে পাইল । সেই দন্ডটি ভাঙ্গিয়া দন্ড সহিতই

সন্ধিঃ মধুপটলং সখ্যং সন্তিকং আহ্নিহা কদলিপত্রং
 ছিন্দিহা তথ ঠপেহা অদাসি । সখ্যং গণুহি । মক্কটো
 'করিস্‌সতি নদুখো পরিভোগং ন করিস্‌সতী'তি
 ওলোকেন্তো গহেহা নিসিন্ধং দিস্বা কিস্বদুখো'তি চিন্তেহা
 দ'ডকোটয়ং গহেহা পরিবন্তেহা উপধারেন্তো অ'ডকানি
 দিস্বা তানি সনিকং অপনেহা অদাসি । সখ্যং পরিভোগম-
 কারসি । সো তুট্ঠমানসো তং তং সাখং গহেহা নচিন্তো
 অট্ঠাসি । অথস্‌স গহিতসাখাপি অক্কন্তসাখাপি ভিজ্জি ।
 সো একস্মিং খণ্ডকমথকে পতিহা নিব্বন্ধগন্তো সখরি
 পসম্মেনেব চিন্তেন কালং কহা তাবতিংস ভবনে তিংসয়ো-
 জনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ; অচ্ছরাসহস্‌সপরিবারো
 অহোঁসি ।

*

*

*

মোচাকথানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল । একখণ্ড কদলি পত্র ছিঁড়িয়া
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল । শাস্তা তাহা গ্রহণ
 করিলেন । “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া বানর
 চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া আছেন ।
 ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ করিয়া মোচাকথানা
 উল্টাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার ডিম্ব রহিয়াছে । সঙ্কর
 ডিম্বগুচ্ছ বিদ্রুপিত করিয়া প্রদান করিল । শাস্তা মধু পান করিলেন ।
 তৎক্ষণাত বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে শাখাস্তর গ্রহণ করিয়া
 নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল ।
 সে এক স্থানদ্ব (গোঁজার) উপর পড়িল, তাহাতে শরীর বিকল হইল । এই
 আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল । মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন
 চিত্তে বসিয়া তাবতিংস স্বর্গে গ্রীষ্ম সৌজন্য বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল ।
 তখন সহস্র অঙ্গুরা শব্দবৃত্ত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতস্স তথ হিথিনাগেন উলট্ঠিহমানসস্
বসনভাবো স্কল জম্বুদীপে পাকটো অহোসি। সাবান্ন-
নগরতো অনার্থপাণ্ডিকা বিসাথা মহাউপাসিকস্কাতি একমা-
দীনি মহাকুলানি আনন্দথেরস্স সামনং পাহিভিসেদু—
“সম্মারং নো ভস্কে, দস্সেসেথা”তি। দিসাবাসিনো পি
পম্মসতা ভিক্কু বদ্থবস্সা আনন্দথেরস্স উপসংকম্মিত্থা
“চিরস্সদুতা নো আনন্দ, ভগবতো সম্মুখা ধম্মি কথা।
সাধু ময়ং আব্বসো আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সম্মুখা
ধম্মি কথাং সন্ধ্যায়া”তি য়াচিৎসু। থেরো তে ভিক্কু
আদার শুথ গম্মা “তেম্মাসং একবিহারিনো তথাগতসস্
সন্তিকং এত্তকেহি ভিক্কুদীহি সঙ্ঘ উপসংকম্মিতুং অম্মদত্তিসি”
চিভেত্থা তে ভিক্কু বহি ঠগেত্থা এককো সম্মারং
উপসংকম্মি।

১৬। তথাগত পারিলেয়াবনে অবস্থান করিতেন, হস্তীনাগ ভাঁহার সেবা-
শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচার হইয়াছিল। প্রাবল্লী
নগর হইতে অনার্থপাণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিশাথা ও এইরূপ সম্মত বংশীর
উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—“ভস্কে,
আমাদিগকে শান্তাকে দেখান।” বসাবাসের পর নানাদিকবাসী পাঁচিশত
ভিক্কু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যাত্ৰা করিলেন—“আমুদ্যান
আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন পূর্বে ;
আব্বস আনন্দ, আমরা ভগবানের মূখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির
সেই ভিক্কুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন মাস যাবৎ
একাকী বিহারণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্কুর সহিত ভাঁহার সম্মুখীন
হওয়া অযুক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্কুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া
একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যাকো তং দিম্বা দম্ভাদায় পক্খন্দি ।
 সথা ওলোকেত্বা “অপেহি পারিলেয়্যক, মা বারয়ি, বুদ্ধ-
 পট্টকো এসো”তি আহ । সো তথৈব দম্ভং ছড্ঢ়েত্বা
 পত্তচীবর পটিগ্গহণং আপদুচ্ছি । থেরো ন অদাসি । নাগো
 “সচে উগ্গহিতবন্তে ভবিস্সতি সথু নিসীদনপাসাণ-
 ফলকে পরিক্খারং ন ঠপেতী”তি চিস্তেসি । থেরো
 পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি । “বত্তসম্পন্নাহি গরুনং আসনে
 বা সয়নে বা আস্তনো পরিক্খারং ন ঠপেত্তি ।” থেরো
 সথারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি । সথা “এককোব
 আগতোসী”তি পদুচ্ছিত্বা পণ্ডসতেহি ভিক্খুহি সন্ধিং
 আগতভাবং সূত্বা “কহং পন তে”তি বত্বা—

“তুম্হাকং চিত্তং অজ্ঞানন্তো বহি ঠপেত্বা আগতোম্হী”-
 তি বদন্তে—“পল্লোসাহি নে”তি আহ ।

*

*

*

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দম্ভ লইয়া অগ্রসর হইল ।
 শান্তা অবস্থা বদ্বিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও
 না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক ।” হস্তী সেই স্থানেই দম্ভ ছাড়িয়া পাত্র-চীবর
 গ্রহণের আকার দেখাইল । স্থবির দিলেন না ! হস্তী চিন্তা করিল—“ইনি
 যদি ব্রত সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শান্তা বসিবার পাষাণ-ফলকে
 পাত্র-চীবর রাখিবেন না ।” স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে রাখিলেন । “ব্রত
 সম্পন্নো গরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন জিনিষ রাখেন না ।”
 স্থবির শান্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন । শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন
 —“একাই আসিয়াছ কি ?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আগমনের কথা শুনিয়া
 শান্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায় ?”

“আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি ।” স্থবির
 এইরূপ বলিলে শান্তা তাহাকে আদেশ দিলেন—“তাহাদিকে ডাক ।”

থেরো তথা অকাসি ।

১৮ । সখা তেহি সন্ধিং পটিসন্হারং কহা তেহি
ভিক্খুদিহি “ভন্তে, ভগবা হি বুদ্ধসদ্ধুমালো চেব খণ্ডিয়স্-
কুমালো চ, তুম্হেহি তেমাসং এককেহি তিট্ঠন্তেহি নিসী-
দন্তেহি চ দদ্ধরং কতং, বন্তপটিবন্তকারকোপি মদুখোদকাদি
দায়কোপি নাহোসি মণ্ড্ণে”তি বদন্তে “ভিক্খবে, পারি-
লেয়্যকহথিনা মম সৰ্ব্বকিচ্চানি কতানি, এবরুপং হি
সহায়কং লভন্তেন একতো বসিতুং যদন্তং অলভন্তপ্স
একচারিকভাবোব সেয়ো”তি বহা ইমা নাগবগ্গে তিস্সো
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং
অভিভূয়া সৰ্ব্বানি পরিস্-সর্যানি চরয়্য তেনন্তমনো সতীমা ।”

* * *

স্থবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন ।

১৮ । শাস্তা তাহাদের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিলেন । অতঃপর
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভন্তে ভগবন্, বুদ্ধ সদ্ধুমার, ক্ষণিয় সদ্ধুমার ;
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দঃখ পাইয়াছেন । ব্রত-
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মদুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দিব্যার লোক ছিল না বোধ
হয় !” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্ব্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে ;
এইরূপ বন্দু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত । যে লাভ না করে তাহার পক্ষে
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ । এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা
ভাষণ করিলেন :—

যদি জ্ঞানবান্ সচ্চারিণ ধীর সহায় লাভ হয়

তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান্

ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে ।

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
রাজ্যাব রট্ঠং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরঞ্ঞেব নাগো ।”

“একস্ স চরিতং সেয্যো নখি বালে সহায়তা

একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা

অপ্পোস্ সুক্কো মাতঙ্গরঞ্ঞেব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পণ্ডসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে

পতিট্ঠহিংসু ।

১৯। আনন্দথেরো অনার্থপিণ্ডকাদীহি পেসিতং
সাসনং আরোচেহা “ভন্তে, অনার্থপিণ্ডকপমুখা পণ্ড
অরিয়সাবক কোটিয়ো তুম্হাকং আগমনং পচ্চাসিং-
সন্তী”তি আহ ।

•

•

•

যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তবে
বিজিত রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের ন্যায়
একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে ।

একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা হয় না ।
মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া একাকী
বিচরণ করিবে । কদাচ পাপ করিবে না ।

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯। আনন্দ স্থবির অনার্থপিণ্ডকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনার্থপিণ্ডক প্রমুখ পাঁচ কোটি আশ্রয়
প্রাপক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন ।”

সখা—“তেনিহি গণ্ধ্যাহি পশুচীষরং”তি ।

পশুচীষরং গাহ্যপেষ্য নিব্ধমি । নাগো গম্ভা মগ্গে
তিরিয়ং অট্ঠাসি । “কিং করোতি ভল্লো, নাগো”তি ?
“তুম্হাকং ভিক্ষবে ভিক্ষং দাতুং পচ্চাসিংসতি ।
দীঘরত্তং থো পনামং মব্হং উপকারকো, নাস্ম চিত্তং
কোপেতুং বট্ঠতি, নিব্ধত্তথ ভিক্ষবে”তি ।

২০। সখা ভিক্ষু গহেত্বা নিব্ধতি, হৃষীণি, বনসংডং
পৰিসিদ্ধা পনসকদলিফলাদীনি নামাফলাণি সংহরিষ্বা
রাসিঃ কত্বা পুন দিবসে ভিক্ষুদ্বয়ং অদ্বাসি । পশুসতা
ভিক্ষু সন্ধ্যামি থেপেতুং নাসকিঞ্চংসু । ভক্তিকিচপরি-
য়োসানে সখা পশুচীষরং গহেত্বা নিব্ধমি । নাগো
ভিক্ষুদ্বয়ং অন্তরন্তরেন গত্বা সখ্যপদুরো তিরিয়ং
অট্ঠাসি ।

•

•

•

শান্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্ৰচীষর গ্রহণ কর ।”

শান্তা পাত্ৰচীষর গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন । হস্তী বাইরা পথে
তিৰ্য্যকভাবে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভল্লো, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন ?”

ভিক্ষুগণ, ভোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ
দিন আমার উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিত্তে দ্বেষ দেওয়া উচিত
হইবে না । ভোমরা সকলে নিব্ধ হও ।”

২০। শান্তা ভিক্ষুগণ সহ নিব্ধ হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ
করিয়া কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শান্তা পাত্ৰচীষর
গ্রহণ করিয়া নিব্ধমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরাত্মরে বাইরা শান্তার
পদরত্নাগে ভিক্ষুকভবে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুমহে পেসেদ্বা মং নিবন্তেতী”তি ।

অথ নং সথা—‘পারিলেয়া, ইদং মম অনিবত্তনীয়-
গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন ঝানং বা বিপস্সনং বা
মগ্গফলং বা নথি, তিট্ঠ ঙ্গ’তি আহ ।

তং সদ্বা নাগো মদখে সোন্ডং পক্খিপিদ্বা রোদন্তো
পচ্ছতো পচ্ছতো অগম্মাসি । স্যে হি সথারং নিবন্তেতুং
লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজ্জীবং পটিজ্জগ্গেয়া । সথা
পন গাম্পচাৰম্পদ্বা—“পারিলেয়া ইতো পট্ঠায় তব অভূমি,
মনদুস্সাবাসো সপরিপন্থো, তিট্ঠ ঙ্গ”তি আহ । সো রোদ-
মানো তথ্বেব ঠদ্বা সথারি চক্কপথং বিজহন্তে বিজহন্তে

*

*

*

“ভন্তে, হন্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হন্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ইহা
আমার অনিবর্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল
কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শূনিয়া মহাহন্তী মদখে শূন্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে
করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হন্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে
পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপাচার
সীমা প্রাপ্ত হইয়া হন্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি,
লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন
পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্কপথের অন্তর্কানের সঙ্গে
সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল । শাস্তার

হৃদয়েন ফলি, তেন কালং কহ্মা সখ্যি পসাদেন তাবতিংস
ভবনে তিংসয়োজ্ঞানিকে কনকবিমানে অচ্ছরাসহস্ সমষ্টে
নিষ্ৰান্তি । পারিলেয়্যক দেবপদ্মো য়েবস্ স নামং অহোঁসি ।

২১। সখ্যাপি অন্দপদ্মেন জেতবনং অগমাসি ।
কোসম্বকা ভিক্খু সখ্য কির সাবখিং আগতোতি স্হা
সখ্যারং খমাপেতুং তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কির
কোসম্বকা ভণ্ডনকারকা ভিক্খু আগচ্ছন্তী’তি স্হা
সখ্যারং উপসঙ্কমিস্সা “অহং ভন্তে, তেসং মম বিজিতং
পাবিসিতুং ন দস্ সামী”তি আহ ।

“মহারাজ, সীলবন্তা তে ভিক্খু, কেবলং অঞ্ঞম-
ঞ্ঞং বিবাদেন মম বচনং ন গণ্হিংসু, ইদানি মং
খমাপেতুং আগচ্ছন্তি, আগচ্ছন্তু, মহারাজা”তি ।

*

*

*

প্রতি প্রসন্নতা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম হইল ‘পারিলেয়্য-
দেবপদ্ম’ ।

২১। শাস্তা অন্ত্রমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন । কোশম্বীবাসী
ভিক্ষুরা শূন্যতে পাইলেন, শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন । তাঁহারা এই সংবাদ
শূন্যিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কোশলরাজ শূন্যলেন যে কোশম্বীবাসী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন ।
রাজা এই সংবাদ শূন্যিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন —“ভন্তে,
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরস্পরের বিবাদ
হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাঁহারা এখন আমার নিকট ক্ষমা
প্রার্থনার জন্য আসিতেছে, তাঁহারা আসুক মহারাজ ।”

অনর্থপিণ্ডকোপি—“অহং তেঙ্গ বিহারং পবিসিতুং ন দস্‌সামী”তি বহ্বা তথৈব ভগবতা পটিক্খিত্তো তুণ্‌হী অহোমি ।

২২ । সার্থিয়ং অনুপ্পত্তানং পন তেঙ্গ ভগবা একমন্তে বিবিত্তং কারাপেহা সেনাসনং দাপেসি । অণ্‌ঞে ভিক্‌খু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্‌ঠন্তি । আগতাগতা সথারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভণ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিক্‌খু”তি ?

সথা—“এতে”তি দস্‌সেতি ।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দস্‌সিয়মানা লঙ্জায় সীসং উক্‌খিপিতুং অসক্কোন্তা ভগবতো পাদমূলে নিপাঞ্জিয়া ভগবন্তং থসাপেসুং ।

২৩ । সথা—“ভারিয়ং বো ভেক্‌খবে, কতং ; তুম্‌হে

*

*

*

অনর্থপিণ্ডকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না ।” ভগবান পূর্বের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন ।

২২ । ভগবান শ্রাবস্তীতে উপনীত সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন । অন্যান্য ভিক্ষুরা তাহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না । আগতাগতেরা শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভস্কে, ভেদকারী কোশম্বীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শান্তা তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহারা ।”

“ইহারা, ইহারা” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল । এই লঙ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

২৩ । শান্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অন্যায় করিয়াছ ;

নাম্ন মাদিসস্‌স বুদ্ধস্‌স সন্তিকে পম্বজিত্বা ময়ি সামগ্-
 গিং করোন্তে মম বচনং ন করিথ, পোরাণক পিণ্ডিতাপি
 বজ্জপত্তানং মাতাপিতুয়ং ওবাদং সদুত্বা তেসু জীবিতা
 বোরোপিয়মানেসুপি তং অনতিক্কমিত্বা পচ্ছা দ্বীসু
 রট্ঠেসু রজ্জং কারয়িসু”তি বত্তা পুনদেব কৌশলম্বক-
 জাতকং কথেত্তা “এবং ভিক্ষবে দীঘায়দুুমারো মাতা-
 পিতুসু জীবিতা বোরোপিয়মানেসুপি তেসং ওবাদং
 অনতিক্কমিত্বা পচ্ছা ব্রহ্মদত্তস্‌স ধীতরং লভিত্বা দ্বীসু
 কাসিকোসলরট্ঠেসু রজ্জং কারেসি, তুম্‌হেহি পন মম
 বচনং অকরোহন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি বত্তা ইমং
 গাথমাহ—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,
 য়ে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা”তি । ৬

*

*

*

তোমরা আমার ন্যায় বুদ্ধের নিকট প্ররজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা
 করিলে, আমার কথা রক্ষা করিলে না । পৌরাণিক পিণ্ডিতেরাও বধদন্ড প্রাপ্ত
 মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া—তাহাদিগকে হত্যা করা হইলেও, সেই উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে দুই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া পুনরায়
 কৌশলম্বক জাতক করিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ, এইরূপে
 দীঘায়দুুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ অতিক্রম না
 করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কন্যা লাভ করিয়া কাশী-কোশল রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব
 করিয়াছিল । তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া ভারি অন্যায়
 করিয়াছ” বলিয়া এই গাথা করিলেন :—

আমরা এখানে [কলহে] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অনুরূপ মৃত্যুর দিকে
 যাইতেছি, [কলহাপ্রসঙ্গ] লোকেরা ইহা বুঝেনা ; যাহারা ইহা
 উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয় ।

২৪। তথ “পরোতি” পশ্চিমে ঠপেয়া ততো অত্রৈ
ভণ্ডনকারকা পরে নাম, তে তথ সম্বন্ধে কোলাহলং
করোন্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নস্ সাম সততং সমিতং
মচ্চদুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি ।

“যে চ তথ বিজ্ঞানন্তী”তি—যে তথ পশ্চিমে ‘ময়ং
মচ্চদুসমীপং গচ্ছামা’তি বিজ্ঞানন্তি ।

“ততো সম্মন্তি মেধগা”তি—এবং হি তে জানন্তা যোনিসো
মনসিকারং উপাদেয়া মেধগানং কলহানং বদুপসমায় পটি-
পজ্জন্তি, অথ নেসং তায় পটিপত্তিয়া তে মেধগা
সম্মন্তী’তি ।

২৫। অথ বা “পরে চা”তি পদ্বৈ ময়া ভিক্খবে
ভণ্ডন”তি আদীনি বহা ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদস্
অপটিগ্গহণেন অমামকা পরে নাম ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন
মিচ্ছাগহণং গহেয়া এথ সম্বন্ধে যমামসে ভণ্ডনাদীনং

*

*

*

২৪। তথায় “পরেরা বা মূর্খেরা”—পশ্চিমে ব্যতীত অন্যান্য কলহ
পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সম্বন্ধে বিবাদ করিবার সময়
জানেন! বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছি বা সতত
মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।’

“জানিবে যাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমে তাহারা জানে
যে ‘আমরা মৃত্যুরকালে পতিত হইতেছি।’

“তদা কলহসাম্য হবে”—এইরূপ জ্ঞাত পশ্চিমে সম্প্রসৃত জ্ঞান উৎপন্ন
করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্য প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের
চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৬। অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পদ্বৈ “ভিক্ষুগণ, বিবাদ
করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ
গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন বলিয়া ‘পর’। ‘আমরা ছন্দাদির
বশীভূত হইয়া মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া’ আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি পন যোনিসো
 পচ্চবেক্খমানা তথ তুম্হাকং অন্তরে যে পি'ডিতপ'রিসা
 'প'দ্বেষে ময়ং ছন্দাদিবসেন বায়মন্তা আয়োনিসো পিট-
 পন্না'তি বিজানন্তি, ততো তেসং সন্তিকা তে পি'ডিত-
 প'রিসে নিস্হায় ইমে ইদানি কলহসংখাতা মেধগা
 সম্মন্তী'তি অয়মেথ অথো'তি ।

গাথা পরিয়োসানে মম্পত্তাভিক্খু সোতাপত্তি ফলাদীসু
 পতিট্ঠহিংস'তি ।



*

*

*

থাকিব না তাহা না জানিয়া, সঙ্ঘ মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জন্য চেষ্টা
 করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা-
 পি'ডিত তাহারা সম্প্রসৃত্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করিতে জানিতেছে যে 'আমরা
 প'দ্বেষে' অসম্প্রসৃত্ত জ্ঞানে ছন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপ্ত হইয়া গহি'ত কার্য
 করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পি'ডিতের সহায়তায়' তাহারা এই কলহ
 হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্নোতাপত্তি ফলাদি লাভ
 করিয়াছিলেন ।



চুলকাল মহাকাল বখু । ৬

১। “সুভান্দপস্‌সিং বিহরন্তং”তি ইমং ধম্মদেসনং
সথা সেতব্যনগরং উপনিস্‌সায় বিহরন্তো চুলকাল-
মহাকালে আরব্‌ভ কথেসি ।

২। সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মন্ডিমকালো
মহাকালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেসন্‌ জেট্‌ঠ-
কণিট্‌ঠা দিসাসন্‌ বিচরিস্সা সকটেহি ভণ্ডং আহরন্তি ।
মন্ডিমকালো আভত্তং বিক্কিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে
উভোপি ভাতরো পণ্ণহি সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেহ্বা
সাবাথিং গন্‌হ্বা সাবাথিয়া চ জেতবনস্‌স চ অন্তরে সকটানি

* * *

চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১। “সে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী হইয়া বিহরণ করে” এই ধর্মদেশনা
শাস্ত্রা শ্বেতব্য নগরের উপনিগ্ৰয়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

২। চুলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই শ্বেতব্যবাসী কুটুম্বিক,
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিয়া
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোঝাই
করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জেতবনের

মোচাংসুদ। তেসু মহাকালো সায়ণ হসময়ে মালাগন্ধাদি
 হথে সার্বথিবাসিনো অরিয়সাবকে ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তে
 দিস্বা "কুহিং ইমে গচ্ছন্তী"তি পদুচ্ছিত্তা তমথং সুত্তা
 "অহম্পি গমিস্সামী"তি চিস্তেত্তা কণিট্ঠং আমন্তেত্তা
 "তাত, সকটেসু অম্পমত্তো হোহি, অহং ধম্মং সোতুং
 গচ্ছামী"তি বহ্বা গন্তা তথাগতং বন্দিত্তা পরিসপরিয়ন্তে
 নিসীদি। সথা তং দিস্বা তস্স অম্মাসয়বসেন আনু-
 পদুস্বকথং কথেষ্টো দুক্কখক্কন্ধ সুত্তাদিবসেন অনেক
 পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ
 কথেসি। তং সুত্তা মহাকালো "সম্বং কির পহায় গন্তস্বং,
 পরলোকং গচ্ছন্তং নেব ভোগা ন এতায়ো অনুগচ্ছন্তি,
 কিম্মে ঘরবাসেন? পব্বজিস্সামী"তি চিস্তেত্তা মহাজনে

*

*

*

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী
 আৰ্য্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে হইয়া ধর্ম শ্রবণের জন্য
 যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধর্ম
 শ্রবণের জন্য যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া
 কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও ভাই, আমি
 ধর্ম শুনিতে যাইব।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা
 করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাকে
 দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে দুঃখ-
 স্কন্ধ সুত্তাদির অবতারণা করিয়া অনেক পষ্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা
 ও সংক্ৰেশের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের
 উদয় হইল—“তাইত! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-
 সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধ কেহ সঙ্গে যায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন
 কি? আমি প্রব্রজিত হইব।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

ভগবন্তং বন্দিয়া পক্কে সখারং পব্বজ্জং যাচিয়া “নথি তে
কোচি অপলোকেতব্বো”তি বদন্তে—

“কণিট্টো মে অথি ভন্তে”তি ।

“অপলোকেহি নং”তি বদন্তে—

“সাধু ভন্তে”তি গন্ত্বা “তাত, ইমং সম্বং সাপতেয়াং
পটিপজ্জা”তি আহ ।

“তুম্হে পন ভাতিকা”তি ।

“অহং সখু সন্তিকে পব্বজিস্সামী”তি ।

সো তং নানম্পকারেহি যাচিয়া নিবত্তেতুং অসক্কোন্তো
“সাধু সামি, যথাম্বাসয়ং করোথা”তি আহ ।

৩। মহাকালো গন্ত্বা সখু সন্তিকে পব্বজি । “অহং
ভাতিকং গহেত্বাব উপব্বজিস্সামী”তি চুলকালোপি পব্বজি ।

*

*

*

চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন । ভগবান
বলিলেন—“অনুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই ?”

“ভন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে ।”

“তাহার সম্মতি নিয়া আস ।”

“সাধু ভন্তে”, তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“ভাই, তুমি এই
সম্পত্তি গ্রহণ কর ।”

“আপনি দাদা ?”

“আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব ।”

সে তাহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
কহিল—“ভাল, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন ।”

৩। মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন । চুলকাল
ভাবিল—“আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই চিন্তা
করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল ! কিছুদিন পরে মহাকাল উপসম্পদা

অপরভাগে মহাকালো উপসম্পদং লভিত্বা সখ্যারং উপসং-
কমিত্বা সাসনে কতি ধূরানীতি পদ্বিচ্ছিত্তা সত্তারা দ্বীসুদীপ
ধূরেসু কথিতেসু “অহং ভন্তে, মহল্লককালে পম্বজিতত্তা
গন্থধূরং পূরেতুং ন সন্ধিস্‌সামি, বিপস্‌সনা ধূরম্পন
পূরেস্‌সামী”তি যাব অরহত্তা কম্মট্ঠানং কথাপেত্তা
সোসানিক ধূতঙ্গং সমাদায় পঠময়ামাতিক্কেমে সম্বেসু নিন্দং
ওক্কেসুসু সুসানং গন্থা পচ্ছদসকালে সম্বেসু অনট্ঠিত্তেসু
যেব বিহারং আগচ্ছতি ।

৪। অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা
থেরস্‌স্‌ ঠিতট্ঠানং নিসিন্‌ট্ঠানং চক্কমণট্ঠানং চ দিম্বা
“কো নুথো ইধাগচ্ছতি পরিগণ্‌হিসসামি নং”তি । পরি-
গণ্‌হিতুং অসক্কোন্তী একদিবসং সুসান কুটিকায়মেব দীপং
জালেত্তা পদ্বুধীতরো আদায় গন্থা একমন্তে নিলীনা
মম্বিময়ামে থেরং আগচ্ছন্তং দিম্বা গন্থা বন্দিত্তা, “অয়ো
নো ভন্তে, ইম্মস্মি ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

*

*

*

লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধূর জানিতে চাহিলেন ।
শাস্তা ধূর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গন্থধূর পূর্ণ করিতে পারিব
না, বিদর্শন ধূর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহত্তা লাভের কম্মস্থান পর্য্যন্ত
ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া শ্মশানিক ধূতঙ্গ গ্রহণ করিলেন । তিনি
রাত্রির প্রথম ঘামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্মশানে যাইতেন এবং
প্রত্যুষে কেহ গাত্রোত্থান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪। অনন্তর শ্মশান রক্ষিকা কালীনাম্বী শবদাহিকা শ্রবিরের স্থিতি,
উপবেশন ও চক্কমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ? তাহাকে
ধরিব !” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন শ্মশান কুটীরে প্রদীপ
জ্বালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ শ্মশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল । মধ্যম
ঘামে শ্রবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্দনা পূর্ব্বক কহিল—
“আমাদের আর্থ্য ! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি ?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভন্তে, সদুসানে বিহরন্তেহি নাম বত্তং উগ্গণিহতুং বটুতী”তি ।

থেরো—“কিং পন ময়ং তয়া কথিতবন্তে বত্তিস্সামা”তি অবস্থা “কিং কাতুং বটুতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভন্তে, সোসানিকেহি নাম সদুসানে বসনভাবো সদুসান-গোপকানং চ বিহারে মহাথেরস্স চ গামভোজকস্স চ কথেতুং বটুতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবদ্ধা সদুসানে ভণ্ডকং ছড্ঢেত্বা পলায়ন্তি । অথ মনুস্সা সোসানিকানং পরিপন্থং করোন্তি, এতেসং পন কথিতে ‘ময়ং ইমস্স ভদন্তস্স এত্তকং নাম কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্দবং নিবারেন্তি, তস্মা এতেসং কথেতুং বটুতী”তি ।

* * *

“হা উপাসিকে ।”

“ভন্তে, শ্মশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”

স্ববির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভন্তে, শ্মশানিক অঙ্গ রক্ষাকারীদের শ্মশান বাসের কথা শ্মশান রক্ষীদের, বিহারের মহাস্ববিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল শ্মশানে ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া শ্মশান বাসীদের উপদ্রব করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—“আমরা জানি ইনি এতকাল বাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন ।” তাহাতে উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অঞং কিং কাতম্বং”তি ?

“ভন্তে’ সদুসানে বসন্তেন নাম অয়েন মংসপিট্ঠকপল্লা-
দীনি বজ্জতম্বানি, দিবা ন নিন্দায়িতম্বং, কুসীতেন ন
ভবিতম্বং আরদ্ধাবিরিয়েন অসঠেন অমায়াবিনা হুত্তা
কল্যাণম্বাসয়েন বসিতম্বং, সায়ং সম্বেসদু সত্তেসদু
বিহারতো আগন্তম্বং পচ্চুসকালে সম্বেসদু অনট্ঠিতেসদু
ষেব বিহারং গন্তম্বং । সচে ভন্তে, অয়েয়া ইমস্মিং ঠানে এবং
বিহারন্তো পম্বাজিতকিচ্চং মথকাং পাপেতুং সন্ধিস্সসতি
চিতকং জালো সংকুনা আকড়্ঢ়িহা য়হি থিপিহা ফবসুনা
সতি, সচে মতসরীরং আনেহা ছন্ডেন্টি, অহং কম্বলকুটাগারং
আরোপেহা গন্ধমালাদীহি সঙ্কারং কহা সরীরকিচ্চং
করিস্সামি ; নোচে সন্ধিকোট্টেহা থুডাখিডকং ছিন্দিহা
অগ্গিম্হি পন্ধিপিহা বাপেস্সামী”তি আহ ।

*

*

*

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভন্তে, ম্মশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে নাই, দিনে
ঘুমাইতে নাই, আলস্য ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ ও অকপট হইতে
হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাগিতে সকলে ঘুমাইলে বিহার হইতে আসিতে
হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে যাইতে হয় । যদি ভন্তে
আর্য্য, এখানে এইভাবে থাকেন তবে প্রব্রজ্যা কস্মৈ ফলবান হইতে পারেন ।
যদি মৃতদেহ আনিয়া ফেলে, আমি কম্বলকুটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা
ও গন্ধদ্রব্যে সংকার করিয়া শরীরকৃত্য করিব । আর আপনি যদি তাহা
না পারেন চিতা জ্বালিয়া শঙ্কু দিয়া টানিয়া তাহা বাহিরে ক্ষেপণ করিব,
এবং কুড়ালির দ্বারা থুড থুড করিয়া কাটিব, তৎপর আগুনে প্রক্ষেপ করিয়া
পুড়িয়া ফেলিব ।”

অথ নং থেরো—“সাধু ভদ্রে, একং পন রূপারম্মণং
দিম্বা ময়্‌হং কথেষ্যাসী”তি আহ ।

সা—“সাধু”তি সম্পটিচ্ছ ।

৫ । থেরো যথাঙ্কাসয়েন সদুসানে সমগধম্মং কেরোতি ।
চুল কালথেরো পন উট্‌ঠায় সমুট্‌ঠায় ঘরদ্বারং চিন্তেতি,
পদুত্তদারং অনুসুসরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কম্মং
করোতী”তি চিন্তেতি । অথেকা কুলধীতা তম্মহুত্ত-
সমুট্‌ঠিতেন ব্যাধিনা সায়ংহসময়ে অমিলাতা অকিলন্তা
কালমকাসি । তমেনং ঞ্জাতকাদয়ো দারুতেলাদীহি
সন্ধিং সায়ং সদুসানং নেহা সদুসানগোপিকায় “ইমং ঝাপে-
হী”তি ভতিং দহা নিয়্যাদেহা পক্কম্মিংসু । সা তসুসা
পারুতবথং অপনেহা তং মদুহুত্তমতং পীগিতপীগিতং

*

*

*

স্থবির তাহাকে কহিলেন—“সাধু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর দেখিলে
আমাকে বলিও ।”

শ্মশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া স্বীকার করিল ।

৫ । স্থবির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগি-
লেন । চুলকাল স্থবির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্ত্রীপুত্রের
কথা স্মরণ করেন । আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার কর্ম্ম
করিতেছেন ।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কন্যা মদুহুত্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন
সময়ে অশ্লান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল । তাহাকে তাহার জ্ঞাতি-
বন্ধুরা কাষ্ঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া
শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“এঁকে পোড়াও ।” এই বলিয়া তাহারা
তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল । সে শবের বস্ত্রাবরণ
অপসারিত করিয়া তম্মহুত্তে মৃত পীন্‌পীন্‌ সুবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

সুবর্ণবর্ণঃ সরীরং দিম্বা “ইমং অয়াস্‌স দস্‌সেতুং
পতিরূপং আরম্মণং”তি চিন্তেত্বা গন্ত্বা থেরং বন্দিত্বা
“এবরূপং নাম আরম্মণং অখি ওলোকেথ অয়া”তি আহ ।

৬। থেরো “সাধু”তি গন্ত্বা পারদ্রুপনং হরাপেত্বা
পাদতলতো যাব কেসগ্গা ওলোকেত্বা “অতি পীণিতমেতং
রূপং সুবর্ণবর্ণং, অগ্গিগম্‌হি নং পক্‌খিপিত্বা মহাজালাহি
গহিতমন্তুকালে ময়্‌হং আরোচেয়্যাসী”তি বত্বা সকট্-
ঠানমেব গন্ত্বা নিসীদি । সা তথা কত্বা থেরসস্‌ আরোচেসি ।
থেরো আগন্ত্বা ওলোকেসি, জালায় পহট পহট্টঠানং
কবরগাবিয়া বিয় সরীরবর্ণং অহোসি, পাদা নমিত্বা
ওলম্বিংসদু, হত্বা পতিকুটিংসদু, নলাটং নিচ্চম্মমহোসি ।
থেরো “ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেন্তানং অপরিয়ন্তিকরং
হত্বা ইদানেব খয়ং পত্তং বয়ং পত্তং”তি রন্তিট্টানাং গন্ত্বা
নিসীদিত্বা খয়বয়ং সম্পস্‌সমানো :—

*

*

*

ভাবিল—“এইটি আৰ্য্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে ।” সে গিয়া স্থবিরকে
বন্দনা করিয়া কহিল—“ভস্‌তে, এইরূপ আলম্বন আসিয়াছে, দেখিয়া যান ।”

৬। স্থবির “সাধু” বলিয়া যাইয়া বস্ত্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং
পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—“এমন
পীন্‌পীনে সুবর্ণবর্ণং রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নি-
শিখা জড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও ।” স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে
গিয়া উপবেশন করিলেন । সে তদ্রূপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল । স্থবির
আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজ্বালা লাগিয়া সেই স্বর্ণকাস্তি
দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর ন্যায় হইয়াছে, পদযুগল নমিত হইয়া ঝুলিয়া
রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিশ্চৰ্ম্ম হইয়াছে । স্থবির ভাবিলেন—
“এই শরীর এখনই অপম্যাপ্ত-দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত, ব্যয় প্রাপ্ত
হইল ।” এই চিন্তা করিতে করিতে ‘রাগ্নিস্থানে’ গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-
ব্যয় সম্‌দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন :—

“অনিচ্ছা বত সৎথারা উপ্পাদবয়্যধম্মিনো,

উপ্পজ্জহা নিরুজ্জান্তি তেসং ব পসম্মো সদ্ধথো”তি ।

গাথং বহ্বা বিপস্সনং বড্ঢ়েহ্বা সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং
পাপদুগ্গি । তস্মিং অরহত্তং পত্তে সথা ভিক্কুসঙ্ঘপরি-
বদ্বতো চারিকং চরমানো সেতব্যং গন্ত্বা সিংসপাবনং
পাবিসি । চুলকালস্স ভরিয়ায়ো সথা কির অনুপ্পত্তোতি
সদ্ধা “অম্হাকং সামিকং গণ্হিস্সামা”তি পেসেহ্বা
সথারং নিমন্তাপেসদুং ।

৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিতট্ঠানে আসনপঞত্তি
আচিক্কথেন একেন ভিক্কুনা পট্টমতরং গত্তুং বট্টিতি ।
বুদ্ধানং হি মট্টমট্ঠানে আসনং পঞাপেহ্বা তথ দক্-
খিগতো সারিপদত্তথেরস্স বামতো মহামোগ্গল্লানথেরস্স

*

*

*

“হায় ! উদয়-বিলয়-ধম্মী সংস্কার সমূহ একান্তই অনিত্য,

উহারা উপপন্ন হইয়া নিরোধ হয়, তাহাদের উপশমে পরম সদ্ধ ।”

এই গাথা বলিয়া স্থবির বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া প্রতীতিসম্ভিদার সহিত অরহত্ত
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহত্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্কুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত
হইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্বেতব্যো গিয়া শিংশপা বনে প্রবেশ করিলেন ।
চুলকালের স্ত্রীরা শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিল ।

৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে তাহা
বলিবার জন্য একজন ভিক্কুকে আগে যাইতে হয় । বুদ্ধের আসন মধ্যে দিতে
হয়, তাঁহার দক্ষিণে সারিপদত্ত স্থবিরের, বামে মহামোগ্গল্লানন স্থবিরের, তাহার

চ ততো পট্ঠায় উভোসদ্ পস্‌সেসদ্ ভিক্‌খুসম্মস্‌স আসনং পঞ্‌ঞাপেতস্বং হোতি । তস্মা মহাকালথেরো চীবরপারদ্পনট্ঠানে ঠহ্বা “ত্বং পদুরতো গম্ভা আসনপঞ্‌-
 ণ্ণন্তিং আচিক্‌খা”তি চলকালং পেসেসিসি । তস্‌স দিট্ঠকালতো পট্ঠায় গেহজনা তেন সন্ধিং পরিহাসং
 করোন্তা নীচাসনানি সম্মথেরকোটিয়ং অথরন্তি, উচ্চা-
 সনানি সম্মনবককোটিয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ নীচা-
 সনানি উপরি মা পঞ্‌ঞাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্ঠা”তি
 আহ । ইথিয়ো তস্‌স বচনং অসদ্বণ্ণন্তিয়ো বিয় “ত্বং কিং
 করোন্তা বিচরসি ? কিং তব আসনানি পঞ্‌ঞাপেতুং ন
 বট্টিতি ? ত্বং কং আপদ্বিচ্ছিত্ত্বা পস্বজিতো ? কেন পস্ব-
 জিতোসি ? কস্মা ইধাগতোসী”তি বহ্বা নিবাসনপারদ্পনং
 অচ্ছিন্দিহ্বা সেতকানি নিবাসেহ্বা সীসে মালাচুম্বটকং

*

*

*

.

.

উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসম্মের আসন দিতে হয় । সেই জন্য মহাকাল স্থবির
 চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে আসন দিতে
 হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চলকালকে পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহাকে
 দেখিয়া অবাধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া নীচাসন-
 সমূহ সম্মস্থবিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সম্মনবকের আসন স্থানে
 সজ্জিত করিতে লাগিল । চলকাল কহিলেন—“এমন করিও না, উচ্চাসন
 নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার স্ত্রীগণ যেন তাঁহার কথা শুনে নাই
 এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি আসন বিছাইতে
 নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমাকে শ্রমণ করাইয়াছে ?
 কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া
 লইল এবং শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—
 “যাও, শাস্ত্রাকে নিয়া আস, আমরা আসন পাতিয়া দিতেছি ।” এই বলিয়া

ঠপেত্বা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি পঞ্‌ঞাপেস্-
সামা”তি পহিণিসু ।

৮। ন চিরং ভিক্ষুভাবে ঠত্বা অবস্‌সিকাব উপ্পম্ব-
জিতা লজ্জিতুং ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকম্পেন নিরা-
সংকোব গম্বা বন্দিত্বা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং আদায়
আগতো । ভিক্ষুসঙ্ঘসস্‌ পন ভত্তিকিচ্চাবসানে মহা-
কালস্‌স ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তনো সামিকো গহিতো,
ময়ম্পি অম্‌হাকং সামিকং গণিহস্‌সামা”তি চিন্তেত্বা পুন
দিবসথায় নিমন্তয়িসু তদা পন আসন পঞ্‌ঞাপনথং
অঞ্‌ঞা ভিক্ষু অগমাসি । তা তস্মিংথণে ওকাসং
অলভিত্বা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিসীদাপেত্বা ভিক্ষুং
অদংসু । চুলকালস্‌স পন বে ভরিয়ায়ো, মম্বিমকালস্‌স
চতস্‌সো, মহাকালস্‌স অট্‌ট । ভিক্ষুসঙ্ঘেহি ভত্তিকিচ্চং
কাতুকামা নিসীদিত্বা ভত্তিকিচ্চং অকংসু । বহি গন্তুকামা

*

*

*

তাহাকে পাঠাইয়া দিল ।

৮। দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা
বোধ করে না । তাই সে সেই বেশেই নিরাশঙ্কের ন্যায় গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল । মহাকালের
স্ত্রীরা ভাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েছিল, আমরাও আমাদের
স্বামীকে নিয়ে নিব ।” ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পর দিবসের
জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল । সেইদিন আসন বিন্যাস দেখাইবার জন্য
অন্য ভিক্ষু আসিলেন । তাহারা তখন সুযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-
সঙ্ঘকে বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল । চুলকালের দুই স্ত্রী, মধ্যমকালের
চারিজন ও মহাকালের আটজন স্ত্রী । যাঁহারা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বসিয়া
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন । যাঁহারা
বাহিরে বাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন । শাস্তা সেখানে

উট্ঠায় অগমংস্ৱ । সখা পন নিসীদিদ্বা ভর্ত্তিকচ্চং করি ।
তস্ৱ ভর্ত্তিকচ্চ পরিয়োসানে ইথিয়ো “ভন্তে, মহাকালো
অম্হাকং অনন্মোদনং কহ্বা আগচ্ছিস্ৱসতি, তুম্হে
পদ্রতো গচ্ছথা”তি বদিংস্ৱ । সখা “সাধ্ৱ”তি বহ্বা
পদ্রতো অগমাসি ।

৯। গামদ্বারং পহ্বা ভিক্খুসঙ্ঘো উত্ত্বায়ি—“কিং
নামেতং সখারা কতং, ঐহ্বা ন্ৱথো কতং উদাহ্ৱ অজানি-
হ্বাতি । হীয়ে্যো চলকালস্ৱস পদ্রতো গতন্তা পব্বজ্জন্ত-
রায়ো জাতো, অস্ৱ অঐস্ৱস পদ্রতো গতন্তা অন্তরায়ো
নাহোসি, সখা মহাকালং নিবত্তেহ্বা আগতো, সীলবা
থোপন ভিক্খু আচারসম্পন্নো, করিস্ৱসন্তি ন্ৱথো তস্ৱ
পব্বজ্জন্তরায়ং”তি ?

১০। সখা তেসং বচনং শুদ্বা ঠিতো “কিং কথথ
ভিক্খবে ?”তি পদ্বিচ্ছ । তে তমথং আরোচেস্ৱং ।

*

*

*

বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন । তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের
স্ত্রীরা কহিল—“ভন্তে, মহাকাল স্ব্বির আমাদের দানানন্মোদন করিয়া
আসিবেন, আপনি আগে যান ।” শাস্তা “সাধ্ৱ” বলিয়া আগে চলিয়া
গেলেন ।

৯। ভিক্ষুগণ গ্রামদ্বারে উপনীত হইয়া কাণাঘৃষ্য করিতে লাগিলেন—
“শাস্তা একি করিলেন ? জানিয়া করিলেন ? না, না জানিয়া করিলেন ?
গতকল্যা আগে গিয়া চলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইয়াছিল । অদ্য অন্য
ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই ।
শাস্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন । এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার
সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তরায় করিবে না কি কে জানে ?”

১০। শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ ?” তাহারা তাহা বলিলে শাস্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুম্হে ভিক্খবে চুলকালং বিয় মহাকালং
সল্লক্খেথা”তি ?

“আম ভন্তে, তস্স হি দে পজাপতিয়ো, ইমস্স অট্ঠ ।
অট্ঠহি পরিক্খপিষ্মা গহিতো কিং করিস্সতি
ভন্তে”তি ।

সথা—“মা ভিক্খবে, এবং অবচুথ, চুলকালো উট্ঠায়
সমুট্ঠায় সুভারম্মণ বহুলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত
দুস্বলরুক্ষসাদিসো । ময়্হং পন পুত্তো মহাকালো
অসুভবিহারী ঘনসেলপস্বতো বিয় অচলো”তি বহ্মা ইমা
গাথা অভাসি :—

সুভানুপস্সিং বিহরন্ত্ৰং ইন্দ্রিয়েসু অসংবদতং,
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্ষংব দুস্বলং ।” ৭

*

*

*

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের ন্যায় মনে কর ?”

“হাঁ ভন্তে, ওর দুই স্ত্রী, এঁর আট স্ত্রী । আটজনে পরিবেষ্টন করিয়া
খরিলে কি করিবে ভন্তে ?”

শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ; এমন বলিও না । চুলকাল উঠিতে বসিতে
সবসময়ে শোভনালম্বন বহুল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে স্থিত
দুস্বল বৃক্ষসদৃশ । আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের
ন্যায় অচল ।” ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন :—

যে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত,
ভোজনে মাত্ৰাজ্ঞানহীন, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীৰ্য,
বায়ুবিধবন্ত দুস্বল বৃক্ষের ন্যায় মার [রিপুগণ]
তাহাকেই অভিভূত করে ।

“অসুভান্দপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সদুসংবৃতং,
ভোজনম্‌হি চ মন্তুঞ্‌ঞ্‌ঞ্‌ সন্ধং আরদ্ধ বীরিয়ং,
তং বে নম্পসহতি মারো বাতো সেলংব পম্বতং”তি । ৮

১১। তথ—“সুভান্দপস্‌সিং বিহরন্ত”তি সুভং
অনুপস্‌সন্তং ইট্‌ঠারম্মণে মানসং বিস্‌সম্‌জ্জহা বিহরন্তং”তি
অথো । যো হি পুগ্‌গলো নিমিত্তগ্‌গাহং অনুব্যঞ্জনগ্‌-
গাহং গণ্‌হন্তো নখা সোভনাতি গণ্‌হাতি অঙ্গুলিয়ো
সোভনাতি গণ্‌হাতি, হথপাদ, জম্বা, উরু, কটি, উদরং
থনা, গীবা, ওট্‌ঠা, দন্তা, মূখং, নাসা, অক্‌খীনি, কণ্ণা,
ভম্মুকা, নলাটং কেসা, সোভনাতি গণ্‌হাতি ; কেসা লোমা
নখা দন্তা তচো সোভনাতি গণ্‌হাতি ; বম্মো সুভো,

*

*

*

যিনি [বাহ্য] শোভা দর্শনে বিরত [অশুভ-ভাবনায় রত]
ইন্দ্রিয় সমূহে সদুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান্
ও আরম্ভবীৰ্য, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্ষতের ন্যায়
মার তাহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না ।

১১। তথায়—“যিনি বাহ্য শোভা নিরীক্ষণ করিয়া যে শোভন
বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টাঙ্গম্বনে মনোনিবেশ করিয়া বিহরণ
করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্য নিমিত্ত গ্রহণ করে
ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্টবে অনুব্যঞ্জন গ্রাহী বা মদুগ্‌হইয়া নখ ও অঙ্গুলি
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জম্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,
ওষ্ঠ, দন্ত, মূখ, নাসা, চক্ষু, কণ, ললাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ঞ্‌ক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

সংস্থানং স্দভন্তি গণ্হাতি ; অয়ং স্দভান্দপস্‌সি নাম ।
তং এবং স্দভান্দপস্‌সিং বিহরন্তং ।

“ইন্দ্রিয়েস্দ অসংবৃত্তং”তি—চক্‌খাদীস্দ ইন্দ্রিয়েস্দ অসংবৃত্তং, চক্‌খদ্বারাদীনি অরক্‌খন্তং । পরিয়েসনমত্তা পটিগ্‌গহণমত্তা পরিভোগমত্তাতি ইমিস্‌সা মত্তায় অজাননতো ভোজনম্‌হি চ অমত্তঞ্‌ঞং । অপি চ পচ্চবেক্‌খণমত্তা বিস্‌সজ্জনমত্তাতি ইমিস্‌সাপি মত্তায় অজা ননতো অমত্তঞ্‌ঞং । ইদং ভোজনং ধম্মিকং ইদং অধম্মিকন্তিপি অজানন্তং । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতক্ক বসিকতায় কুসীতং । “হীনবীরিয়ং”তি নিম্বিরিয়ং, চতুস্দ ইরিয়াপথেস্দ বিরিয়করণ রহিতং । “পসহতী”তি অভিভবতি, অম্বেষাখরতি । “বাতো রুদ্ধক্‌খং ব দ্দব্বলং”তি—বলব বাতো ছিন্নতটে জাতং দ্দব্বল রুদ্ধক্‌খং বিয় । যথা হি

*

*

*

বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস) স্দন্দর বলিরা মনে করে ; ইহার নামই শ্দভান্দদর্শী । এইরূপ শ্দভমনে করিয়া অন্দবিষ্কণ করিতে করিতে বাসকারী ।

“ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত”—চক্ষ্বাদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, চক্ষ্বদ্বারাদি অরক্ষক ।

“ভোজনে মাগ্রাহীন”—পর্যোষণ মাগ্রা, প্রতিগ্রহণ মাগ্রা ও পরিভোগ মাগ্রা জানে না বলিয়া অমাগ্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাগ্রা ও বিসজ্জন মাগ্রাও জানে না বলিয়া অমাগ্রজ্ঞ । এই ভোজন ধম্মান্দমোদিত, ইহা ধম্মান্দমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাগ্রজ্ঞ ।

“অলস”—কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, কাষ্যকারিতা রহিত ।

“উদ্যমহীন”—হীনবীর্য, গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ইষ্যাপথে বা অবস্থানে বীর্য্যরাহিত্য ।

“পরাজব করে”—পরাজয় করে, নিমজ্জিত করে ।

“যাত্যাহত দ্বব্বল তরুপ্রায়”—ছিন্নতটে জাত দ্বব্বললীকৃতাবক্ষকে যেমন

সো বাতো তস্‌স রুদ্রক্সস্‌স পদ্পৃফপলাসাদিম্পি সাদেতি
 বিনাসেতি, খুদ্দকসাখাপি ভঞ্জতি, মহাসাখাপি ভঞ্জতি,
 সমূলকম্পি তং রুদ্রক্সং উব্বত্তেহা পাতেহা উদ্ধমূলং
 অধোসাখং কহা গচ্ছতি ; এবমেবং এবরুপং পদগ্গলং
 অস্তো উম্পন্নো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো দুব্বল
 রুদ্রক্সস্‌স পদ্পৃফপলাসাদীনং বিয় খুদ্দানুখুদ্দকাপত্তি
 আপজ্জনম্পি কেরোতি, খুদ্দকসাখাভঞ্জনং বিয় নিস্‌গ্-
 গিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি কেরোতি ; মহাসাখাভঞ্জনং
 বিয় তেরস সঙ্ঘাদিসেসাপত্তি আপজ্জনম্পি কেরোতি ।
 উব্বত্তেহা উদ্ধমূলকং হেট্ঠা সাখং কহা পাতনং বিয়
 পারাজিকাপজ্জনম্পি কেরোতি । স্বাক্‌খাতসাসনা নীহরিহা
 কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরুপং
 পদগ্গলং কিলেসমারো অন্তনো বসে বত্তেতীতি অথো ।

১২ । “অশুভানুদশসিং”তি—দসসু অশুভেসু

*

*

*

ঝঙ্কাবায়ু উৎপাটিত করে । যেমন ঝঙ্কাবায়ু সেই বৃক্ষের পত্র-পদ্প বিনাশ
 করে, ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন
 পদ্পক ভূমিতে পাতিত করিয়া উদ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ
 যে ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও আলস্যপরায়াণ তাহার
 অন্তরে উৎপন্ন ক্রেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঙ্কাবায়ু দুর্ব্বল বৃক্ষের পত্র-
 পদ্প ছিন্ন করার ন্যায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করায় ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন
 করার ন্যায় “নিস্‌সগ্গিয়া”দি (নিস্‌গ্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করায় ; মহাশাখা
 ভগ্ন করার ন্যায় ত্রয়োদশ ‘সঙ্ঘাদিশেষ’ আপত্তি প্রাপ্ত করায় । উদ্বর্ত্তন করিয়া
 উদ্ধমূল অধোশির করিয়া পতন করার ন্যায় ‘পারাজিকা’ আপত্তি ও প্রাপ্ত
 করায় । সু-আখ্যাত শাসন হইতে বিহীকৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে
 গৃহীভাব প্রাপ্ত করায় । এইরূপে ক্রেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে
 প্রবর্ত্তিত করে ।

১২ । “অশুভানুদশসিং”—দশবিধ অশুভের মধ্যে অন্যতর যে কোন অশুভ

অঔতরং অসদুভং পস্‌সন্তং পটিব্দুলমনসিকারে যদুত্তং,
 কেসে অসদুভতো পস্‌সন্তং লোমে নখে দন্তে তচং বহ্নং
 সন্ধানং অসদুভতো পস্‌সন্তং। “ইন্দ্রিয়েসদু”তি ছসদু
 ইন্দ্রিয়েসদু। “সদুসংবদুতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিত-
 দ্বারং। অমন্তুঔতাপটিপক্‌থেন ভোজনম্‌হি চ মন্তুঔতুং।
 “সন্ধাং”তি—কম্মস্‌স চেব ফলস্‌স চ সন্দহনলক্‌থণায়
 লৌকিকায় সন্ধায় চেব তীসদু বথদুসদু অবেষ্পসাদসংখাতায়
 লোকুত্তরসন্ধায়চেব সমন্নাগতং। “আরদ্ধবীরিয়ং”তি—
 পগ্‌গহিত বিরিয়ং পরিপদ্ধবীরিয়ং। “তং বে”তি—তং
 এবরুপং পদুগ্‌গলং যথা দদুস্বল বাতো সনিকং পহরন্তো
 একঘনং সেলং চালেতুং ন সন্ধোতি, তথা অব্‌ভন্তরে
 উপ্পজ্জমানোপি দদুস্বলকিলেসমারো নপ্পসহতি, খোভেতুং
 চালেতুং নসন্ধোতীতি অথো।

*

*

*

দেখিয়া ঘৃণা মনসিকার যদুত্ত হইয়া বিহরণ করা ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ঝক, বর্ণ ও সংস্থান অশুভ মনে করিয়া বিহরণকারী।

“ইন্দ্রিয়সমুদেহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

“সদুসংযত”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত. চক্ষুদ্বারা দি আবদ্ধ দ্বার।

“ভোজনে মাগ্‌গু”—ভোজনে অমাগ্‌গু না হওয়া।

“শ্রদ্ধা”—কম্ম ও তাহার ফলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বস্তু-
 গ্ৰয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত।

“আরদ্ধবীর্য”—প্রগ্‌হীত বীর্য, পরিপদুর্গ বীর্য।

“একান্তই তাহাকে”—যেমন মন্দবায়ু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও
 সঘন শিলাময় পর্ষতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশুভদর্শী,
 সংযতোন্দ্রিয়, ভোজনমাগ্‌গু, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে দদুস্বল ক্লেশমার
 অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত
 করিতে পারে না।

১৩। তাপি থো তস্ পুরাণ দর্শিত্যিকায়ো থেরং
পরিবারেহা “কং কং আপদুচ্ছিত্তা পম্বজিতো, ইদানি গিহী
ভবিস্ সসী”তি আদীনি বহা কাসাং বীহরিতুকামা
অহেসদং। থেরো তাসং আকারং সল্লক্খেহা নিসিন্ধাসনা
বুট্ঠায় ইন্ধিয়া উম্পতিহা কুটাগারকল্লিকং ভিন্দিহা আকা-
সেনাগন্হা সথরি গাথা পরিয়োসাপেন্ধেব সথদুসদুবল্লবল্লং
সরীরং অভিখবন্তো ওতরিহা তথাগতস্ পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তিভিক্খু সোতাপত্তি ফলাদীসু
পতিট্ঠহিংসু’তি।



*

*

*

১৩। এদিকে তাঁহার প্রাক্তন ভাষ্যিা তাঁহাকে পরিবৃত্ত করিয়া বলিতে
লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী
হইতে হইবে।” এভাবে তাহার নানা কথা বলিয়া কাষায় বস্ত্র কাড়িয়া লইতে
মনস্থ করিল। স্থবির তাহাদের মনোভাব বদ্বিতে পারিয়া ঋদ্ধি বলে আসন
হইতে উদ্ধে উঠিয়া কুটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে ছুটিয়া আসিয়া
শাস্তা গাথা শেষ করিয়া মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের স্তুতি করিতে করিতে
অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন।



দেবদত্তস্ব-বন্ধু । ৭

১। “অনিষ্টসাবো”তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো রাজগহে দেবদত্তস্ব কাসাবলাভং আরব্ভ
কথেসি ।

২। একস্মিং হি সময়ে হে অগ্গসাবকা পণ্ডসতে
পণ্ডসতে অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপদ্বিচ্ছিত্তা
জেতবনতো রাজগহং অগমংসু, রাজগহবাসিনো ধ্বপি
তয়োপি বহুপি একতো হুত্তা আগন্তুক দানং অদংসু ।
অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপদত্তো অনন্মোদনং করোন্তো
“উপাসকা, একো সয়ং দানং দেখি পরং ন সমাদপেতি
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে ভোগসম্পদং লভতি,

*

*

*

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১। “অনিষ্টসাব”—এই ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে বাস করিবার সময়
রাজগৃহে দেবদত্তের কাষায় লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। এক সময়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু
পরিজন লইয়া শাস্ত্রার সম্মতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-
ছিলেন । রাজগৃহবাসীরা দুইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল । একদিন আয়ুস্মান সারিপদত্ত
পুণ্যানন্মোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে
উৎসাহিত করে না । সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না ।

নো পরিবার সম্পদং । একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে পরিবার সম্পদং লভতি ; নো ভোগসম্পদং । একো সয়স্মি ন দেতি পরস্মি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্তট্ঠানে কঞ্জিকমত্তস্মি কুচ্ছিদ্রং ন লভতি ; অনাতো হোতি নিম্পচ্চয়ো । একো সয়স্মি দেতি পরস্মি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহস্সেপি অন্তভাব সত সহস্সেপি ভোগসম্পদং চেব পরিবারসম্পদং লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমকো পণ্ডিতপুত্রিসো সূত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো ধম্মদেসনা, সূদকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিন্নং সম্পত্তীনং নিপ্ফাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভন্তে, স্বে ময়হং ভিক্খং গণ্হথা”তি থেরং নিমন্তেসি ।

*

*

*

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না ; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে ; সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করে না । কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁজ মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয় । আর কেহ নিজেও দান দেয়, পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও, সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন সম্পদ দুই লাভ করে ।” তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করিলেন ।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে । এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে ।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অগ্রপ্রাবককে কহিলেন—“ভণ্ডে, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।” এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।

‘কিন্তুকেহি তে ভিক্ষুংহি অথো উপাসকা’তি ?

‘কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা’তি ?

‘সহস্‌সমত্তা উপসকা’তি ।

‘সম্বেহেব সন্ধিং স্বে ভিক্ষং গণ্‌হথ ভন্তে’তি ।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীধিয়ং চরন্তো—

“অম্ম, তাত, ময়া ভিক্ষুদসহস্‌সং নির্মাস্ততং, তুম্‌হে কিন্তুকানং ভিক্ষুদনং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিস্থং, তুম্‌হে কিন্তুকানং”তি সমাদপেসি । মনুস্‌সা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসন্নং দস্‌সাম”—“ময়ং বীসতিয়া”—“ময়ং সতস্‌সা”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কহ্বা একতোব পচিস্‌সাম, সম্বে তিল তন্‌দুল সপি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একট্‌ঠানে সমাহরাপেসি ।

*

*

*

“উপাসক, তোমার কয়জন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন, ভন্তে !”

স্থবির সম্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ।” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সপি ও গুড়াদি নিয়া আস” এই বলিয়া সকলের জিনিস এক-স্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪। অথস্‌সএকো কুটুম্বিকো সতসহস্‌সগ্‌গ্‌নিকং
 গন্ধকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবট্‌ং পন নম্পহোতি ইদং
 বিস্‌সজ্জেন্না যদুং তং পুৱেয়্যাসি। সচে পহোতি
 যস্‌সিচ্ছসি তস্‌স ভিক্‌খুনো দদেয়্যাসী”তি আহ। তস্‌স
 সম্বং দানবট্‌ং পহোসি, কিঞ্চ উনং নহোসি। সো মনু-
 স্‌সে পুৱিচ্ছ “ইদং অয়্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং
 নাম বত্তা দিনং, অতিরেকং জাতং, কস্‌স নং দেমা”তি ?
 একচে “সারিপপ্তথেরস্‌সা” তি আহংসু। একচে “থেরো
 সস্‌সপাকসময়ে আগন্না গমনসীলো, দেবদত্তো অম্‌হাকং
 মঙ্গলামঙ্গলেসু সহায়ো, উদককর্মণিকো বিয় নিচম্পতিট্-
 ঠিতো, তস্‌স তং দেমা”তি আহংসু। সম্বাহুলিকায়
 কথায়াপি “দেবদত্তস্‌স দাতব্বং”তি বত্তারো বহুতরা
 অহেসুং। অথ নং দেবদত্তস্‌স অদংসু। সো তং

*

*

*

৪। অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়
 বস্ত্র দান করিয়া কহিলেন—“যদি আপনার দানীয় দ্রব্যের সঙ্কুলান না হয়,
 তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি
 কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।” তাঁহার সব দান-
 সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত
 লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়েরা! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্র
 খানা একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত
 হইয়াছে, কাহাকে দিব?” কেহ কেহ বলিল—“সারিপপ্ত্র স্থবিরকে।”
 কেহ কেহ বলিল—“সারিপপ্ত্র স্থবির শস্য পাকিলে (সুখের সময়)
 আসিয়া চলিয়া যান, দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ উদক
 কুণ্ডেয় ন্যায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব। সকলের মত লইয়া
 দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে
 দেওয়া হইল।

ছিন্দিহা সংবিদহিহা রজিহা নিবাসেহা পারদুপিহা বিচরতি ।
তং দিম্বা “নয়িদং দেবদত্তস্ অনচ্ছবিকং, সারিপপু-
থেরস্ অনচ্ছবিকং দেবদত্তো রত্তনো অননচ্ছবিকং
নিবাসেহা পারদুপিহা বিচরতী”তি বদিংসু ।

৫ । অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং
গন্হা সথারং বন্দিহা কতপটিসংহারো সথারা দ্বিনং
অগ্গসাবকানং ফাসু বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্ঠায়
সম্বং তং পবত্তিং আরোচেসি । সথা—“নথো ভিক্ষু,
ইদানেবেসো অন্তনো অননচ্ছদিকং বথং ধারেতি পুস্বেপি
ধারেসি য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

৬ । অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্বে
বারাণসীবাসী একো হথিমারকো হথীং মারেহা মারেহা
দন্তে চ নখে চ অন্তানি চ ঘনমাংসণ আহরিহা বিক্কিণন্তো

*

*

*

তিনি তাহা ছিঁড়িয়া শেলাই ও রঞ্জিত করিয়া পরিধান পুর্ষক বিচরণ করিতে
লাগিলেন । তাহা দেখিয়া কেল কেহ বলিতে লাগিল—“ইহা দেবদত্তের যোগ্য
নয়, সারিপপু স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার অযোগ্য বস্ত্র পরিধান
করিয়া বিচরণ করিতেছেন ।”

৫ । অনন্তর অন্যস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে প্রাবস্তীতে গমন
করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিলেন । শান্তা তাঁহার কুশলবাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া
অগ্রপ্রাবকল্প কেমন আছেন জানিতে চাহিলেন । তিনি প্রথম হইতে সমস্ত
বস্ত্রান্ত বলিলেন । শান্তা কহিলেন—“ভিক্ষু, সে যে এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র
ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পুর্ষেও করিয়াছিল ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা
বলিতে লাগিলেন :—

৬ । পুর্ষকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন,
বারাণসী বাসী জনৈক হস্তীমারক হস্তী মারিয়া দন্ত, নখ, অন্ত্র ও ঘনমাংস
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ জীবিকা নিম্বাহি করিত ।

জীবিকং কম্পিতি । অথেকস্মিং অরঞ্জে অনেকসহস্সা
 হথী গোচরং গহেত্বা গচ্ছন্তা পচেৎকবুদ্ধে দিম্বা ততো
 পট্ঠায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্মকোহি নিপতিত্বা
 বন্দিত্বা পক্কমস্তু । একদিবসং হথিয়ারকো তং কিরিয়ং
 দিম্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমনকালে
 পচেৎকবুদ্ধে বন্দিম্, কিন্নুথো দিম্বা বন্দিম্”তি
 চিন্তেন্তো কাসাবন্তি সল্লক্খেত্বা ময়াপিদানি কাসাবং
 লদ্ধং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা একস্স পচেৎকবুদ্ধস্স জাতস্স-
 সরং ওরুয়্হ নহায়ন্তস্স তীরে ঠপিতেস্দু কাসাবেস্দু
 চীবরংথেনেত্বা তেসং হথীনং গমনাগমনমগ্গে সত্তিং গহেত্বা
 সসীসং পার্দুপিত্বা নিসীদতি । হথী তং দিম্বা পচেৎক-
 বুদ্ধোতি সঞ্জেয় বন্দিত্বা পক্কমস্তু । সো তেসং
 সব্বপচ্ছতো গচ্ছন্তং সত্তিয়া পহরিত্বা মারেত্বা দন্তাদানি
 গহেত্বা সেসং ভূমিয়ং নিখনিত্বা গচ্ছতি ।

*

*

*

এক বনে বহুসহস্র হস্তী চরিতে যাইবার সময় এক পচেৎক বুদ্ধকে দেখিতে
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জানু নত
 করিয়া তাহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীয়ারক সেই ব্যাপার দেখিয়া
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি ; এরা দেখিতেছি আসিতে
 যাইতে পচেৎক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে ? সে ভাবিয়া
 স্থির করিল—“কাষায় বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও কাষায়
 বস্ত্র যোগার করিতে হইবে । একদিন সে দেখিল জনৈক পচেৎক বুদ্ধ
 সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া জলে নামিয়া অষণাহন করিতেছেন ।
 সে সন্যোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের গমনাগমন পথে
 কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অস্ত্রহস্তে বসিয়া রহিল । হস্তী তাহাকে
 দেখিয়া পচেৎক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল । সে সেই দলের
 সম্বৎসর গমনকারী হস্তীকে অস্ত্রের আঘাতে মারিয়া দস্তাদি গ্রহণ পূর্বক
 অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

কম্মং করোন্তেন ভারিয়ং তয়া কতং”তি এবণ্ড পন বহ্বা উত্তরিম্পি নিগ্গণ্হন্তো—“অনিব্বসাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বহ্বা “অয়দত্তন্তে কতং”তি আহ ।

৯। সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিহ্বা—“তদা হিথি-
মারকো দেবদত্তো অহোসি, তস্‌স নিগ্গণ্হকো হিথিনাগো
অহমেবা”তি জাতকং সমাধানেহ্বা “ন ভিক্খবে ইদানেব
পদুস্বেপি দেবদত্তো অত্তনো অননচ্ছবিকং বথং ধারেসিয়ে-
বা”তি বহ্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিব্বসাবো কাসাবং যে বথং পরিদহেস্‌সতি,
অপেতা দমসচ্ছেন ন সো কাসাবমরহতি । ৯
যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু স্দুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্ছেন স বে কাসাবমরহতী”তি । ১০

*

*

*

তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর
নিগ্গহীত করিবার জন্য—“অনিব্বসাবো কাসাবং” ইত্যাদি বলিয়া কহিল—
“তুমি অর্থোক্তিক কাজ করিয়াছ ।”

৯; শাস্তা এই ধম্মদেশনা আহরণ করিলেন—“তখন দেবদত্ত ছিল
হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি ।” এই বলিয়া জাতক
সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন নয় পদুস্বেও
তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল ।” এই বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ
করিলেন :—

যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ
সত্য ও দমগুণ বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত । ৯
যিনি কলুষযুক্ত, শীলে স্দুপ্রতিষ্ঠিত, সংযতোদ্ভিদ্রিয় ও সত্যপরায়ণ
তিনিই গৈরিক বসন ধারণের যোগ্য । ১০

ছন্দন্তজাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেতশ্চোতি ।

১০ । তথ—“অনিষ্কসাবো”তি কামরাগাদীহি কসা-
বোহি সকসাবো । “পরিদহেস্-সতী”তি—নিবাসন পার্দপন
অথরণবসেন পরি ভূজিস্-সতি, পরিদাহিস্-সতীতি পি
পাঠো ।

“অপেতো দমসচ্চেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-
পক্খিকেন বচীসচ্চেন চ অপেতো বিয়দ্ভো পরিচ্ছত্তোতি
অথো । “ন সো”তি—সো এবরূপো পদ্মগ্গলো কাসাবং
পরিদাহিতুং নারহতি ।

“বন্তকসাবস্-সা”তি—চতুহি মগ্গেহি বন্তকসাবো
ছড্‌ডিকসাবো পহীন কসাবো অস্-স ।

“সীলেসদ্”তি—চতুপারিসদ্দিক্‌ সীলেসদ্ ।

“সদ্‌সমাহিতো”তি—সদ্‌ট্‌ঠ সমাহিতো সদ্‌ট্‌ঠিতো ।

*

*

*

‘ছন্দন্ত’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত ।

১০ । তথায়—অনিষ্কাশিত—কামরাগাদি কসাবের দ্বারা বন্ধ ।
“পরিধান করিবে”—নিবাসন ও পার্দপনরূপে পরিধান করিবে ও আশ্রয়ণরূপে
ব্যবহার করিবে ।

“দম-সত্য-পরিহীন”—ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক
হইতে বিষম্ব বা পরিত্যক্ত ।

“সে অযোগ্য”—এইরূপ পদ্মগল কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য ।

“বর্মিত কলদ্ষ—চতুর্মার্গ দ্বারা যাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন
কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন] ।

“শীল সমুদে”—চারিপারিশদ্দিক্‌ শীল সমুদে ।

“সদ্‌ট্‌ঠ সমাহিত”—সদ্‌সমাহিত, সদ্‌স্থিত ।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বদন্ত্পকারেন সচ্চেন চ উপগতো । “স বে”তি সো এবরুপো পদগ্গলো, তং গন্ধকাসাববথং অরহতীতি ।

গাথা । পরিয়োসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতোপন্নো জাতো । অণ্ড্ৰেপি বহু সোতাপত্তিফলা-দীনি পাপর্দগ্গসুতি । দেশনা মহাজনস্স সাথিকা অহোসী”তি



*

*

*

“সম্ভবত”—ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের* দ্বারা উপগত ।

“যোগ্য সেই”—সেই এইরূপ পদঙ্গল সেই স্দগ্ধ কাষায় বস্ত্রের উপযুক্ত ।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু স্নোতাপন্ন হইয়াছিল ; অপর বহু-জনও স্নোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল ।



* দৃঃস সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য ।

অগ্গসাবক-বথু । ৮

১। “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা
বেল্লবনে বিহরন্তো অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়স্স
অনাগমনং আরব্ভ কথেসি । তদ্বায়ং আনন্দপদ্বীকথা :—

২। অম্হাকং হি সথা ইতো কম্পসতসহস্সাধিকানাং
চতুন্নং অসত্তেয়্যানং মথকে অমরবতীনগরে সন্মোধো নাম
ব্রাহ্মণকুমারো হুত্ত্বা সৰ্ব্বসিম্পেসদু নিপ্পফত্তিং পত্বা মাতা-
পিতুন্নং অচ্চয়েন অনেক কোটিসত্ত্বং ধনং পরিচ্ছজিত্বা
ইসিপস্বজ্জং পস্বজিত্বা হিমবন্তে বসন্তো ঝানার্ভিঞং
নিব্বত্তেত্ত্বা আকাসেন গচ্ছন্তো দীপঙ্কর দসবলস্স

*

*

*

অগ্গসাবকের উপাখ্যান । ৮

১। “অসারে সার মনে করে” এই ধৰ্ম্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে বাস
করিবার সময় অগ্গসাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া-
ছিলেন । তথায় এই আনন্দপদ্বীক কথা :—

২। আমাদের শাস্তা [গৌতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য
কল্প পদ্বী অমরবতী নগরে সন্মোধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন । তিনি সৰ্ব্বপ্রকার বিদ্যায় বৃত্তপন্নি লাভ করিয়া মাতা
পিতার মৃত্যুর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সময়

সুদস্‌সন বিহারতো রম্মনগরং পবিসনথায় মগ্‌গং সোধয়-
মানং জনং দিম্বা সয়ম্পি একং পদেসং গহেত্বা তস্মিং
অসোধিতে য়েব আগতস্‌স সথুনো অন্তানং সেতুং কত্বা
কললে অর্থরিদ্বা “সথা সমাবকসেত্বা কললং অনক্‌মিত্বা
মং অক্‌মন্তো গচ্ছতু”তি নিপন্বো । সথারা তং দিম্বাব
“বুদ্ধকুরো এস অনাগতে কস্পসতসহস্‌সাধিকানং চতুন্নং
অসেত্থয়্যানং পরিয়োসানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিস্‌-
সতী”তি ব্যাকতো ।

৩ । তস্‌স সথুনো অপরভাগে কোণ্ডঞঞো, মঙ্গলো,
সুমনো রেবতো, সোভিতো, অনোমদস্‌সী, পদম্বো,
নারদো, পদম্বোত্তরো, সুমেধো, সুজাতো, প্রিয়দস্‌সী,
অর্থদস্‌সী, ধম্মদস্‌সী, সিদ্ধথো, তিসসো, ফুস্‌সো বিপ-
স্‌সী, সিথী, বেস্‌সভু, ককুসন্ধো, কোণাগমনো, কস্‌সপোতি

*

*

*

ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপন্ন করিয়াছিলেন । একদিন তিনি আকাশপথে ঘাইবার সময়
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রমানগরে দীপঙ্কর দশবলের গমনো
পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে । তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন । তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ কন্দম্বের
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন—“শাস্তা ও
তাঁহার শ্রাবকসংঘ কন্দম্ব মন্দির না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর
হইতে থাকুন ।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—“ইনি বুদ্ধকুর, শত
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্য কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন ।”

৩ । সেই দীপঙ্কর বুদ্ধের পরে কোণ্ডণ্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত,
অনোমদর্শী, পদম্ব, নারদ, পদম্বোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী,
ধম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিব্বা, ফুস্‌স, বিপর্শী, শিথী, বেস্‌সভু, ককুসন্ধ

লোকং ওভাসেত্বা উপ্পন্নানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং
সন্তিকে লঙ্ঘ্যাকরণো দসপারমিয়ো দসউপপারমিয়ো দস-
পরমথপারমিয়োতি সমতিংসপারমিয়ো পুরেত্বা বেস্-
সন্তরত্তভাবে ঠিতো পঠবিকম্পনানি মহাদানানি দত্বা
পদুত্তদারং পরিচ্ছজিত্বা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুরে
নিব্বত্তিত্বা তথ যাবতায়ুকং ঠত্বা দসসহস্স চক্রবালদেব-
তাহি সন্নিপতিত্বা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উপ্পজ্জ মাতুকুচ্ছিয়ং,
সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধস্স তমতং পদং”তি ।

*

*

*

কোণাগমন, কশ্যপ এই গ্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তাঁহারাও তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়া-
ছিলেন । তিনি দশপারমিতা**, দশ উপপারমিতা* ও দশ পরমার্থ
পারমিতা*** এই ত্রিংশ পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেস্সন্তর’ জন্মে
পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান দিয়া স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিত
পুরীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । সেখানে আয়ুস্কাল থাকিবার পর দশসহস্র
চক্রবাল-দেবতা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

“হে মহাবীর, আপনার এই ত সময়, জননী জঠরে উৎপন্ন হউন,
দেবসহ নরগণকে গ্রাণ করিবার জন্য অমৃতপদ অধিগত হউন ।”

** দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীৰ্য্য, ক্ഷান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও
উপেক্ষা এই দশবিধ পারমিতা । ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম
পারমিতা ।

* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা ।

*** জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা ।

৪। বদন্তে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা ততো
 চুতো সাক্যরাজকুলে পটিসিন্ধং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিয়া
 পরিহরিয়মানো অনুরুমেন ভদ্রয়োষ্বনং পত্না তিগ্নং উতুনং
 অনুরুহিবিকেসু তীসু পাসাদেসু দেবলোকসিরিং বিয়
 রজ্জুসিরিং অনুরুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন সময়ে অনুরু-
 মেন জিগ্ন ব্যাধি মত সঙ্ঘাতে তয়ো দেবদুতে দিস্বা সঞ্জাত-
 সংবেগো নিবন্তিত্বা চতুর্থবারে পব্বজিতরূপং দিস্বা “সাধু
 পব্বজ্যা”তি পব্বজ্যায় রুচিং উপ্পাদেহা উয়্যানং গন্ত্বা তথ
 দিবসং খেপেহা মঙ্গলপোকখরণীতীরে নিসিন্নো কম্পক-
 বেসং গহেহা আগতেন বিসস্কম্মদুনা দেবপুত্তেন অলঙ্কত-
 পটিয়ন্তো রাহুলকুমারসস্ জাতসাসনং সুদ্বা পুত্তসিনে-
 হস্ বলবভাবং ঐহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বড্‌তি
 তাবদেব নং ছিন্দিসসামী”তি চিস্তেহা সায়াং নগরং
 পবিসন্তো—

*

*

*

৪। দেবতারা এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন
 করিলেন। অতঃপর সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজকুলে
 জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-
 যোবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপষুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক
 শ্রীর ন্যায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইবার
 সময় অনুরুমে জীর্ণ, পীড়িত ও মৃতরূপী তিনজন দেবদুত দেখিতে পাইয়া
 সঞ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ
 দেখিয়া “সাধু প্রব্রজ্যা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উপপন্ন করত উদ্যানে
 প্রবেশ করিয়া সেস্থানে দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা
 দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপদ্ব্যকরণীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কৃত
 করিলেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর
 হইল। তিনি পুত্র স্নেহের বলবশ্চাব বদ্বিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—
 “এই বাঁধন শস্ত্র না হইতেই ছিঁড়িব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার
 সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—

“নিব্বুতা নুন সা মাতা নিব্বুতো নুন সো পিতা,

নিব্বুতা নুন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতী”তি ।

৫। কিসাগোতমিয়া নাম পিতুচ্ছাধীতায় ভাসিতং ইমং
গাথং সুত্বা “অহং ইমায় নিব্বুতপদং সাবিতো”তি
মুত্তাহারং ওমুত্তাহা তস্সা পেসেত্বা অন্তনো ভবনং
পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপন্নো নিব্বুতপগতানং নাটকিখীনং
বিস্পকারং দিস্বা নিব্বিন্নহদয়ো ছন্নং উট্ঠাপেত্বা কন্হকং
আহরাপেত্বা কন্হকং আরুয়্হ ছন্ন সহায়ো দসসহস্সচক্র-
বাল দেবতাহি পরিব্বুতো মহাভিনিক্খমণং নিক্খমিত্বা
অনোমা নাম নদীতীরে পব্বজিত্বা অনুরুমেন রাজগহং গন্ত্বা
তথ পিণ্ডায় চরিত্বা পণ্ডবপৰ্বত পব্ভারে নিসিন্নো

*

*

*

“সে মাতা নিশ্চয় নিব্বুতা, সে পিতা নিশ্চয় নিব্বুত, যাহাদের এমন পুত্র ;
সে নারী নিশ্চয় নিব্বুতা, যাহার এমন পতি ।”

৫। তাঁহার পিসতুতা ভগিনী কৃশাগোতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন । তিনি এইকথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,
ইনি আমাকে নিব্বুতপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মুত্তাহার
উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন । তিনি নিজের ভবনে
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্ত্তকীগণের বিকৃতাকার দেখিয়া
সংসারের প্রতি বীতরাগ হইলেন । ছন্নকে ঘূম হইতে জাগরিত করিয়া
কণ্টক নামক অশ্বকে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত দশ সহস্র
চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিব্বৃত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা অভিনিক্খমণ
করিলেন । অনোমা নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুরুমে রাজগৃহে
গমন করিলেন । সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পৰ্বত গহবরে
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ

মগধরচণ্ডা রঞ্জন নিমন্ত্ৰিয়মানো তং পটিক্খিপিত্বা
 স্বৰ্ণেতং পত্না অন্তনো বিজিতং আগমনথায় তেন
 গহিতপটিওঁঞা আলারণ্ড উন্দকণ্ড উপসংকমিত্বা তেসং
 সন্তিকে অধিগত বিসেসং অদিম্বা অনলংকরিত্বা ছব্বস্-
 সানি মহাপধানং পদহিত্বা বিসাথ পল্লমদিবসে পাতোব
 সূজাতায় দিনপায়াসং পরিভূজিত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়া সুবন-
 পাতিং পবাহেত্বা নেরঞ্জরায় নদীয়াতীরে মহাবনসম্ভে নানা-
 সমাপত্তীহি দিবসভাগং বীতিনামেত্বা সায়াহ্নসময়ে
 সোথিয়েন দিনং তিণং গহেত্বা কালেন নাগরাজেন
 অভিষুতগুণো বোধিমন্ডং আরুহ্য তিণানি সন্হরিত্বা “ন
 তাবিমং পল্লঙ্কং ভিন্দিস্সামি যাব মে অনুপাদায়
 আসবোহি চিত্তং বিমুচ্ছতী”তি পটিওঁঞং কত্বা
 পদুৰ্থাভিমুখো নিসীদিত্বা সূর্য্যয়ে অনর্থমিতে য়েব
 মারবলং বিধমিত্বা পঠময়ামে পদুৰ্বেনিবাসঞাণং
 মণ্ডিময়ামে চুতুপপাতঞাণং পত্না পচ্ছিমযামাবসানে

*

*

*

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে স্বৰ্ণজ্ঞতা
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আসিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি
 আলায় ও উদ্রকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু
 না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপৰ্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে সূজাতার
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’
 দ্বারা দিব্যভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ্ন সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিষুত হইয়া, বোধিমন্ডপে
 আরোহন পদুৰ্ব্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—যাহাতে আর জন্ম
 নিতে না হয় সেইরূপ ভাবে আমার চিত্ত আম্রব (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া
 পর্য্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পদুৰ্ভাভিমুখী
 হইয়া উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তমিত না হইতেই মারসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া
 রাত্রির প্রথম ষামে পদুৰ্ব্ব জন্মের জ্ঞান, মধ্যম ষামে সন্তদের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান

পচয়্যাকারে ঐগণং ওতারেত্বা দসবল চতুবেসারজ্জাদি
 সৰ্ব্বগ্গুণ পতিমন্ডিভতং সৰ্ব্বগ্গুত্বেগ্গুত্বেগ্গুণং পটিবি-
 ষ্টিত্বা সত্তসত্তাহং বোধিমন্ডে বীতিনামেত্বা অট্টমে সত্তাহে
 অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিন্নো ধম্মগম্ভীরতা পচবেক-
 খণেন অম্পোাসসুদ্ধতং আপজ্জমানো দসসহসস চক্ৰবাল
 মহাব্রহ্মপরিবারেন সহম্পতি ব্রহ্মদুনা আয়াচিত ধম্মদেসনো
 বদ্ধচক্খনা লোকং ওলোকেত্বা ব্রহ্মদুনা চ অম্মেসনং অধি-
 বাসেত্বা “কস্সনুখো অহং পঠমং ধম্মং দেসেয়্যং”তি
 ওলোকেন্তো আলারুদ্ধকানং কালকতভাবং ঐগ্গু পণ্ডবগ্-
 গিয়ানং ভিক্খুনং বহুপকারতং অনুসসরিত্বা উট্ঠায়াসনা
 কাসিপদুরং গচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে উপকেন সন্ধিং মন্তেত্বা
 আসালহপদুন্নদিবসে ইতিপতনে মিগদায়ে পণ্ডবগ্গিয়ানং

*

*

*

প্রাপ্ত হইলেন। শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞান অবতরণ করাইয়া
 দশবলচতুর্বেশারদ্যাদি সৰ্ব্বগ্গুণ প্রতিমন্ডিভত সৰ্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।
 তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমন্ডপে অতিবাহিত করিলেন। অষ্টম
 সপ্তাহে অজপাল ন্যাগ্রোধমূলে গমন করিলেন। সেখানে উপবেশন
 করিয়া ধর্মের গভীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মন্দোৎসাহ হইলেন।
 ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা সহম্পতি
 আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি
 বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া—
 “আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু-
 দ্বারা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন আলার ও উদ্রেক কাল প্রাপ্ত
 হইয়াছেন। তাহার পর পণ্ডবগ্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন। তাঁহা-
 দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপদুর
 অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ
 হইল। আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে তিনি ঋষিপতনে মৃগদায়ে পণ্ডবগ্গীয় ভিক্ষুর

বসনট্ঠানং পত্তা তে অনুচ্ছবিকেন সমুদাচরন্তে সমুদা-
চরন্তে তসঞাপেত্তা অঞকো'ডঞ'ঞপমুথে অট্ঠারস
ব্রহ্মকোটিয়ো অমতং পায়েন্তো ধম্মচক্কং পবত্তেত্তা পবত্তবর
ধম্মচক্কো পণ্ডমিয়ং পক'খস্স সব্বোপি তে ভিক'খু
অরহত্তে পরিতট্ঠাপেত্তা তং দিবসমেব যস্স কুলপদত্তস্স
উপনিস্সয় সম্পত্তিং দিম্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিজ্জিত্তা
গেহং পহায় নিক'খন্তং “এহি যসা”তি পক্কোসিত্তা
তস্মিঞ'ঞেব রত্তিভাগে সোতাপত্তি ফলং পাপেত্তা পদু
দিবসে অরহত্তং পাপেসি। অপরেপি তস্স সহায়কে
চতুপল্লাস জনে এহিভিক'খু পব্বজ্জায় পব্বাজেত্তা
অরহত্তং পাপেসি।

৬। এবং লোকে একসট্ঠিয়া অরহন্তেসু জাতেসু
বুখবস্সো পবারেত্তা “চরথ ভিক'খবে, চারিকং”তি সট্ঠি-

*

*

*

বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার
করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞাপন করিয়া “অঞ'ঞ কো'ডঞ'ঞ” প্রমুখ
করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মাকে অমৃত পান করাইয়া ধম্ম'চক্ক প্রবর্তন
করিলেন। শ্রেষ্ঠ ধম্ম'চক্ক প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পক্ষ্মী তিথিতে সেই
ভিক্ষুদের সকলকে অরহত্তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দিবসই তিনি কুল-
পদত্ত যশের হেতুসম্পত্তি দেখিলেন। সেই রাত্রিতে কুলপদত্ত উদ্ভিন্ন হইয়া
গৃহ পরিত্যাগ পদ্বর্ক নিষ্কান্ত হইলেন “এস যশ” বলিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে
আহ্বান করিলেন। সেই রাত্রিমধ্যে তাঁহাকে সোতাপত্তি ফল এবং পরদিবস
অরহত্ত ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অনন্তর তাহার চুয়ান্নজন বন্ধুকেও ‘এস
ভিক্ষু’ প্রজ্যায় প্রবর্তিত করিয়া অরহত্ত প্রাপ্ত করাইলেন।

৬। এইরূপে জগতে একষটি জন অরহৎ হইলে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া
প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
বিচরণ কর।” এই বলিয়া ষাট্ জন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাইয়া

ভিক্খু দিসাসদ্দ পেসেহ্বা সয়ং উরুবেলং গচ্ছন্তো অন্তরাম-
 গ্গে কম্পাসিকবনসণ্ডে তিসজনে তন্দবগ্গিয়কুমারে
 বিনেসি । তেসদ্দ সৰ্ব্বপাচ্ছিমকো সোতাপন্নো সৰ্ব্বদত্তমো
 অনাগামী অহোসি, তেপি সৰ্ব্বে এহিভিক্খু ভাবেনেব
 পব্বাজেহ্বা দিসাসদ্দ পেসেহ্বা সয়ং উরুবেলং গন্ত্বা
 অড্ঢুড্ঢানি পাটিহারিয়সহস্সানি দস্সেহ্বা উরুবেলক-
 স্সপাদয়ো সহস্সসজ্জাটিলপরিবারে তেভাতিকজ্জাটিলে
 বিনেহ্বা এহিভিক্খু ভাবেনেব পব্বাজেহ্বা গয়াসীসে নিসী-
 দাপেহ্বা আন্তিপরিয়ায়দেসনায় অরহন্তে পতিট্ঠাপেহ্বা তেন
 অরহন্তসহস্সেন পরিবুতো বিম্বিসাররঞ্ঞো দিনং
 পটিঞং মোচেস্সামীতি রাজগহনগরূপচারে লট্ঠিবন-
 য়ানং গন্ত্বা সথা কির আগতোতি স্দ্দহ্বা দ্বাদসনহুতোহি
 ব্রাহ্মণ গহপতিকোহি সদ্ধিং আগতস্স রঞ্ঞো মধুরধম্ম-
 কথং কথেন্তো রাজানং একাদসহি নহুতোহি সদ্ধিং সোতা-

*

*

*

তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন । পথিমধ্যে কম্পাসিক বনভাগে
 ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় কুমারকে বিনীত করিলেন । তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম
 জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন স্রোতাপন্ন হইলেন । তাহাদের সকলকে
 ‘এস ভিক্কু’ ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলায়
 গমন করিলেন । সেখানে সান্নিধ্য সহস্র প্রাতিহার্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা
 প্রদর্শন করিয়া উরুবেল কশ্যপ প্রভৃতি জটিল দ্বাত্তয়কে তাহাদের অনুচর
 সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া ‘এসভিক্কু’ ভাবে প্রব্রজিত করিলেন ।
 তাহাদিগকে গয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পথ্যায় দেশনাদ্বারা অরহন্তে
 প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । অনন্তর সেই সহস্র অরহন্তের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া
 বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া
 রাজগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উদ্যানে গমন করিলেন । শাস্ত্র আগমন
 করিয়াছেন শুনিয়া রাজা দ্বাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন
 করিলেন । তাহাদিগকে মধুর ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অযুতের সহিত

পাতিফলে পতিট্টাপেত্বা একনহুতং সরণেসু পতিট্টাপেত্বা
 পদ্বদিবসে সঙ্কেন দেবরঞ্ঞা মাণবকবলং গহেত্বা অভি-
 ত্তুতগুণো রাজগহনগরং পবিসিত্বা রাজ্জনিবেসনে কতভত্ত-
 কিচ্ছো বেল্লবনারামং পটিগ্গহেত্বা তথৈব বাসং কম্পেসি ।
 তথ নং সারিপপ্পত্ত মোগ্গল্লানা উপসংকমিৎসু ।

৭। তত্রাপি অয়ং আনন্দপদ্ববিকথা—অনুপ্পন্নে য়েব
 হি বুদ্ধে রাজগহতো অবিদুরে উপতিস্সগামো কোলিত-
 গামোতি ত্বে ব্রাহ্মণ গামা অহেসুং । তেসু উপতিস্সগামে
 রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া গম্ভস্স পতিট্টীতিদিবসে
 য়েব কোলিতগ্রামে মোগ্গলিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়াপি গম্ভো
 পতিট্টীহি ।

*

*

*

রাজাকে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অযুতকে শরণে
 প্রতিষ্ঠিত করিলেন । পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন । নগরে
 প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণযুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাহার শ্রুতিগান
 করিতে লাগিলেন । রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেণুবনরামে
 প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন । সেখানে সারিপপ্পত্ত ও মৌগল্যায়ণ
 তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন ।

৭। সারিপপ্পত্ত ও মৌগল্যায়ণের আগমনের পদ্ব্বাপর কথা নিম্নে বর্ণিত
 হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পদ্ব্বের রাজগৃহের অদূরে * উপতিষ্য গ্রাম ও
 কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল । তন্মধ্যে উপতিষ্য গ্রামে
 রূপসারি নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে মৌগলী
 ব্রাহ্মণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।

* । বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিষ্য গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত
 গ্রামের নাম কলভাডারী ।

৮। তানি কির ঘোঁপি কুলানি যাব সন্তমা কুলপরিবট্টা
 আবন্ধপটিবন্ধ সহায়কানিব। তাসং দ্বির্নাম্পি একদিব-
 সমেব গম্ভ পরিহারং অদংসু। তা উভোপি দসমাসচ্চয়েন
 পদন্তে বিজায়িৎসু। নামগহগদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া
 পদন্তস্ উপতিস্গামকে জেট্ঠকুলস্ পদন্তা
 “উপতিস্”তি নামং করিৎসু। ইতরস্ কোলিত
 গামে জেট্ঠকুলস্ পদন্তা “কোলিতো”তি নামং
 করিৎসু। তে উভো বুদ্ধিম্ভায় সম্বসিপ্পানং পারং
 অগমংসু। উপতিস্গামবস্ কলিনথায় নাদিং বা
 উয়্যানং বা গমনকালে পণ্ড সুবল্ল সিবিবাসতানি পরি-
 বারানি হোন্তি। কোলিত মাগবস্ পণ্ড আজ্ঞং রথ-
 সতানি। ঘোঁপি জনা পণ্ড পণ্ড মাগবকসত পরিবারা
 হোন্তি।

৯। রাজগহে ৮ অনুসংবচ্ছরং গিরগ্গসম্মজ্জং নাম

*

*

*

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয় ভাবের
 দ্বারা আবদ্ধ-প্রতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ
 করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নাম
 করণ দিবসে, উপতিস্য গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারিব্রহ্মণীর
 পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিস্য এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের
 পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়ো-
 প্রাপ্তে সম্বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিস্য ক্রীড়া করিবার জন্য
 যখন নদী বা উদ্যানে যাইতেন তখন পাঁচশত সুবর্ণ শিবিকা তাঁহার সঙ্গে
 যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুই জনের পাঁচ
 পাঁচ শত মাগবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

হোতি । তেসং ঈম্মিষ্মি একট্টাণে স্বেব মণ্ডং বন্ধান্তি য়েপি একতোব নিসীদিহা সমজ্জং পস্সন্তা হসিতস্বট্টাণে হসন্তি, সংবেগট্টাণে সংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং য়ত্তট্টাণে দায়ং দেন্তি । তেসং ইম্মিনাব নিয়ামেন একদিবসং সমজ্জং পস্সন্তানং পরিপাকগতন্তা ঐণসস্স পুরিমেস্দু দিবসেস্দু বিয় হসিতস্বট্টাণে হাসো বা সংবেগট্টাণে সংবেগজননং বা দাতুং য়ত্তট্টাণে দানং বা নাহোসি । য়েপি পন জনা এবং চিন্তয়িস্দু—“কিং এথ ওলোকেতস্বং অথি, সম্বেবিমে অম্পত্তে বস্সসতে অপল্লভিকভাবং গমিস্সন্তি, অম্হেহি পন একং মোক্খধম্মং পরিয়েসিতুং বট্টতী”তি আরম্মণং গহেহা নিসীদিংস্দু । ততো কোলিতো উপতিস্সং আহ—সম্ম উপতিসস ন ত্বং অঞ্ঞেস্দু দিবসেস্দু বিয় হট্টপহট্টো ; অনন্তমনধাতুকোসি, কিলন্তে সল্লক্খিতং”তি ?

*

*

*

দুই জনেই একস্থানে মণ্ড বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মনে (বাহব্যা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক্ক হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় হাস্য স্থানে হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্নও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে মানও দিলেন না, দুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন—“ইহাতে কি দেখিবার আছে ? শত বৎসর না যাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে । কোন এক মোক্ষধর্ম্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিষ্যকে কহিলেন—বন্ধু উপতিষ্য অন্যাদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ হইয়াছে কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”

“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি,
নিরথকমেতং, অন্তনো মোক্খধম্মং গবেসিতুং বট্টতীতি ইদং
চিন্তয়ন্তো নিসিন্নোম্হি । ত্বং পন কস্মা অনত্তমনো”তি ?
সোপি তথৈব আহ ।

১০ । অথস্স অন্তনা সন্ধিং একম্বাসয়তং ঐত্তা উপতি-
স্সো আহ—“অম্হাকং উভিন্নম্পি স্দিচিন্তিতং, মোক্খ-
ধম্মং পন গবেসন্তেহি একা পম্বজ্জা লন্ধংবট্টিত, কস্স
সন্তিকে পম্বজামা”তি ?

১১ । তেন থো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিম্বাজকো
রাজগহে পটিবসতি, মহতিয়া পরিম্বাজকপরিসায় সন্ধিং ।
তে তস্স সন্তিকে পম্বজিস্সামাতি পণ্ড মাণবক সতানি
সিবিকা চ রথে চ গহেত্তা গচ্ছথাতি উয়োজেত্তা পণ্ঠিহপি
সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়স্স সন্তিকে পম্বজিৎসু তেসং পম্বজিত-
কালতো পট্ঠায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগ্গয়সগ্গম্পত্তো

*

*

*

বন্ধ কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া ফল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক, নিজের
মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বসিয়া আছি । তোমাকে
বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিষা নিজের সহিত উহার একমত জানিয়া কহিলেন—
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে । মোক্ষধর্মের গবেষণা
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্ররজ্যা নিতে হয়, কাহার নিকট
প্ররজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিম্বাজক বাসগৃহে এক মহা পরিম্বাজক দলের
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্ররজিত হইবার মানসে
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্য বিদায় দিলেন
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্ররজিত
হইলেন । তাঁহাদের প্ররজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান

অহোসি। তে কতিপাহেনেব সৰ্ব্বং সঞ্জয়স্স সময়ং
পরিমন্দিহা “আচারিয় তুম্হাকং জাননসময়ো এত্তকোব
উদাহু উত্তরিম্পি অথা”তি পদুচ্ছিংসু।

“এত্তকোব, সৰ্ব্বং তুম্হেহি এগাতং”তি বদন্তে
চিন্তিয়ংসু—

“এবং সতি ইমস্স সন্তিকে ব্রহ্মচারিয়বাসো নিরথকো,
ময়ং যং মোক্খধম্মং গবেসিতুং নিক্খন্তা তং ইমস্স
সন্তিকে উম্পাদেতুং ন সঙ্কোম, মহা থো পন জম্বদুদীপো,
গামনিগমরাজধানীয়ো চরন্তা অন্ধ মোক্খধম্মদেসকং কণ্ঠ
আচারিয়ং লভিস্সামা”তি ততো পট্ঠায় যথ যথ পণ্ডিত
সমগ ব্রাহ্মণা অথীতি বদন্তি তথ তথ গম্বা সাকচ্ছং
করোন্তি। তেহি পদুট্ঠপঞ্হং অঞে কথেতুং ন
সঙ্কোন্তি। তে পন তেসং পঞ্হং বিস্সস্জেন্তি।

*

*

*

হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ
পর্য্যন্ত? না, আরও অধিক কিছ্হ আছে?”

“এই পর্য্যন্ত সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ।” আচার্য্য এই কথা কহিলে
তাঁহারা চিন্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে তাঁহার নিকট ব্রহ্মচার্য্য বাস
নিরর্থক। আমরা যে মোক্ষধর্ম অব্বেষণ করিতে নিস্ত্রান্ত হইয়াছি তাহা
তাঁহার নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জম্বদুদীপ মহৎ গ্রাম,
নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের উপদেষ্টা
কোন আচার্য্য লাভ করিব।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে যেখানে
যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে গিয়া
আলাপ করেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠ প্রশ্ন অন্যেরা উত্তর করিতে পারে না।
তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন।

১২। এবং সকলজন্মব্দীপং পরিগণ্হিত্বা নিবত্তিত্বা
 সকট্ঠানমেব আগন্ত্বা “সম্ম কোলিত, অমহেস্দু পঠমং
 অমতং অধিগচ্ছতি সো ইতরস্স আরোচেতু”তি কতিকং
 অকংস্দু। এবং তেস্দু কতিকং কত্ত্বা বিহরন্তেস্দু সথা বদ্ভা-
 ন্দক্কমেন রাজগহং পত্ত্বা বেল্লবনং পটীগ্গহেত্ত্বা বেল্লবনে
 বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্খবে, চারিকং বহুজ্জনহিতায়া”তি
 রতনত্তয়গ্গদ্বপ্পকাসনথং উয়োজিতানং একসট্ঠিয়া অর-
 হন্তানং অন্তরে পণ্ডবগ্গিয়ানং অব্ভন্তরে অস্সজিম-
 হাথেরো পটিনিবত্তিত্বা রাজগহং আগতো পদ্বন দিবসে
 পাতোব পত্তচীবরং আদায় রাজগহং পিডায় পাবিসি।
 তস্মিং সময়ে উপতিস্স পরিব্বাজকো পাতোব চিন্তেসি
 ভত্তিকিচ্চং কত্ত্বা পরিব্বাজকারামং গচ্ছন্তো থেরং দিম্বা
 —“ময়া এবরুপো নাম পব্বজিতো ন দিট্ঠপদ্ব্বে

*

*

*

১২। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জন্মব্দীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে
 প্রত্যাগমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন—“বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে
 প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে।” তাঁহাদের মধ্যে
 এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল। তাঁহারা এইরূপ কথা কহিয়া অবস্থান
 করিতেছেন এমন সময় শাস্তা উত্তানক্কমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেগ্গদ্বন
 গ্রহণ করিয়া ঐস্থানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে “ভিক্ষুগণ বহুজনের
 হিতের জন্য পর্যাটন কর” এই কথা বলিয়া রত্নায়ের গ্গদ্বকীর্তনের জন্য
 যে ষাট জন অহংকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পণ্ডবগ্গীয়
 ভিক্ষুগণের অত্যন্ত অশ্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আসিয়া
 ছিলেন। তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই আগ্রচীবর গ্রহণ করিয়া
 ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উপস্থিত পরি-
 ব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময়
 স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—“আমি পদ্ব্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই।

যেব, যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তমগং বা সমাপন্না,
অস্মং তেসং ভিক্খুং অঞ্ঞতরো, যন্ননাহং ইমং
ভিক্খুং উপসংকমিহা পুচ্ছে য়াং “কংসি ত্বং আবুসো
উদ্দিস্স পব্বজিতো? কো বা তে সথা? কস্স বা
ত্বং ধম্মং রোচেসী”তি? অথস্স এতদহোসি—“অকালো
থো ইমং ভিক্খুং পঞ্ছং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিট্ঠো
পিডায় চরতি। হন্ননাহং ইমং ভিক্খুং পিটুঠিতো
পিটুঠিতো অনুবন্ধেয়াং, অথিকেহি উপপ্পাতং মগ্গন্তি।”

১৩। সো থেরং লব্ধাপিডপাতং অঞ্ঞ তরং ওকাসং
গচ্ছন্তং দিম্বা নিসীদিতুকামতং চস্স এত্বা অন্তনো পরি-
ব্বাজকপীঠকং পঞ্ঞাপেহা অদাসি। ভত্তিকিচ্চপরিয়ো-
সানে পিস্স অন্তনো কুন্ডিকায় উদকং অদাসি। এবং
আচারিয়বত্তং কহ্বা কত ভত্তিকিচ্চেন থেরেন সন্ধিং মধুরপিটি-
সংহারং কহ্বা এবমাহ—“বিম্পসন্নানি থো পন তে আবুসো

*

*

*

বাঁহারা জগতে অহরং বা অহরং মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের একজন
হইবেন। তাঁহারিঁ নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব—“বন্ধু আপনি
কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শাস্তা? কার
ধৰ্ম্ম আপনার রুচি হইয়াছে?” তৎপর তাঁহার মনে হইল, এই ভিক্ষুকে
প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্য বিচরণ
করিতেছেন। আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব, সম্বানীরা
মার্গ পরিজ্ঞাত হন।”

১৩। তিনি স্থবিরকে পিডপাত লাভ করিয়া অন্যতর অবকাশ যুক্ত
স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বসিতে উচ্ছুক জানিয়া নিজের পরিব্রাজক
পীঠি পাতিয়া দিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে আপনার
কুন্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন। এইরূপে আচার্য্যব্রত করিয়া ভোজন
শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—“বন্ধু, আপনার ইন্দ্রিয়

ইন্দিয়ানি পরিসদ্বো ছবিবগ্নো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং আবদসো উন্দিস্ পব্বজিতো? কোবা তে সথা? কস্ বা ত্বং ধম্মং রোচেসী”তি পদ্বিচ্ছ।

১৪। থেরো চিন্তেসি “ইমে পরিব্বাজকা নাম সাসন-স্ পটিপক্খভূতা, ইমস্ সাসনে গম্ভীরতং দস্ সেস্-সামী”তি অন্তনো নবকতাং দস্ সেন্তো আহ—“অহং থো আবদসো নবো, অচিরপব্বজিতো, অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সচ্ছিৎসামি বিথারেন ধম্মং দেসেতুং”তি। পরিব্বাজকো—“অহং উপতিস্ সো নাম, ত্বং যথাসত্তিয়া অম্পং বা বহুং বা বদতু এতং নয়সতেন নয়সহ-স্ সেন পটিবিজ্জাতুং ময়্ হং ভারো”তি চিন্তেহা আহ—

*

*

*

সমদহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন? আপনার শাস্ত্র কে? কার ধর্ম্ম আপনি অভিরূচি সম্পন্ন?”

১৪। স্থবির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতিপক্ষ-ভূত, ইহাকে শাসনের গভীরতা প্রদর্শন করিব।” এই সঙ্কল্প করিয়া নিজের নবীন প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বন্ধু, আমি নবীন, প্রব্রজিত হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার ধর্ম্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিষ্য, আপনি যথা শক্তি অল্প হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধিবার ভার আমার উপর।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গথায় কহিলেন—

“অম্পং বা বহুং বা ভাসস্‌সু অথএঔএব মে ব্‌দহি,
অথনেব মে অথো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহুং”তি ।

১৫। এবং বুদ্ধে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্‌পভবা”তি
গাথং আহ। পরিব্রাজকো পঠমদ্বয়মেব সুদ্বা সহস্‌স-
নয়সম্পন্নে সোতাপত্তি ফলে পতিট্‌ঠহি, ইতরং পদদ্বয়ং
সোতাপন্নকালে নিট্‌ঠাপেসি। সোপি সোতাপন্নো হুদ্বা
উপরিবিসেসে অম্পবত্তন্তে “ভবিস্‌সতি এথ কারণং”তি
সল্লক্‌খেদ্বা থেরং আহ—“ভন্তে, মা উপরি ধম্মদেসনং
বড্‌ঢ়িয়িথ, এত্তকমেব হোতু, কুহিং অম্‌হাকং সথা
বসতী”তি ?

“বেল্লবনে আব্দসো”তি ।

“তেন হি ভন্তে, তুম্‌হে প্দুরতো য়াথ, ময়্‌হং একো সহায়কো

*

*

*

অম্প কিংবা বহু ভাষণ করুন, আমাকে অথই বলুন,

আমার অর্থেরই প্রয়োজন। বহু ব্যঞ্জন কি করিবে ?

১৪। তিনি ইহা বলিলে শ্রবির “যে ধম্ম হেতুপ্‌পভব” ইত্যাদি গাথা
কহিলেন। পরিব্রাজক প্রথম পদদ্বয় শ্রুনিয়া সহস্র ন্যায় সম্পন্ন স্রোতাপত্তি
ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অপর পদদ্বয় তাঁহার স্রোতাপত্তি কালে সমাপ্ত
হইল। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-ফলাদির অপ্ৰাপ্তে চিন্তা
করিলেন—“ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া শ্রবিরকে কহিলেন
—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধম্মদেশনা বাড়াইবেন না; আমাদের
শাস্তা কোথায় বাস করেন ?”

“বেল্লবনে আব্দস।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন বন্ধু আছেন,

অথি, অম্‌হেহি চ অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং কতিকা কতা—যো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সো আরোচেতু”তি ; অহং তং পটিঞ্‌ঞং মোচেত্বা মম সহায়কং গহেত্বা তুম্‌হাকং গতমগ্‌-গেনেব সথদুসন্তিকং আগমিস্সামী”তি পণ্ডপতিট্‌ঠিতেন থেরস্স পাদেসদু নিপতিত্বা তিক্‌খত্তুং পদকথিণং কত্বা থেরং উয়োজেত্বা পরিষ্বাজকারামাভিমুখো অগমাসি ।

১৬। কোলিতপরিষ্বাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তং দিম্বা “অজ্জ ময়্‌হং সহায়কস্স মুখবল্লো ন অঞ্‌ঞদিবসেসদু বিয়, অন্ধা নেন অমতং অধিগতং ভবিস্সতী”তি অমতা-ধিগমং পদুচ্ছি । সো পিস্স “আমাবদুসো অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিফলে পতিট্‌ঠহিত্বা আহ—“কুহিং কির সস্ম অম্‌হাকং সথা বসতী”তি ? “বেল্লবনে কির সস্ম, এবং নো আচারিয়েন অস্সজিথেৱেন কথিতং”তি ।

*

*

*

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—“যে প্রথমে অমৃত পায় সে অপরকে বলিবে ।” আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া আপনার গমন পথেই শাস্ত্রার নিকট আসিব ।” ইহা বলিয়া স্থবিরের পাদমূলে নিপতিত হওত পণ্ডাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন ।

১৬। কোলিত পরিষ্বাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অন্য দিবসের ন্যায় নহে, নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “হাঁ আবদুস, অমৃত পাইয়াছি ।” বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সেক্ষ সন্ধে কোলিত স্নোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের শাস্ত্রা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেল্লবনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য অশ্বজিৎ স্থবির এরূপ কহিলেন ।”

“তেন হি সম্ম আয়াম সথারং পস্‌সিস্সামা”তি ।

১৭। সারিপপুত্তথেরো চ নামেস সদাপি আচারিয়-
পূজকোব, তস্মা সহায়কং এবমাহ—“সম্ম, অম্‌হেহি
অমতং অধিগতং অম্‌হাকং আচারিয়স্স সঞ্জয়পরিব্রাজকস্স-
সাপি কথেস্সাম বুদ্ধামানো পটিবিব্বিস্সসতি, অপটি-
বিব্বন্তো আম্‌হাকং সম্‌দহিত্বা সথদুসন্তিকে গমিস্সতি,
বুদ্ধানং দেসনং সদ্বা মগ্‌গফলপটিবেধং করিস্সতী”তি ।
ততো হেপি জনা সঞ্জয়স্স সন্তিকং অগমংসু । সঞ্জয়ো তে
দিম্বাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমগ্‌গদেসকো
লক্কো ?” তি পদুচ্ছি ।

“আম আচারিয়, লক্কো । বুদ্ধো লোকে উপ্পনো, ধম্মো
উপ্পনো, সম্ভো উপ্পনো, তুম্‌হে তুচ্ছে অসারে বিচরথ,
এস সথদুসন্তিকং গমিস্সামা”তি ।

“গচ্ছথ তুম্‌হে অহং ন সক্‌খিস্সামী”তি ।

*

*

*

“তাহা হইলে সৌম্য, চল যাই, শাস্ত্রকে দেখিগে ।”

১৭। এই সারিপপুত্র স্থবির সর্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই জন্য
বন্ধুকে এরূপ কহিলেন—“সৌম্য, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য
সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুদ্ধাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ।
না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার নিকট যাইবেন । বুদ্ধের
দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঞ্জয়ের
নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হাঁ আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম উৎপন্ন
হইয়াছেন, সম্ভ উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ;
আসুন, শাস্ত্রার নিকট যাই ।”

তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”

“কিং কারণ”তি ?

“অহং মহাজনস্স আচারিয়ো হুত্তা বিচরিং, তস্স মে
অন্তেবাসি ভাবো চাটিয়া উদগ্গনভাবস্পত্তি বিয় হোতি,
ন সন্ধিস্সামহং অন্তেবাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচারিয়া”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুম্হে নাহং সন্ধিস্সামী”তি ।

“আচারিয়, লোকে বুদ্ধস্স উপ্পল্লকালতো পট্ঠায়
মহাজনো গন্ধমালাদিহত্তো গত্ত্বা তমেব পুজেস্সতি,
ময়্যম্প তথেব গমিস্সাম তুম্হে কিং করিস্সথা” তি ?

“তাতা, কিন্নুথে ইমস্মিং লোকে দন্ধা বহু উবাহু
পণ্ডিতা”তি ?

“দন্ধা আচারিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব
হোস্তু”তি ।

“তেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগস্স গাতমস্স

*

*

*

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্য্য হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার
শিষ্য হইতে যাওয়া জালার হাঁড়িকুঁড়ি হওয়ার ন্যায় হয় । আমি শিষ্য ভাবে
থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্য্য, এরূপ করিবেন না ।”

“থাক ! থাক ! বাছারা ! তোমরা যাও, আমি পারিব না ।”

“আচার্য্য, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে
ষাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে ষাইব, আপনি কি
করিবেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্খ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্য্য, মূর্খই অধিক, পণ্ডিত কয়েকজন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেরা—পণ্ডিত-শ্রমণ গৌতমের নিকট ষাইবে ; মূর্খেরা—মূর্খ

খীনমিদ্ধং বিনোদেহা তথাগতেন দিনং ধাতুকস্মট্টানং
সদৃগন্তোব উপরি মগ্গন্তয়িকিচ্ছং নিট্টাপেহা সাবক-
পারমীঞাণস্স মথকং পত্তো ।

২২। সারিপপ্তথেরোপি পব্জিত্তিদবসতো অন্ধমাসং
অতিক্রমিহা সখারা সন্ধিং তমেব রাজগহং উপনিস্সায়
সদৃকরখতলেনে বিহরন্তো অন্তনো ভাগিনেয়্যস্স দীঘনখ
পরিষ্বাজকস্স বেদনাপরিগ্গহস্সত্তন্তে দেসিয়মানে
সদৃন্তান্দসারেন এণাং পেসেহা পরস্স বড্টিতং ভত্তং
ভুঞ্জন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণস্স মথকং পত্তো । নন্দ
চায়স্সা মহাপপ্পেহা ? অথ কস্সা মহামোগ্গল্লানতো
চিরতরেন সাবকপারমী এণাং পাপদুর্গীতি ? পরিকস্স-
মহন্ততায় ।

২৩। যথা হি দৃগ্গতমন্দস্সা যথ কথচি গন্তুকামা
খিম্পমেব নিক্খমন্তি, রাজদ্বনং পন হিথিবাহনকম্পনাদি ।

*

*

*

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু-কস্মস্থান শূন্যিতে শূন্যিতেই উদ্ধতন মার্গগ্রয়
কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২। সারিপপ্ত স্থবির প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অন্ধমাস অতিক্রম
করিয়া শাস্তার সহিত সেই রাজগৃহের উপনিশ্রয়ে শূকরক্ষত লেনে যখন
বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীঘনখ পরিষ্বাজকে “বেদনা-
পরিগ্রহ সত্ত্ব” দেশনা করিবার সময় সদৃশান্দমায়ী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের
জন্য বাড়ান-ভাত খাওয়ার ন্যায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।
আয়ুস্মান সারিপপ্ত না মহাপ্রাজ্ঞ ? তবে কেন মহামৌল্যায়ণ হইতে
দীঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকস্ম
মহন্তহেতু ।

২৩। যেমন দৃগত মনুষ্যেরা কোথাও যাইতে হইলে শীঘ্র বাহির
হয়, রাজাকে কিম্ব হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন

মহন্তং পরিকম্মং লঙ্কদ্বংবট্টতীতি, এবং সম্পদমিদং বোদিত-
ব্বং । তং দিবসমেব পন সথা বড্‌টমানকচ্ছায়ায় বেগ্‌দ্বনে
সাবক সন্নিপাতং কহ্মা দ্বিন্নং থেরানং অগ্গসাবকট্‌ঠানং দহ্মা
পাতিমোক্‌খং উদ্‌দিসি । ভিক্‌খু উদ্‌ঘাষিৎসু—“সথা
মুখোলোকেনে ভিক্‌খং দেতি, অগ্গসাবকট্‌ঠানং দেন্তেন
নাম পঠমং পব্‌বজিতানং পণ্ডবগিগ্‌য়ানং দাতুং বট্‌তি, এতে
অনোলোকেন্তেন যসথের পমুখানং পণ্ডপল্লাসায় ভিক্‌খুং
দাতুং বট্‌তি, এতে অনোলোকেন্তেন যসথেরপমুখানং পণ্ড-
পল্লাসায় ভিক্‌খুং দাতুং বট্‌তি, এতে অনোলোকেন্তেন
ভদ্‌দবগিগ্‌য়ানং, এতে অনোলোকেন্তেন উরুবেল কস্‌সপা-
দীং তেভাতিকানং দাতুং বট্‌তি ; এত্তকে পহায় সব্বপচ্ছা
পব্‌বজিতানং অগ্গসাবকট্‌ঠানং দেন্তেন মুখং ওলোকেহ্মা
দিন্নং”তি বদিৎসু । সথা “কিং কথেথ ভিক্‌খবে”তি
পুচ্ছিহ্মা ইদং নামাতি বদন্তে “নাহং ভিক্‌খবে, মুখং
ওলোকেহ্মা ভিক্‌খং দেমি, এতেসং পন অন্তনা অন্তনা

*

*

*

করিতে হয়, ইহা তদ্রূপ জানিতে হইবে । শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে
বেগ্‌দ্বনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া
প্রাতিমোক্‌ক্ষ উদ্দেশ্য করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাঘৃষ্য করিতে লাগিলেন—
“শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পণ্ড-
বগ্নীরে আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয়
বিবেচনা না করিলে যশস্থবির প্রমুখ পণ্ডাঙ্গ জন ভিক্ষুকে দিতে হয়,
তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্‌দবগ্নীদের, তাঁহাদিগকে না করিলে
উরুবেলা কশ্যপ প্রমুখ ভ্রাতৃগণকে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সম্বশেষ
প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে
হয় ।” শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা
তাঁহাদের অনুরোধের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি
মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

পাখিত পাখিতমেব দেমি । অঞ্‌ঞাকোন্ডঞ্‌ঞো হি
এক্স্মিং সস্‌সে নববারে অগ্‌গসস্‌সদানানি দেন্তো ন
অগ্‌গসাবকট্‌ঠানং পথেহ্বা অদাসি, অগ্‌গধম্মং পন অরহন্তং
সব্বপঠমং পটিবিম্বিতুং পথেহ্বা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুদগিস্‌সথ ভিক্‌খবে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

২৪। ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্‌খবে, ইতো
একনবদতিকম্পে, বিপস্‌সী ভগবা লোকে উদপাদি তদা
মহাকালো চুলকালোতি হে ভাতিকা কুটুন্সিকা মহন্তং
সালিক্‌খেত্তং বপাপেসদুং । অথেকদিবসং চুলকালো
সালিক্‌খেত্তং গন্ত্বা একং সালিগন্তং ফালেহ্বা খাদি, তং
অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুদুস্‌স ভিক্‌খুসম্মস্‌স

*

*

*

দিয়াছি । অহঁৎ কোন্ডন্য এক ফসলের সময় নরবার অগ্রসথ্য দান দিবার
সময় অগ্রগ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধম্ম অহঁত্ব সর্বপ্রথম
বুদ্ধিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“শুদগিবে ভিক্‌কগণ ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

২৪। ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—“হে ভিক্‌কগণ,
এখন হইতে একানন্দই কল্পে বিপস্‌সী ভগবান সংসারে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই
কুটুন্সিক মহা এক ধান্যক্ষেত্রে বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল
ধান্যক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান-থোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্‌কসংঘকে

সালিগব্ধদানং দাতুকামো হৃদ্বা জেট্ঠকভাতিকং উপসং-
কমিহা “ভাতিক, সালিগব্ধং ফালেহা বুদ্ধানং অনুদ্ধবিবং
কহা পচাপেহা দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগব্ধং ফালেহা দানং নাম নেব
অতীতে ভূতপদুবং, ন অনাগতে ভবিস্‌সতি, মা সস্‌সং
নাসয়ী”তি। সো পদুন্পদুনং যাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং দে কোট্ঠাসে
কহা মম কোট্ঠাসং অনামসিহা অন্তনো খেত্তকোট্ঠাসে যং
ইচ্ছসি তং করোহী”তি আহ। সো “সাধু”তি খেত্তং
বিভজিহা বহু মনুস্‌স হত্থকম্মং যাচিহা সালিগব্ধং
ফালেহা নিরুদকে খীরে পচাপেহা সপি় মধুসক্‌খরাহি
ষোজেহা বুদ্ধপমুখস্‌স ভিক্‌খু সঙ্ঘস্‌স দানং দহা
ভত্তকিচপরিয়োসানে “ইদং ভন্তে, মম অগ্গদানং অগ্গ-

*

*

*

ধান-থোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল—“দাদা ধান-
থোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই; ধান-থোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ কখনও দেয়
নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিও না।” সে বারবার দাদার
মত চাহিল।

২৫। দাদা শেষকালে বলিল—“তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না ছুইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর
ডাকিয়া আনিয়া ধান-থোর চিরিয়া জলছাড়া শুদ্ধ দুধ দিয়া পাক
করাইল। তাহাতে ঘৃত, মধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর ভিক্ষুসংঘকে
দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা করিল—
“ভন্তে, আমার এই অগ্নিদান আমার অগ্নধর্ম সর্বপ্রথম জ্ঞাত হইবার

ধম্মস্স সৰ্ব্বপঠমং পটিবৈধায় সংবত্তত্”তি আহ ।

২৬ । সখা “এবং হোত্”তি অনুমোদনং অকাসি ।
সো পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেন্তো সকলক্খেত্তে কল্লিক-
বদ্ধোহি বিয় সালিসীসোহি সঙ্কল্লং দিম্বা পণ্ডবিধপীতিং
পটিলভিত্বা “লাভা বত মেতি” চিন্তেত্বা প্ৰথদুককালে
প্ৰথদুকগং নাম অদাসি, গাম্বাসীহি সন্ধিং অগ্গসস্স-
দানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গং, বেণিকরণে বেণগং,
কলাপাদীসু কলাপগং, খলগং, খলভণ্ডগং, কোট্ঠ-
গংগন্তি এবং একসস্সে নব্বারে অগ্গদানং অদাসি ।
তস্স সম্ব্বারে গহিত গহিতট্ঠানং পরিপদরি । সস্সং
অতিরেকং উট্ঠানসম্পন্নং অহোসি । ধম্মোহি নামেস
অন্তানং রক্খতি । তেনাহ ভগবা—

*

*

*

কারণ হউক ।

২৬ । শাস্তা—“এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন পরে
সে ক্ষেত্রে গিয়া দেখে কুণ্ডলী কৃত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত ছাইয়া
বাহির হইয়াছে । তাহা দেখিয়া পণ্ড প্রীতি * লাভ করিয়া চিন্তা
করিল—“অহো, আমার কি লাভ !” সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা
করিয়া প্ৰথদুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে প্ৰথদুকাগ্রদান দিল, গ্রাম-
বাসীদের সঙ্গে নবান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি
বাঁধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, পালা মারিবার সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার
সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া খলভণ্ডাগ্রদান, ও গোলায়
তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান এইরূপে এক ফসলে নয়বার অগ্রদান
দিয়াছিল । প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল ।
শস্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল । ধম্মকে যে রক্ষা করে ধম্ম তাহাকে
রক্ষা করে । তজ্জন্য ভগবান বলিয়াছেন—

* ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্ধোত্তলিকা ও স্ফূরণাপ্রীতি ।

“ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং,
 ধম্মো সদ্দচিল্লো সদ্ধম্মাবহাতি,
 এসানিসংসো ধম্মে সদ্দচিল্লো,
 ন দদুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী”তি ।”

২৭। এবমেস বিপস্সী সম্মাসম্বুদ্ধকালে অগ্গধম্মং পঠমং পটিবিজ্জাতুং পথেন্তো নববারে অগ্গদানানি অদাসি । ইতো সতসহস্সকম্পমথকে পন হংসবতী নগরে পদমুত্তর বুদ্ধকালেপি সত্তাহং মহাদানং দত্ত্বা তস্স ভগবতো পাদমূলে নিপজ্জিত্বা অগ্গধম্মস্স পঠমং পটিবিজ্জনথমেব পথনং ঠপেসি । ইতি ইমিনা পথিতমেব ময়া দিৎতং, নাহং মুত্তং ওলোকেত্ত্বা দম্মী”তি ।

২৮। “যসকুলপদুত্তপমুত্তা পণ্ডপঞ্ঞাসজনা কিং কম্মং করিৎসু ভন্তে”তি ?

*

*

*

ধম্ম একান্তই ধম্মচারীকে রক্ষা করে, সদ্-আচারিত ধম্ম সদ্ধম্ম আহরণ করে । ধম্ম সদ্-আচারিত হইলে এই পুরস্কার [লাভ হয়] ; ধম্মচারী কখনও দদুগ্গতিতে গমন করেন না ।

২৭। এরূপে সে বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে অগ্গধম্ম প্রথম বুদ্ধিব্যবহার জন্য প্রার্থনা করিয়া নয়বার অগ্গদান দিয়াছিল । এখন হইতে শত-সহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পদমুত্তর বুদ্ধের সময়ও সত্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্গধম্ম প্রথম বুদ্ধিব্যবহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল । কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুত্ত দেখিয়া দিই নাই ।”

২৮। “যশ প্রমুত্ত পণ্ডান্ন জন ভিক্ষু কি কম্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে অরহত্তং পথেন্তা
বহুং পুণ্ড্রকস্সং কস্সা অপরভাগে অনুপপ্পে বুদ্ধে
সহায়কা হুত্তা বগ্গবন্ধনেন পুণ্ড্রকানি করোন্তা অনাথ-
মতসরীরানি পটিজ্জগগন্তা বিচারিৎসু। তে একদিবসং
সগব্ভং ইথিং কালকতংদিম্বা “ঝাপেস্সামা”তি স্সানং
হরিৎসু। এতেসু পণ্ডজনে “তুম্হে ঝাপেথা”তি স্সানে
ঠপেত্বা সেসা গামং পবিট্ঠা যসদারকো তং সরীরং সুলেহি
বিম্বিত্বা পরিবত্তেত্বা, পরিবত্তেত্বা ঝাপেত্তা অসুভসএংএং
পটিলিভি। ইতরেসম্পি চতুন্নং জনানং “পস্সথ ভো ইমং
সরীরং তথ তথ বিদ্ধন্তচস্সং কবরগোরুপং বিয় অসুচিৎ
দুগ্গন্ধং পটিক্কুলং”তি দস্সেসি। তেপি তথ অসুভ-
সএংএং পটিলিভিৎসু তে পণ্ডপি জনা গামং গন্ত্বা সেস
সহায়কানং কথয়িৎসু। যসো পন দারকো গেহং গন্ত্বা।

*

*

*

“তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কৰ্ম্ম
করিয়াছিল! এক সময়ে বুদ্ধোৎপত্তির পুৰুষে সকলে বন্ধু হইয়া জন্মিয়া
ছিল এবং তাহারা দল বাঁধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে
লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গৰ্ভিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে
দেখিয়া দাহ করিবার জন্য শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্য শ্মশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া
গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শুলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উল্টাইয়া
পাল্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অশুভ সংজ্ঞা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও
সে “দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধবস্ত চৰ্ম্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র
গরুর ন্যায় হইয়াছে; দেখ, কি দুগন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল”
ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অশাভ সংজ্ঞা লাভ করিল।
তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্যান্য বন্ধুগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃনৃণ্ড ভরিয়ায় চ কথেসি। তে সৰ্বেপি
অসদভং ভাবয়িস্ৱ ইদমেতেসং পদ্বকস্মং। তেনেব ষসস্ৱ
ইথাগারে সদসানসঞ্ৱা উপ্পজ্জি। তায় চ উপনিস্ৱয়
সম্পত্তিয়া সৰ্বেসং বিসেসাধিগমো নিস্বাস্তি। এবং ইমেপি
অন্তনা পথিতমেব লভিস্ৱ, নাহং মদুখং ওলোকেস্বা
দস্মী”তি।

২৯। “ভদ্রবর্গীয় সহায়কা পন কিং কস্মং করিস্ৱ
ভন্তে”তি ?

“এতৌপি পদ্ববদ্বানং সন্তিকে অরহন্তং পথেস্বা পদ্ব-
ঞানি কস্বা অপরাভাগে অনদপন্থে বদ্বো তিস্ৱদন্তা হদ্বা
তুন্ডিলোবাদং সদ্বা সট্ঠিবস্ৱ সহস্ৱমানি পণ্ডসীলানী
রক্খিস্ৱ। এবং ইমেপি অন্তনা পথিতমেব লভিস্ৱ,
নাহং মদুখং ওলোকেস্বা দস্মী”তি।

৩০। “উরুবেলকস্ৱপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিস্ৱ”তি ?

*

*

*

পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে বলিল। তাহারা সকলেই অশ্রুভ ভাবনা ভাবিয়া-
ছিল। এই হইল তাহাদের পদ্বকস্ম। সেই জন্য স্ত্রী-আগারে যশের
শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল। সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তির বলে সকলের অরহন্ত লাভ
হইয়াছে। এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ করিয়াছে, আমি
মদুখ দেখিয়া দিই নাই।

২৯। “ভদ্রবর্গীয় বন্ধুরা কি কস্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পদ্ব বদ্বগণের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া পদ্ব্য কস্ম
করিয়াছিল ; পরে এক সময় বদ্বোৎপত্তির পদ্বর্ষে ত্রিশজন ধূর্ত (পাশা
খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুন্ডিল মদ্বনির উপদেশ শ্রুতিয়া ষাটি
হাজার বৎসর পণ্ডশীল রক্ষা করিয়াছিল। কাজেই ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত
বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মদুখ দেখিয়া দিই নাই।”

৩০। “উরুবেল কস্যপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তোঁপ অরহত্তমেব পথেহা পদুঞ্ঞানি করিংসু । ইতো
 হি হে নবদুতিকম্পে তিস্সো ফুস্সোতি হে বুদ্ধা উম্প-
 জ্জিংসু ফুস্স বুদ্ধস্স মহিন্দো নাম রাজা পিতা
 অহোসি । তস্মি পন সম্বোধি পত্তে রঞ্ঞো কণিট্ঠপদত্তো
 অগ্গসাবকো, পুরোহিতপদত্তো দুত্তিয়সাবকো অহোসি ।
 রাজা সখদুসন্তিকং গন্ত্বা “জ়েট্ঠপদত্তো মে বুদ্ধো, কণিট্ঠ
 পদত্তো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপদত্তো দুত্তিয়সাবকো”তি
 তে ওলোকেহা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব
 সঙ্ঘো”তি “নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধ-
 স্সা”তি তিক্খত্তুং উদানং উদানেহা সখদুপাদমুলে
 নিপজ্জিহা “ভন্তে, ইদানি মে নবদুত্তিবস্সসহস্স পরি-
 মাণস্স আয়ুনো কোটিয়ং নিসীদিহা নিদ্দায়নকালো বিয় ;
 অঞ্ঞেংসং গেহদ্বারং অগন্ত্বা ষাবাহং জীবামি তাব মে

*

*

*

“তাহারাও অরহত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল । এখন
 হইতে বিরানন্দই কম্প পুর্বে তিষ্য ও ফুস্য নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়া-
 ছিলেন । ফুস্য বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা । তিনি সম্বোধি
 প্রাপ্ত হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্রপ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল
 দ্বিতীয় প্রাবক । রাজা শাস্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—“আমার জ্যেষ্ঠ
 পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রপ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় প্রাবক” ; এই চিন্তা
 করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধম্ম আমারই, সংঘ
 আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান ম্বরে “সেই ভগবান অরহৎ
 সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—“ভস্তু এখন
 আমার নন্দই হাজার বৎসর আয়ু কালের প্রাপ্ত সীমায় বসিয়া নিদ্রা যাওয়ার
 সময়ের মতই হইয়াছে ; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন অন্যের
 গৃহ ধ্বংস না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি

চত্তারো পচ্চয়ে অধিবাসেথা”তি পটিঞ্‌ঞং গহেত্বা নিবন্ধং বুদ্ধপট্টানং কেরোতি ।

৩১। রঞ্‌ঞো পন অপরেপি তয়ো পদ্ভা অহেসদ্দং তেসদ্দ জেট্‌ঠস্‌স পণ্নয়োধসতানি পরিবারা, মন্ডিমস্‌স তীনি,কণিট্‌ঠস্‌স দ্বে তে “ময়স্পি ভাতিকং ভোজেস্‌সাম্মা”তি পিতরং ওকাসং যাচিহ্বা অলভমানা পদ্দনপদ্দনং যাচন্তাপি অলভিহ্বা পচ্চন্তে কুপিতে তস্‌স ব্দপসমনথায় পেসিতা পচ্চন্তং ব্দপসমেত্বা পিতুসন্তিকং আগমিসদ্দ । অথ তে পিতা আলিঙ্গিহ্বা সীসে চুম্বিহ্বা “বরং বো তাতা ! দম্মী”তি আহ । তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কহ্বা পদ্দনকতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণ্‌হথ তাতা, বরং”তি ব্দত্ত— “দেব, অম্‌হাকং অঞ্‌ঞেন কেনচি অথো নথি, ইতো

*

*

*

প্রত্যয়ের ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন । বুদ্ধ রাজি হইলে তিনি নিতাই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন ।

৩১। রাজার আরও তিন ছেলে ছিল । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া সোদ্রা পরিজন ছিল । তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাদাকে ভোজন করাইবে । পিতার নিকট গিয়া অনুরোধ চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না । বারবার চাহিয়াও পাইল না । এমন সময় সীমাস্ত প্রদেশে অশান্তি হইল ; শান্তি স্থাপনের জন্য তাহারা প্রেরিত হইল । সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল । পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুম্বন করিয়া বলিলেন— “বৎসগণ তোমাদের বর দিব ।” তাহারা “সাধু দেব” বলিয়া বর নিতে রাজি হইল । আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলেদের বলিলেন— “বাবা বর নাও ।”

তাহারা বলিল— “দেব আমাদের অন্য কিছুত দরকার নাই, এই হইতে

পট্ঠায় ময়্যং ভাতিকং ভোজেস্সাম, ইয়ং নো বরং দেহী”তি আহংসু ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

“নিচ্চকালং অদন্তা সন্তসংবচ্ছরানি দেখা”তি ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

“তেনহি ছ, পণ্ড, চত্তারি, তীণ, দ্বৈ একং সংবচ্ছরং, সন্ত মাসে, ছমাসে, পণ্ড মাসে, চত্তারো মাসে, তয়ো মাসে দেখা”তি ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

‘হোতু দেব, একেকস্স নো একেকং মাসং কহ্বা তয়োমাসে দেখা”তি ।

“সাধু তাতা, তেনহি তয়ো মাসে ভোজেস্সা”তি ।

৩২ । তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্ঠাগারিকো, একো আয়ুত্তকো, তস্স দ্বাদস নহুতং পুৱিসপরিবারো । তে তে

*

*

*

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব আমরাদিগকে বর দিন ।”

“না বাবা, তাহা দিব না ।”

“বরাবরের জন্য না দেন ত সাত বছরের জন্য দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।”

“তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর ; সাতমাস, ছয়মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্য দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।

“তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন মাস দিন ।”

“আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও ।”

৩২ । তাহাদের তিন জনেরই এক ভাণ্ডাগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ এবং দ্বাদশ অশ্বত পরিষদ । তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

পক্কোসাপেত্বা “ময়ং ইমং তেমাসং দসসীলানি গহেত্বা
কাসায়ানি নিবাসেত্বা সথারা সহবাসং বসিস্সাম । তুম্হে
এত্তকং নাম দানবট্টং গহেত্বা দেবসিকং নবুত্তি সহস্সানং
ভিক্খুনং ষোধসহস্সস্স চ নো সম্বং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং
সংবত্তেয়াথ । ময়ং হি ইতো পট্ঠায় ন কিঞ্চি বক্খামা”-
তি বদিংসু । তে তয়োপি জনা পরিবারক পুৱিস
সহস্সং গহেত্বা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবথা বিহারে
য়েব বসিংসু ।

৩৩ । কোট্ঠাগারিকো চ আয়ুৱকতো চ এতকো হুত্বা তিল্লং
ভাতিকানং কোট্ঠাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেত্বা
দানং দেন্তি । কস্মকরানং পন পুত্তা যাগদুভত্তাদীনং পন
অথায় রোদন্তি, তে তেসং ভিক্খুসঙ্ঘে অনাগতেয়েব
যাগদুভত্তাদীন দেন্তি । ভিক্খুসঙ্ঘস্স ভত্তিকিচ্চাবসানে
কিঞ্চি অতিরেকং ন ভুতপুৱং । তে অপরভাগে “দারকানং
দেমা”তি অন্তনাপি গহেত্বা খাদিংসু ।

*

*

*

“আমরা এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কাষায় বস্ত্র পরিয়া শান্তার সঙ্গে থাকিব ।
তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নম্বই হাজার ভিক্ষুর ও হাজার ষোদ্ধার
খাদ্য-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর । আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না ।”
তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ করিয়া, কাষায়-
বস্ত্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল ।

৩৩ । ভাণ্ডারাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার
হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল । কাষ্য কারকদের
ছেলেরা যাগদু-ভাতাদির জন্য রোদন করিত ; তাহারা ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই
তাহাদের খাওয়াইয়া দিত । ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই
খািকিত না । পরে পরে তাহারা ছেলেদের দিতে গিয়া নিজেরা নিয়া খাইতে

মনদ্বাণ্ডা আহারং দিম্বা অধিবাসেতুং নাসক্খিংসু । তে
পন চতুরাসীতি সহস্সা অহেসুং । তে সঙ্ঘস্স দিন্ন-
দানবট্টং খাদিহ্বা কায়স্স ভেদা পরম্মরগা পেত্তিবিষয়ে
নিব্বাতিংসু ।

৩৪। তেভাতিকা পন পুৱিসসহস্সেন সন্ধিং কালং
কহ্বা দেবলোকে নিব্বাতিহ্বা দেবলোকা দেবলোকং
সংসরন্তা হে নব্বুতি কপ্পে থেপেসুং । এবং তে তয়ো
ভাতরো অরহত্তং পথেন্তা তদা কল্যাণ কম্মং করিংসু ।
তে অন্তনা পথিতমেব লভিৎসু নাহং মুখং ওলোকেহ্বা
দম্মী”তি । তদা পন তেসং আয়ুত্তকো বিম্বিসারো
অহোসি, কোট্ঠাগারিকো বিসাখো উপাসকো, তয়ো
রাজকুমারা তয়ো জটিল অহেসং । তেসং কম্মকরা তদা
পেতেসু নিব্বাতিহ্বা সুগতি দুগ্গতিবসেন সংসরন্তা
ইম্মি কপ্পে চত্তারি বুদ্ধান্তরানি পেতলোকেয়ব
নিব্বাতিংসু ।

*

*

*

লাগিল । ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহারা
সংখ্যায় চুরাশী হাজার । তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর
পর প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪। তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেব-
লোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চার
করিতে করিতে বিরানম্বই কল্প ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহারা তিন ভাই
অরহস্ত প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কম্ম করিয়াছিল । তাহারা নিজেদের
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন তাহাদের
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন রাজকুমার
ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কৰ্ম্মচারীরা তখন প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া
সুগতি দুগ্গতি অনুসারে সঞ্চার করিয়া এই কপ্পে চারি বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই
উৎপন্ন হইল ।

৩৫। তে ইম্মিং কম্পে সববপঠমং উপ্পন্নং চত্ভালিস-
সহস্সায়দুকং ককুসন্ধং ভগবন্তং উপসংকমিস্সা “অম্‌হাকং
আহারং লভনকালং আচিক্‌খথা”তি পদ্বচ্ছিংসদু।

সোপি—“মম তাব কালে ন লভিস্সথ, মম পচ্ছতো মহা-
পঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরদুল্‌হায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম
উপ্পজ্জিস্সতি, তং পদ্বচ্ছিয়াথা”তি আহ। তে তত্তকং
কালং থেপেহা তস্মিং উপ্পন্নে তং পদ্বচ্ছিংসদু।

সোপিচ—“মম তাব কালে ন লভিস্স, মম পন পচ্ছতো
মহাপঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরদুল্‌হায় কস্সপবুদ্ধো
উপ্পজ্জিস্সতি, তং পদ্বচ্ছিয়াথাতি আহ। তেন বদুত্তকালং
থেপেহা তস্মিং উপ্পন্নে তং পদ্বচ্ছিংসদু।

সোপি—“মম তাবকালে ন লভিস্সথ, মম পন পচ্ছতো
মহাপঠবিয়া যোজনমত্তং অভিরদুল্‌হায় গোতমো নাম বুদ্ধো

*

*

*

৩৫। তাহারা এই কল্পের সম্বৎ প্রথমে উৎপন্ন চত্বিংশ হাজার বছর
আয়দুক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহার
লাভের সময় কবে বলুন।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মবেন,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণাগমন
বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কশ্যপ বুদ্ধ জন্মবেন,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি
উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহা-
পৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন।

উপ্পঞ্জিস্‌সতি । তদা তুম্‌হাকং ঐতাকো বিম্বিসারো
নাম রাজা ভবিস্‌সতি, সো সখদানং দত্ত্বা তুম্‌হাকং পত্তিং
পাপেস্‌সতি, তদা লভিস্‌সথা”তি আহ ।

৩৬ । তেসং একং বুদ্ধান্তরং স্বে দিবস সদিসং অহোসি ।
তে তথাগতে উপ্পন্নে বিম্বিসাররঞ্‌ঞা পঠমদিবসং দানে
দিন্বে পত্তিং অলভিত্বা রত্তিভাগে ভৈরবসন্দং কত্ত্বা রঞ্‌ঞা
অত্তানং দস্‌সয়িসু । সো পদুদিবসে বেল্লবনং আগন্হ্বা
তথাগতস্‌স তং পবত্তিং অরোচেসি । সথা—“মহারাজ !
ইতো দেনবদ্বিতিকপ্পমথকে ফুস্‌সবুদ্ধকালে এতে তব
ঐতাকা । ভিক্‌খু সংঘস্‌স দিন্ন দানবট্টং খাদিত্বা
পেতলোকে নিব্বত্তিত্বা সংসরন্তা ককুসন্ধ্যাদয়ো বুদ্ধে
পদুচ্ছিত্বা তেহি ইদণ্ণদণ্ড বদন্তা এত্তকং কালং তব দানং
পচ্চাসিংসমানা হীয়া তয়া দানে দিন্বে পত্তিং অলভমানা
এরমকংসু”তি আহ ।

*

*

*

তখন তোমাদের জ্ঞাতি বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন ; তিনি শাস্তাকে দান
দিয়া পদুগ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন । তখন তোমরা আহাৰ পাইবে ।

৩৬ । এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের নয় হইল ।
তথাগত উপ্পন্ন হইলে বিম্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,
সেই দিন পদুগ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাত্তিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া
নিজেকে রাজার নয়ন গোচর করাইল । তিনি পরদিবস বেগুবনে আসিয়া
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন । শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন
হইতে বিরানন্দই কল্প পদুর্ষে ফুস্‌সবুদ্ধকালে ইহারা আপনার জ্ঞাতি ছিল ।
ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উপ্পন্ন হইয়াছে ।
সেখানে সঞ্চার করিতে করিতে ককুসন্ধ্যাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
তাহাদের মুখে এরূপ এরূপ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশায়
ছিল । গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পদুগ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ায়
এইরূপ করিয়াছে ।

“কি পন ভন্তে, ইদানিপি দিনে লভিস্সন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপম্মুখং ভিক্ষুসংঘং নিমন্তেহা পুন
দিবসে মহাদানং দত্ত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিব্বন্ন-
পানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিৎ অদাসি । তেসং তথেব
নিব্বত্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দস্সেসুং ।
রাজা—“অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দস্সেসুং”তি
পদ্বিচ্ছ ।

“বথানি তে ন দিন্নানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপম্মুখস্স সঙ্ঘস্স চীৱরানি দত্ত্বা “ইতো
তেসং দিব্ববথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং খণ-
ঞেঞেব তেসং দিব্ববথানি উম্পজ্জিৎসু । পেতত্তভাবং

*

*

*

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হাঁ মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান
দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয়
প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ
হইল । পরদিবস তাহারা নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল ।
রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ নগ্ন হইয়া দেখা
দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে চীৱর
দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক” এই বলিয়া
পুণ্য প্রদান করিল । সেইক্ষণেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উপন্ন হইল । তাহারা
প্রেতাৱ্ভাব ত্যাগ করিয়া দিব্যাৱ্ভাবে সংস্থিত হইল । শাস্তা পুণ্যানুমোদন

বিজিহ্বা দিব্‌বত্তভাবে সঁঠিহংসু। সথা অনুদমোদনং
করোন্তো “তিরোকুড্‌টেসু তিট্‌ঠন্তী”তি আদিনা তিরো-
কুড্‌টানুদমোদনং অকাসি। অনুদমোদনাবসানে চতুরা-
সীতিয়া পাণসহস্‌সানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি। ইতি
সথা তেভাতিকজ্জিটিলানং বথুং কথেহ্বা ইম্মপি ধম্মদেসনং
আহরি।

৩৮। “অগ্‌গসাবকা পন ভন্তে, কিং করিৎসু”তি ?

অগ্‌গসাবকভাবায় পথনং করিৎসু। ইতো কম্পসতসহ-
স্‌সাধিকস্‌স হি কম্পানং অসংখ্যেস্‌স মথকে সারিপদত্তো
ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে নিব্বত্তি। নামেন সরদমানবো নাম
অহোসি। মোগ্‌গল্লানো গহপতি মহাসারকুলে নিব্বত্তি।
নামেন সিরিবড্‌ট কুটুম্বিকো নাম অহোসি। তে উভোপি
সহপৎসুকীলায় সহায়কা অহেসুং। তেসু সরদমানবো
পিতু অচ্চয়েন কুলসন্তকং মহাধনং পটিপজ্জিহ্বা একদিবসং

*

*

*

করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তির-
কুড্‌ট’ সূত্র কহিয়া অনুদমোদন করিলেন। অনুদমোদনাবসানে চুরাশী হাজার
প্রাণীর ধম্মাভিসময় হইল। শাস্তা জিটিল ভ্রাতৃগণের কাহিনী কহিয়া এক
ধম্মদেশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন।

৩৮। “ভন্তে অগ্‌গ্রাবকেরা কি করিয়াছিলেন।”

“অগ্‌গ্রাবকস্ত প্রার্থনা করিয়াছিল। এই হইতে লক্ষাধিক এক
অসংখ্য কম্প পূর্ব্বে সারিপদত্ত ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল।
তাহার নাম ছিল শরদ মানব। মৌগল্যায়ন গহপতি মহাশাল কুলে,
উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার নাম শ্রীবদ্ধ কুটুম্বিক। তাহারা দুইজনে খেলাধুলার
সাথী। তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈত্রিক ধনের
অধিকারী হইয়া একদিন নিজ্‌জনে চিন্তা করিতে লাগিল—“আমি

রহোগতো চিস্তেসি—“অহং ইধ লোকত্তভাবমেব জানামি
নো পরলোকত্তভাবং, জাতসত্তানং চ মরণং নাম ধুবং । ময়া
একং পব্বজ্জং পব্বজিহ্বা মোক্খধম্মগবেসনং কাতুং
বট্টতী”তি । সো সহায়কং উপসংকমিহ্বা আহ—“সম্ম
সিরিবড্ঢক, অহং পব্বজিহ্বা মোক্খধম্মং গবেসিস্সামি,
ত্বং ময়া সন্ধিং পব্বজিতুং সাকিথ্স্সিসি ন সাকিথ্স্সসী”তি ?
ন সাকিথ্স্সামি সম্ম, ত্বং য়েব পব্বজ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিস্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো সহায়কে বা
ঞাতিমিত্তে বা গহেহ্বা গতো নাম নথি ; অন্তনা কতং
অন্তনোব হোতী”তি । ততো রতনকোট্ঠাগারং বিবরাপেহ্বা
কপর্ণান্নিক বণিব্বক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পব্বতপাদং
পাবিসিহ্বা ইসিপব্বজ্জং পব্বজি । তস্স একো হে তয়োতি
এবং অনুপব্বজ্জং পব্বজিহ্বা চতুসত্ততিসহস্সমত্তা জটীলা

*

*

*

ইহজন্মের কথা জানি, পর জন্মের কথা জানিনা ; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহাদের মরণ ধ্রুব । কোন রকমের প্রব্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম
অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক,
আমি প্রব্রজ্যা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে প্রব্রজিত
হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না ; তুমিই প্রব্রজিত হও ।”

৩৮ । শরদ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক বা
জ্ঞাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না ; নিজের কৃত কন্মই নিজের হয় ।”
তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিখারীদিগকে বহ্যদান
দিয়া পব্বত পাদমূলে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । অতঃপর একজন
দুইজন করিয়া প্রব্রজ্যা নিয়া চুমান্তর হাজার জটিল হইল । সে পণ্ড

অহেসদং । সো পণ্ড অভিঞ্ণো অট্ট চ সমাপত্তিয়ো
নিব্বত্তেহা তেসং জটিলানং কসিনপরিবক্ষ্য আচিক্খি ।
তে সধে পণ্ড অভিঞ্ণো অট্টসমাপত্তিয়ো নিব্বত্তেসদং ।

৪০। তেন সময়েন অনোমদস্সী নাম বুদ্ধো লোক
উদপাদি । নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা
যসবন্তো নাম খত্তিয়ো, মাতা যসোধরা নাম দেবী, বোধি
অজ্জুনরুদ্ধক্খো, নিসভো চ অনোমো চ হে অগ্গসাবকা,
বরুণো নাম উপট্টাকো, সুন্দরা চ সুমনা চ হে অগ্গ-
সাবিকা, আয়ু বস্সসতসহস্সং অহোসি, সরীরং অট্ট-
পঞ্ণোসহস্সব্বং সরীরপ্পভা দ্বাদসয়োজনং ফরি,
ভিক্কুসতসহস্স পরিবারো অহোসি ।

*

*

*

অভিজ্ঞা : ও অষ্ট সমাপত্তিঃ উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদেয় 'কুৎস্ন পরিকর্মে'
নামক ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিল । তাহারা সকলে পণ্ড অভিজ্ঞা ও অষ্ট
সমাপত্তি লাভ করিল ।

৪০। সেই সময় অনোমদর্শী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার
পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অজ্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম, নিসভ ও অনোম দুই
অগ্রপ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুন্দরা ও সুমনা দুই অগ্রপ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ
ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল ৫৮ হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ যোজন
ক্ষুরিত হইত । শতসহস্র ভিক্ষু তাঁহার পরিজন ছিল ।

১। ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান, দিব্য শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্ব
নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান ও দিব্য চক্ষু জ্ঞান ।

২। রূপাবচর ১ম ধ্যান, ২য় ধ্যান, ৩য় ধ্যান, ৪র্থ ধ্যান এবং আকাশ
অনন্ত, বিজ্ঞান অনন্ত, আকিঞ্চন আয়তন ও না-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন ।
এই রূপা-রূপ অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট-সমাপত্তি বলে ।

৪১। সো একাদিবসং পচ্ছসকালে মহাকরুণা সম্মাপত্তিতো বদুট্টায় লোকং ওলোকেষ্টো সরদ তাপসং দিম্বা “অজ্জ ময্হং সরদতাপসস্ সন্তিকং গতপচ্চয়েন ধম্মদেসনা চ মহতী ভবিস্সতি সো চ অগ্গসাবকট্টানং পথেস্সতি, তস্স সহায়কো সিরিবড্ঢক সেট্ঠিকুট্টম্বিকো দ্বিতীয়সাবকট্টানং পথেস্সতি, দেসনাপরিয়োসানে চস্স পরিবারা চতুসত্তিসহস্স জটিল অরহত্তং পাপদ্বিনস্সন্তি। ময়া তথ গন্তুং বট্টতী”তি। অন্তনো পত্তচীবরং আদায় অণ্ণং কিণ্ণ অনামন্তেহা সীহো বিয় একচরো হুহা সরদতাপসস্স অন্তেবাসিকেস্স ফলাফলথায় গতেস্স “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি অধিট্ঠহিহা পস্সন্তস্সেব সরদতাপসস্স আকাসতো ওত্তরিত্তা পঠবিয়ং পতিট্ঠাসি।

*

*

*

৪১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরুণাসম্মাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া বুদ্ধচক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—“অদ্য আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্ম দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবন্ধক কুটুম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার অনুচর চুয়ত্তর হাজার জটিল অরহত্ত পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে হইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্ৰ-চীবর নিলেন এবং অন্য আর কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের ন্যায় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে দাঁড়াইলেন।

৪২। সরদতাপসো বুদ্ধান্‌ভাবণেব সরীরনিপ্‌ফন্তিণ্ড
 দিম্বা লক্‌খণমন্তে সম্মসিত্বা ইমেহি লক্‌খণেহি সমন্না-
 গতো নাম অগারমজ্জ্বে বসন্তো রাজা হোতি চক্ৰবত্তি,
 পব্‌বজন্তো লোকে বিবত্তুচ্ছন্দো সব্‌বঞ্‌ঞদ্‌ বুদ্ধো হোতি,
 অয়ং পূরিসো নিস্‌সংসয়ং বুদ্ধোতি জানিত্বা পচুগ্‌গমনং
 কত্ত্বা পণ্ডপতিট্‌ঠিতেন বন্দিহা আসনং পঞ্‌ঞাপেহা
 অদাসি। নিসীদি ভগবা পঞ্‌ঞত্তাসনে। সরদ তাপসোপি
 অন্তনো অনুদ্ধবিবকং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি।

৪৩। তস্মিৎ সময়ে চতুসত্ততিসহস্‌সা জটীলা পণীতানি
 পণীতানি ওজবন্তানি ফলাফলানি গহেহা আচারিয়স্‌স
 সন্তিকং সম্পত্তা বুদ্ধানং চেব আচারিয়স্‌স চ নিসিন্নাসনং
 ওলোকেহা আহংসু—“আচারিয় ময়ং ইমস্মিৎ লোকে
 তুম্‌হেহি মহন্ততরো নথীতি বিচরাম, অয়ং পন পূরিসো
 তুম্‌হেহি মহন্ততরো মঞ্‌ঞে”তি।

*

*

*

৪২। শরদ তাপস বুদ্ধান্‌ভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের
 সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ যাঁহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে
 চক্ৰবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া সম্বৰ্জ্জ বুদ্ধ হন,
 এই পূরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্নদগ্‌মন করিল
 এবং পণ্ডাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল। ভগবান তাহার দেওয়া
 আসনে বসিলেন। শরদ তাপসও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক
 পার্শ্বে বসিল।

৪৩। সে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস ওজ-গুণ বিশিষ্ট ফল-মূল
 আহরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বুদ্ধের ও
 আচার্য্যের বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,
 এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপূরুষ আপনার
 চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়।”

“তাতা, কিং বদেথ ? সাপপেন সন্ধিং অট্টসট্ঠিয়ো-জনসতসহস্সদ্বৈধং সিনেরুং সমং কাতুং ইচ্ছথ ? সৰ্ব্বএ-এবুদ্বন্ধেন সন্ধিং মমং উপমং মা করিথ পদুত্তকা”তি ! অথ তে তাপসা “সচায়ং পুৱিসো ইত্তরসত্তো অভাবিস্স ন অম্হাকং আচরিয়ো এবরুপং উপমং আহরিস্সতি, যাব মহা বতায়ং পুৱিসো”তি, সৰ্ব্বেব পাদেসু নিপতিত্বা সিরসা বন্দিংসু ।

৪৪। অথ তে আচরিয়ো আহ—“তাতা, অম্হাকং বুদ্ধানং অনদুচ্ছবিকো দেয়্যধম্মো নথি, সথা চ ভিক্খাচার-বেলায়ং ইধাগতো, ময়ং যথাবলং দেয়্যধম্মং দস্সাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং তং আহরথা”তি । আহরা-পেত্বা হথে ধোবিত্তা সয়ং তথাগতসস্ পত্তে পতিট্ঠাপেসি । সথারা ফলাফলং পটিগ্গহিতমত্তেয়েব দেবতা দিব্বোজ্জ পক্খিপিংসু । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিস্-

*

*

*

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটষটিশত সহস্র যোজন উচ্চ সিনেরুর সঙ্গে সরিষার তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বৎসগণ, সৰ্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা করিও না ।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি মহাপুরুষই হইবেন । তাহারা সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া বন্দনা করিল ।

৪৪। অতঃপর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের যোগ্য আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন, আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল মূল আনিয়াছ, তাহা নিয়া আস ।” তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের পাত্রে রাখিল । শাস্তা ফল-মূল প্রতিগ্ৰহণ করিবা মাত্রই দেবতার দিব্য ওজ প্রক্ষেপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সাবেহা অদাসি। সো ততো ভত্তিকিচ্ছং কহ্বা নিসিন্বে
সথারি সব্বে অন্তেবাসিকে পক্কোসিহ্বা সথুদুসন্তিকে
সারাগীয়কথং কথেন্তো নিসীদি। সথা”হে অগ্গসাবকা
ভিক্খুসংঘেন সন্ধিং আগচ্ছন্তু”তি চিন্তেসি। তে সথু
চিন্তং ঐহ্বা সতসহস্ সখীগাসবপরিবার আগন্ত্বা সথারং
বন্দিহ্বা একমন্তং অট্ঠংসু।

৪৫। ততো সরদতাপসো অন্তেবাসিকে আমন্তেসি—
“তাতা বুদ্ধানং নিসিন্ধাসনম্পি নীচং, সমগসতসহস্ সানম্পি
আসনং নথি, তুম্হেহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসঙ্কারং কাতু
বটুতীতি। পব্বতপাদতো বগ্গগন্ধসম্পন্নানি পুপ্ফানি
আহরথা”তি। কথনকালো পপণ্ডো বিয় হোতি, ইন্ধি-
মতো পন ইন্ধিবিসয়ো অচিন্তেয়্যোতি। মদুহুত্তেনেব
তে তাপসা বগ্গগন্ধসম্পন্নানি পুপ্ফানি আহরিত্বা
বুদ্ধানং যোজনম্পমাণং পুপ্ফাসনং পণ্ডপেপেসুং।

*

*

*

তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট
বসিয়া স্মরণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল। শাস্তা মনে মনে চিন্তা
করিলেন—“অগ্রশ্রাবক দ্বয় ভিক্ষুসংঘ সহ আসনুক।” তাহারা শাস্তার মনোভাব
জানিয়া শতসহস্র স্কীণাসবে পরিবৃত্ত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ
একপাশেব দাঁড়াইল।

৪৬। অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা !
বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার
আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকমের বুদ্ধপূজা করিতে
হইবে। পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস।
বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, ঋদ্ধিমানদের
ঋদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয়। মদুহুত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ
পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিল।

উভিনং অগ্গসাবকানং তিগাব্দুতং, সৈসভিক্খুদনং
অড্ঢয়োজানিকাদিভেদং সঙ্ঘনবকস্স উসভমত্তং অহোসি ।
কথং একস্মিং অস্সমপদে তাব মহত্তানি আসনানি পঞ-
ঞত্তানীতি ন চিস্তেতব্বং, ইদ্ধিবিসয়ো হেস ।

৪৬ । এবং পঞ্‌ঞত্তেসদ্ আসনেসদ্ সরদতাপসো তথা-
গতস্স পুরতো অঞ্জলিং পগ্গয়্‌হ ঠিতো “ভন্তে, ময়্‌হং
দীঘরত্তং হিতায় সুখায় ইমং পদ্প্‌ফাসনং অভিরুদ্‌হথা”তি
আহ । তেন ব্দত্তং ৪—

“নানাপদ্প্‌ফণ্ড গন্ধণ্ড সন্নিপাতেহা একতো,
পদ্প্‌ফাসনং পঞ্‌ঞপেহা ইদং বচনমব্রুবি ।
ইদং মে অসনং বীর পঞ্‌ঞত্তং তবনুচ্ছবিং,
মম চিত্তং পসাদেত্তো নিসীদ পদ্প্‌ফমাসনে ।

*

*

*

অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গব্দ্যুতি ১ প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্দ্ধ ষোজন হইতে
আরম্ভ করিয়া সঙ্ঘনবকের উসভ ২ মাত্র পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল । এক
আশ্রমে সেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা করিও না ;
এই সব ঋদ্ধির বিষয় ।

৪৬ । এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে
কৃতাজলিপদটে দাঁড়াইয়া কহিল—“ভন্তে, আমার চিরদিনের হিতের ও সুখের
জন্য এই পদ্পাসনে উঠিয়া বসুন ।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানা পদ্প ও সদৃগন্ধ একত্রে সম্মিলিত করিয়া তাপস,

পদ্পাসন গাজাইলেন এবং এই প্রার্থনা করিলেন ৪—

“হে বীর ! আপনার উপযুক্ত আমার এই পদ্পাসন সজ্জিত হইয়াছে,
আমার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া আপনি পদ্পাসনে উপবেশন করুন ।

সত্তরতিত্ত্বিন্দবং বুদ্ধো নিসীদি পদ্পফমাসনে,
মম চিত্তং পসাদেত্ত্বা হাসয়িত্বা সদেবকে”তি ।

৪৭। এবং নিসিন্বে সথরি বে অগ্গসাবকা সেসাভিকখু
চ অন্তনো অন্তনো পত্তাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো
মহন্তং পদ্পফচ্ছত্তং গহেত্ত্বা তথাগতস্স মথকে ধারেন্তো
অট্ঠাসি । সথা—“জটিলানং অয়ং সন্ধারো মহপ্ফলো
হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিং সমাপত্তি । সথু সমাপত্তিং
সমাপন্নভাবং ঐত্ত্বা বে অগ্গসাবকাপি সেসাভিকখুপি
সমাপত্তিং সমাপত্তিঙ্গংসু । তথাগতে সত্তাহং নিরোধ-
সমাপত্তিং সমাপত্তিঙ্গত্ত্বা নিসিন্বে অন্তেবাসিকা ভিক্খাচার-
কালে সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভূজিত্বা সেসকালে
বুদ্ধানং অঞ্জলিং পগ্গম্হ তিট্ঠন্তি । সরদতাপসো পন
ভিক্খাচারম্পি অগন্ত্বা পদ্পফচ্ছত্তং ধারয়মানোব সত্তাহং
পীতিসুখেন বীতিনামেসি ।

*

*

*

আমার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া এইং দেব সহ জনগণকে
উল্লাসিত করিয়া বুদ্ধ সপ্ত দিবারাতি পদ্পাসনে
উপাবেশন করিলেন ।

৪৭। এইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক খানা বড় ফুলের ছাতা
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা—“জটিলদের এই
সংকার মহা ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন
হইলেন । শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই অগ্রশ্রাবক
ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল । তথাগত সত্তাহ নিরোধ
সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্যেরা ভিক্ষার সময় উপস্থিত
হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে কৃতাজলি হইয়া
থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না পাইয়া ফুলের ছাতা ধরিয়াই
সত্তাহ প্রীতি সুখে অতিবাহিত করিল ।

৪৮। সখা নিরোধা বদুট্টায় দক্খিণপস্সে নিসিন্ধং
 অগ্গসাবকং নিসভথেরং আমন্তেসি—“নিসভ, সন্ধারকার-
 কানং তাপসানং পদুপ্ফাসনানদুমোদনং করোহী”তি । থেরো
 চক্কবত্তিরঞ্ঞে সন্তিকা পটিলদ্ধ মহালাভো মহায়োধো
 বিয় তুট্টমানসো সাবকপারমীঞাণে ঠত্বা পদুপ্ফাসনানদু-
 মোদনং আরভি । তস্স দেসনাবসানে দদুতিয়সাবকং
 আমন্তেসি—“ভিম্পি ভিক্খু, ধম্মং দেসেহী”তি । অনোম-
 থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিত্বা ধম্মং কথেসি । দ্বিন্ধং
 সাবকানং দেসনায় একস্সাপি অভিসময়ো নাহোসি ।
 অথ সখা অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠত্বা ধম্মদেসনং আরভি ।
 দেসনাবসানে ঠপেত্বা সরদতাপসং সব্বেপি চতুসত্ততি-
 সহস্স জটীলা অরহত্তং পাপদুগ্গিসদু । সখা—“এথ

*

*

*

৪৮। শাস্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট
 অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরক সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“নিসভ, সন্ধারকারী
 তাপসদের পদুপ্ফাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহাপদ্রস্কার
 লাভী মহাযোধের ন্যায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমীজ্ঞানে
 স্থিত হওতঃ পদুপ্ফাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার
 দেশনা শেষ হইলে শাস্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন—“ভিক্ষু,
 তুমিও ধম্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া
 ধম্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনার একজনেরও জ্ঞানোন্মেষ হইল
 না । অতঃপর শাস্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধম্ম দেশনা করিতে
 আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়াস্তর হাজার
 জটিলের সকলেই অহঁত্ব পাইল । “এস ভিক্ষুগণ !” বলিয়া শাস্তা হাত

ভিক্ষুবে”তি হথং পসারেসি । তেসং তাবদেব কেসমস্-
সদ্বনি অন্তরধায়িসন্, অট্টপরিব্ধায়া কায়ে পটিমদ্দুকা
চ অহেসন্ ।

৪৯। সরদতাপসো কস্মা অরহন্তং ন পত্তোতি ?
বিব্ধিত্তচিন্তিত্তা । তস্,স কির বুদ্ধানং দত্তিয়াসনে
নিসীদিহা সাবকপারমী ঞ্জাণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্গ-
সাবকস্,স ধম্মদেসনং সোতুং আরদ্ধকালতো পট্ঠায়
“অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উপজ্জনকস্,স বুদ্ধস্,স
সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলদ্ধং ধুরং পটিলভেয়ান্তি”
চিন্তুং উম্পজ্জি । সো তেন পরিবিতকেন মগ্গফলপটিবেধং
কাতুং নাসক্খি । তথাগতং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা
আহ—“ভন্তে, তুম্হাকং অন্তরাসনে নিসিন্নো ভিক্ষু
তুম্হাকং সাসনে কো নাম হোতী”তি ?

*

*

*

বাড়াইলেন । তখনই তাহাদের কেশ-শ্মশ্রু অন্তর্হিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার *
শরীরে আসিয়া লাগিল ।

৪৯। শরদ তাপস কেন অহঁত্ব পাইল না ? তাহার মন বিক্ষিপ্ত
হইয়াছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে স্থিত
হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্ম দেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ করিবার
কাল হইতে তাহার মনে হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ
হইবেন তাঁহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম !” সে এই পরিবিতকের
জন্য নাগফল বন্ধিতে পারে নাই । সে তথাগতকে বন্দনা করিয়া সম্মুখে
দাঁড়াইয়া বলিল—“ভন্তে, আপনার নিকটবর্তী আসনে ঐ যে ভিক্ষু বসিয়া
আছেন, উনি আপনার শাসনে কে হন ?

(১) সংঘাটি, (২) উত্তরাসঙ্গ, (৩) অন্তর্বাস, (৪) ভিক্ষাপাত্র, (৫) ক্ষুর,
(৬) সূঁচ, (৭) কোমর বন্ধনী ও (৮) জল ছাঁকিবার বস্ত্রখণ্ড ।

“ময়া পবত্তিতং ধম্মচক্রং অনদ্পবত্তেন্তো সোপি সাবক-
পারমী ঞ্ণাণস্স কোটিপ্পত্তো সোলসপঞ্ণা পটিবিজ্জিহ্বা
ঠিতো ময়হং সাসনে অগ্নসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভস্তুে, য্বায়ং ময়া সত্তাহং পদ্পফছত্তং ধারেস্তেন
সক্কারো কতো, অহং ইমস্স ফলেন অঞ্ণে সন্ধত্তং বা
বন্ধত্তং বা ন পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসভথেরো বিয়
একস্স বুদ্ধস্স আগ্নসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং
অকাসি ।

৫০। সথা—“সমিজ্জিস্সতি নদুখো ইমস্স পদ্বারিস্স
পথনা”তি অনাগতংসঞ্ণাণং পেসেত্তা ওলোকেস্তো কপ্পসত-
সহস্সাধিকং একং অসংথেয়্যং অতিক্কমিত্তা সমিজ্জ্বনভাবং
অন্দস । দিস্সা সরদতাপসং আহ—“ন তে অয়ং পথনা
মোঘা ভবিস্সতি । অনাগতে পন কপ্পসতসহস্সাধিকং
একং অসংথেয়্যং অতিক্কমিত্তা গোতমো নাম বুদ্ধো লোকে

*

*

*

“সে আমার শাসনে অগ্নশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অনদ্পবত্তক
ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা তাহার
পরিজ্ঞাত হইয়াছে ।”

“ভস্তুে, আমি যে সত্তাহ পদ্পফছত্ত ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি
ইহার ফলে ইন্দ্র বা বন্ধাত্ত কিছই চাহি না, এই নিসভ স্থবিরের ন্যায়
ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্নশ্রাবক হই।” এই বলিয়া প্রার্থনা
করিল ।

৫০। শাস্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির
প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন—শত
সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা
দেখিয়া শ্রদ্ধা তাপসকে করিলেন—“তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

উম্পঞ্জিস্সতি, তস্স মাতা মহামায়া নাম দেবী ভবিস্সতি, পিতা সুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিস্সতি, পুত্রো রাহুলো নাম, উপট্ঠাকো আনন্দো নাম, দ্বুতীয়সাবকো মোগ্গল্লানো নাম, ত্বং পনস্স অগ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপপুত্রো নাম ভবিস্সতী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিত্বা ধম্মকথং কথিত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্তো আকাশং পক্খন্দি ।

৫১ । সরদতাপসোপি অন্তেবাসিকথেরানং সন্তিকং গন্ত্বা সহায়কস্স সিরিবড়ক কুটুম্বিকস্স সাসনং পেসেসি—
“ভন্তে, ময়হং সহায়কস্স বদেথ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদস্সী বুদ্ধস্স পাদমূলে অনাগতে উম্পজ্জনকস্স গোতমবুদ্ধস্স সাসনে অগ্গসাবকট্ঠানং পথিতং, ত্বং দ্বুতীয় সাবকট্ঠানং পথেহী”তি । এবং পন

*

*

*

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাহার মাতা হইবেন মহামায়া নাম্নী দেবী, পিতা হইবেন সুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামৌদ্গল্যায়ন, তুমি তাহার ধর্ম-সেনাপতি সারিপপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়া, ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য স্থবিরদের নিকট গিয়া বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—“ভন্তে, আপনারা আমার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিককে বলুন যে—তোমার বন্ধু শরদ তাপস ভবিষ্যদ্বদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্য অনোমদশী বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।” এইরূপ

বহ্না থেরেহি পদুরেতরমেব একপস্‌সেন গন্‌হা সিরিবড্‌ট-
কস্‌স নিবেসনদ্বারে অট্‌ঠাসি । সিরিবড্‌টকো—চিরস্‌সং
বত মে অয়ে্যা আগতো”তি আসনে নসীদাপেহ্না অন্তনা
নীচতরে আসনে নিসিন্নো “অন্তেবাসিকপারিসা পন বো
ভন্তে, ন পঞ্ঞায়ত্তী”তি পদ্বিচ্ছি ।

“আম সম্ম, অম্‌হাকং অস্‌সমং অনোমস্‌সীবুদ্ধো
আগতো, ময়ং তস্‌স অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিম্‌হ ।
সথা সব্‌বেসং ধম্মং দেসেসি । দেসনা পরিয়োসানে
ঠপেহ্না মং সেসা অরহত্তং পহ্না পব্‌বজিৎ‌সদু । অহং সথ্‌দু
অগ্গসাবকং নিনভথেরং দিম্বা অনাগতে উম্পজ্জনকস্‌স
গোতমবুদ্ধসস্‌ নাম সাসনে অগ্গসাবকট্‌ঠানং পথেসিং ।
ত্বম্পি তস্‌স সাসনে দ্বিতীয়সাবকট্‌ঠানং পথেহী”তি ।

“ময়্‌হং বুদ্ধোহি সন্ধিং পরিচয়ে্যো নথি ভন্তে”তি ।

*

*

*

বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবন্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল ।
শ্রীবন্ধক “বহুদিন পরে আমার আশ্রয় অসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া
স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনার শিষ্যদিগকে
যে দেখা যাইতেছে না ?”

“হাঁ বন্ধু, আমাদের আশ্রমে অনোমদর্শী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা
তাঁহাকে আমাদের যথাশক্তি সৎকার করিয়াছিলাম । শাস্তা সকলকে ধর্ম্মোপদেশ
দিয়াছিলেন । দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে অহঁত্ব পাইয়া
প্ররজিত হইয়াছে । আমি শাস্তার অগ্রপ্রাবক নিসভ স্থবিরকে দেখিয়া ভবিষ্য-
দ্বদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রপ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি । তুমিও তাঁহার
শাসনে দ্বিতীয় প্রাবক স্থান প্রার্থনা কর ।”

“বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, ভন্তে ।”

“বুদ্ধোহি সন্ধিং কথনং ময়ং হং ভারো হোতু, স্বং মহন্তং
অধিকারং সজ্জহী”তি ।

৫২ । সিরিবড়টো তস্‌ বচনং সদ্ধা অনুনো নিবেসন-
দ্বারে রাজমানেন অট্টকরীসমত্তং ঠানং সমতলং কারেত্বা
বালিকং ওকিরাপেত্বা লাজপণ্ডমানি প্‌প্‌ফানি বিকিরাপেত্বা
নীলদ্বন্দ্বপলচ্ছদনং মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পঞ্‌ঞাপেত্বা
সেসাভিক্‌খন্দম্পি আসনানি পটিয়াদেত্বা মহন্তং সঙ্কার-
সম্মানং সজ্জিত্বা বুদ্ধানং নিমন্তণথায় সরদতাপসস্‌
সঞ্‌ঞং অদাসি । তাপসো বুদ্ধপম্‌দুখং ভিক্‌খুসংঘং
গহেত্বা তস্‌ নিবেসনং অগমাসি । সিরিবড়টোপি
পচ্‌চুগ্‌গমনং কত্বা তথাগতস্‌ হত্বতো পত্তং গহেত্বা
মণ্ডপং পবসেত্বা পঞ্‌ঞত্তাসনেসু নিসিন্‌সস্‌ বুদ্ধপম্‌দুখ-
স্‌ ভিক্‌খুসংঘস্‌ দক্‌খিণোদকং দত্বা পণীতভোজনেন
পরিবাসিত্বা ভত্তিকচ্ছপরিয়োসানে বুদ্ধপম্‌দুখং ভিক্‌খুসংঘং

*

*

*

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সংকার কার্যের
বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২ । শ্রীবর্দ্ধক তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করিয়া পরিমাণ
স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, খৈ সহ পণ্ডপদ্ম ছড়াইয়া দিল,
নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত অপর
ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার পূজা সাজাইল ; তৎপর বুদ্ধকে
নিমন্তণ করিবার জন্য শরদ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপস বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকও আগ-
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া গেল ।
বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণোদক দিয়া
উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে

মহারহেহি বথোহি অচ্ছাদেহা—“ভন্তে, নায়ং আরম্ভো অম্পমত্তকট্টানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সত্তাহং অনুদ্ধম্পং করোথা”তি আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সো তেনেব নিয়ামেন সত্তাহং মহাদানং পবত্তেহা ভগরত্তং বন্দিহা আজ্জলিম্পগ্গয়হ ঠিতো আহ—“ভন্তে মম সহায়ো সরদতাপসো যস্স সথস্স অগ্গসাবকো ভবেয়্যতি পথেসি অহং তস্সেব দত্তীয়সাবকো ভবেয়্যতি । সথা অনাগতং ওলোকেহা তস্স পথানায় সমিষ্মনভাবং দিস্সা ব্যাকাসি—“হুং ইতো কম্পসতসহস্স-সাধিকং অসম্বেয়্যং অতিক্কমিহা গোতমবুদ্ধস্স দত্তীয়-সাবকো ভবিস্সসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং সুহা সিরিবড়্ঢকো হট্টপহট্টো অহোসি । সথা ভুত্তানদুমোদনং কহা সপরিবারো বিহার-

*

*

*

মহার্ঘ বস্ত্র দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল—“ভন্তে, এই আয়োজন সামান্য স্থানের জন্য নহে, এই নিয়মে সপ্তাহ আমাকে অনুগ্রহ করিবেন ।” শাস্তা সম্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সপ্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ কৃতাজ্জলি পুটে বলিল—“ভন্তে, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্তার অগ্রপ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার দ্বিতীয় প্রাবক হই ।” শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন—“তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবদ্ধক ফল্টপ্রফল্ট হইল । শাস্তা ভুত্তানদুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ সহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

মেব গতো “অয়ং ভিক্ষবে, মম পুত্তেহি তদা পথিত
পথনা, তে যথাপথিতমেব লভিসসু নাহং মদুখং ওলোকেহ্ম
দেমী”তি ।

৫৪। এবং বুদ্ধে হে অগ্গসাবকা ভগবন্তং বন্দিত্বা—
“ভন্তে, ময়ং অগারিয়ভূতা সমানা গিরগ্গসমজ্জং দস্‌সনায়
গতা”তি যাব অস্‌সজিথেস্‌স সন্তিকা সোতাপত্তিফল-
পটিবেধা সব্বং পচচুপ্পন্নবত্থুং কথেষ্মা তে “ময়ং ভন্তে
আচারিয়স্‌স সন্তিকং গন্ত্বা তং তুম্‌হাকং পাদমূলং আনেতু-
কামা তস্‌স লঙ্কিয়া নিস্‌সারভাবং কথেষ্মা ইধাগমনে
আনিসংসং কথিয়িম্‌হ । সো “ইদানি ময়্‌হং অন্তেবাসি-
বাসো নাম চাটিয়া উদণ্ডনভাবপ্পত্তিসদিসো, ন সন্ধিস্‌-
সামি অন্তেবাসিবাং বসিতুং”তি বহ্ম “আচারিয়, ইদানি
মহাজনো গন্ধমালাদিহথো গন্ত্বা সথারমেব পুজেস্‌সতি,
তুম্‌হে কথং ভবিস্‌সথা”তি বুদ্ধে—

*

*

*

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই
পাইয়াছে ; আমি মদুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪। শাস্তা এইরূপ কহিলে অগ্রপ্রাবকদ্বয় ভগবানকে বন্দনা করিয়া—
“ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট শ্রোতাপত্তি ফল লাভ
করা পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে বলিল—
“ভন্তে, আমরা আচার্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপনার পাদমূলে
আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম এবং
এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি বলিলেন—“এখন
আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জালার হাড়িকুঁড়ি হওয়ার ন্যায়
হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না ।” আমরা বলিলাম—“আচার্য এখন
দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শাস্তাকে পূজা করিবে, আপনি
কেমন হইবেন ?” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাহু দন্ধা”তি ?

“দন্ধা আচারিয়, বহু পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতস্ সমণস্ গৌতমস্ সন্তিকং গমিস্ সন্তি, দন্ধা দন্ধস্ সস মম সন্তিকং আগমিস্ সন্তি, গচ্ছথ তুমহে”তি বহু আগন্তুং নয়াছি ভন্তে”তি ।

৫৫। তং সুহ্মা সথা “ভিক্ষবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায় অসারং সারোতি সারং অসারোতি গণ্হি । তুমহে পন অন্তনো পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো ঐহা অসারং পহায় সারমেব গণ্হিত্বা”তি বহু ইমা গাথা অভাসি—

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্ সিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপগোচরা । ১১

*

*

*

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্খ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি কহিলেন—“তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্খ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।” এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৫। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজের মিথ্যাদৃষ্টির জন্য অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । তোমরা নিজেদের পণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় কহিলেন :—

যাহারা অসার বস্তুকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যা কল্পনা বিলাসীরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে পারে না ।

সারং সারতো ঐহা অসারং অসারতো,

তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কল্পগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি—চত্তারো পচ্ছয়া, দসবথুকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তস্সা উপনিস্সয়ভূতা ধম্ম-
দেসনাতি, অয়ং অসারো নাম, তস্মিং সারাদিট্ঠিনোতি
অথো ।

“সারে চাসারদস্সিনো”তি—দসবথুকা সম্মাদিট্ঠি,
তস্সা উপনিস্সয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম,
তস্মিং নায়ং সারোতি অসারদস্সিনো ।

“তে সারং”তি—তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেহা
ঠিতা কামবিতক্কাদীনং বসেন মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা হুহা
সীলসারং, সমাধিসারং, পঞ্জাসারং, বিমুত্তিসারং,
বিমুত্তিঞ্জাণদস্সনসারং পরমথ সারং, নিস্বাণণ নাধিগচ্ছন্তি ।

* * *

যাঁহারা সারবস্তুকে সার এবং অসার বস্তুকে অসাররূপে জানেন,
সেই সম্যক্ সংকল্পগোচর ব্যক্তির প্রকৃত সার বস্তু লাভ করিতে
সমর্থ হন । ১২

৫৬ । তথায় “অসারেতে সার-মতি”—চারি ‘প্রত্যয়’* ও দর্শবিষয়িনী
মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্ম-দেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী—দর্শবিষয়িনী সম্যক্-দৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্ম-
দেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা সংকল্পকারীরা পেতে নাহি পারে সার”—সে মিথ্যাদৃষ্টি
পরায়ণ হইয়া কামবিতর্কাদির বশে মিথ্যাসংকল্প কারী হইয়া শীলসার,
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুত্তিসার, বিমুত্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার
নিস্বান প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

* চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও রোগীর পথ্য, ঔষধ ।

“সারংচা”তি—তমেব সীলসারাদি সারং সারো নাম
অয়ংবদন্ত্পকারং চ অসারং অসারো অয়ন্তি এত্বা ।

“তে সারাং”তি—তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদস্‌সনং গহেত্বা
ঠিতা নেক্‌খম্মসঙ্কম্পাদীনং বসেন সম্মাসঙ্কম্পগোচরা
হুত্বা তং বদন্ত্পকারং সারং অধিগচ্ছন্তীতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদী নিপাপদ্‌গংসু ।

সন্নিপতিতানং সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী”তি ।



*

*

*

“সারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার”—শীল সারাাদিকে সার, উক্ত
প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সঙ্কম্পকারীরা নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা
সম্যক দর্শন পরায়ণ হইয়া নিষ্কাম সঙ্কম্পাদির বশে সম্যক সঙ্কম্পকারী
হইয়া উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত
জনগণের পক্ষে ধর্ম দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



বন্ধুত্বের বন্ধ ১

৯। “যথাগারং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো আয়স্মন্তং নন্দং আরব্ভ কথেসি।

সথা হি পবত্তিত বরধম্মচক্কো রাজগহং গন্ত্বা বেল্লবনে
বিহরন্তো “পদুত্তং মে আনেত্তা দস্সেসথা”তি শুদ্ধোদন
মহারাজেন পেসিতানং সহস্স পরিবারানং দস্সং দত্তানং
সম্বপচ্ছতো গন্ত্বা অরহত্তপ্পত্তেন কালদায়িত্থেৱেন
গমনকালং ঐত্ত্বা মগ্গববল্লনং বল্লিত্ত্বা বাসতিসহস্স

*

*

*

বন্ধুত্বের উৎপাদন ১

১। “যথাগারং” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময়
আয়স্মান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

শাস্তা শ্রেষ্ঠ ধম্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে গিয়া বেণুবনে
বাস করিতেছিলেন। শুদ্ধোদন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া “আমার
ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও” এই বলিয়া দশজন দত্ত পাঠাইয়া
ছিলেন। প্রত্যেক দত্ত হাজার জন অনুরূপের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া গিয়া-
ছিল। কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সম্বশেষে কালদায়ী গেলেন।
তিনিও প্রবর্তিত হইয়া অহঁত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সময় বদ্বিয়া
শাস্তার কপিলপদুরে গমনের ‘প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কপিলবাস্তুর মার্গশোভা

খীগাসবপরিবদ্বতো কপিপলপদ্বং নীতো ঐতিসমাগমে
 পোক্খরবস্ং অট্ঠপ্পিত্তং কত্তা বেস্‌সন্তরজাতকং কথেন্না
 পদ্বদিবসে পিণ্ডায় পবিট্ঠে “উত্তিট্ঠে ন্পমজ্জিয়া”তি
 গাথায় পিতরং সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাপেহা “ধম্মং
 চরে”তি গাথায় মহাপজাপতিং সোতাপত্তিফলে রাজানণ্ড
 সকদাগামিফলে পতিট্ঠাপেসি। ভত্তিকিচ্চাবসানে পন
 রাহুল-মাতুগুণকথং নিস্সায় চন্দকিন্নর জাতকং কথেন্না
 ততো দ্বিতীয়দিবসে নন্দকুমারস্‌স অভিষেকগেহ্প-
 বেসন বিবাহমঙ্গলস্‌ বত্তমানেস্‌ পিণ্ডায়পাবিসিত্তা
 নন্দকুমারস্‌স হথে পত্তং দত্তা মঙ্গলং বত্তা উট্ঠায়াসনা
 পক্কমন্তো কুমারস্‌স হথতো পত্তং ন গগ্গিহি।

*

*

*

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অহং পরিবৃত্ত
 হইয়া কপিপলপদ্বরে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পদ্বকর
 বৃষ্টি* সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেস্‌সন্তর’ জাতক কহিলেন। পরদিবস
 ভিক্ষার জন্য কপিপল নগরে প্রবেশ করিয়া “উট্ঠ, প্রমত্ত হইয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি
 গাথায় পিতাকে স্নোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। “ধম্মাচরণ করিবে”
 ইত্যাদি গাথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে স্নোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে
 সকদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল
 মাতার গুণকথা প্রসঙ্গে ‘চন্দকিন্নর জাতক’ বলিলেন। ইহার পর দিবস রাজ-
 কুমার নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল। সে দিন ভগবান
 ভিক্ষার জন্য রাজপদ্বরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া
 কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি
 কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না।

* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণবশতঃ এই পদ্বকর বৃষ্টি
 হইয়া থাকে ; এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিক্ত হয়, যে ইচ্ছা না করে সে
 সিক্ত হয় না।

২। সোপি তথাগতে গারবেন পত্তং বো ভন্তে, গণ্হথাতি বত্তুং নাসক্খি, এবং পন চিন্তেসি—“সোপান-সীসে পত্তং গণ্হিস্সতী”তি। সথা তস্মিম্পি ঠানে ন গণ্হি। ইতরো—“সোপানপাদমূলে গণ্হিস্সতী”তি চিন্তেসি, সথা তথাপি ন গণ্হি। ইতরো “রাজঙ্গনে গণ্হিস্সতী”তি চিন্তেসি, সথা তথাপি ন গণ্হি। কুমারো নিবত্তিকুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সথুগারবেন “পত্তং গণ্হথা”তি বত্তুং ন সঙ্কোতি। “ইধ গণ্হিস্সতি এথ গণ্হিস্সতী”তি চিন্তেন্তো গচ্ছতি। তস্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিক্খিংসু—“অয়ে, ভগবা নন্দরাজানং গহেত্বা গতো, তুম্হেহি তং বিনা করিস্সতী”তি। সা উদকবিন্দুহি পগ্ঘরন্তেহেব অড্ঢল্লিখিতোহি কেসেহি বেগেন গন্ত্বা—“তুবটং থো অয়্যপদন্ত, আগচ্ছেয়্যাসী”তি আহ। তং তস্সা বচনং

*

*

*

২। কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া “ভস্কে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না।—তিনি ভাবিয়াছিলেন—“সোপান শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না। কুমার অতঃপর ভাবিলেন—“সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার ভাবিলেন—“রাজাঙ্গনে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল—“আর্য্য, ভগবান নন্দরাজাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন।” তিনি অর্দ্ধ আঁচড়ান বা আলদায়াত কেশে ছুটিলেন, সিন্তুল হইতে জলবিন্দু

তস্ হদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় ঠিতং ।

৩। সথাপি তস্ হত্থতো পত্তং অগণ্হিত্বাব তং বিহারং নেত্বা—“পব্জিস্‌সিসি নন্দা”তি আহ। সো বুদ্ধগারবেন “ন পব্জির্সামী,”তি অবত্বা “আম পব্জিস্‌সামী”তি আহ। সথা—“তেন হি নন্দং পব্‌বাজেথা”তি আহ। সথা কপিলপদুরং গন্ত্বা ততিয়-দিবথে নন্দং পব্‌বাজেসি। সত্তমে দিবসে রাহুলমাতা কুমারং অলঙ্করিত্বা ভগবতো সন্তিকং পেসেসি, “পস্‌স তাত এতং বীসতিসহস স সমণপরিবদুতং সুবল্লবল্লং ব্রহ্মরূপিবল্লং সমণং, অয়ং তে পিতা, এতস্‌স মহন্তা নিধয়ো অহেসুং, তাস্‌স নিক্‌খমণতো পট্‌ঠায় ন পস্‌সাম। গচ্ছ, তং দায়জ্জং যাচ” —‘অহং তাত, কুমারো, অভিষেকং পত্বা চক্রবর্ত্তি ভবিস্‌সামি, ধনেন মে

পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন—“আর্য্য পুত্র, সত্তর আসিবেন।” তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থুরাকারে পতিত হইয়া রহিল।

৩। এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাঠ গ্রহণ না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে বিহারে নিয়া গেলেন। বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘নন্দ, প্রব্রজিত হইবে?’ তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত হইব না” না বলিয়া কহিলেন—“হাঁ, প্রব্রজিত হইব।” ভগবান ভিক্ষু-দিগকে বলিলেন—“তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর।” ভগবান কপিল-পদুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে রাহুলমাতা রাহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন—“বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণ-বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুশ্ত সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না। যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—“পিত, আমি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

অথো, ধনং মে দেহি, সামিকো হি পুস্তো পিতু সন্তকস্‌সা”তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তিকং গম্ভাব পিতুসিনেহং পটিলভিত্বা হট্ঠচিন্তো—“সুখা তে সমগ ছায়া”তি বহ্বা অএঞ্‌ম্পি বহুং অন্তনো অনদুরূপং বদন্তো অট্ঠাসি । ভগবা কতভত্তিকিচো অনদুমোদনং কহ্বা উট্ঠায়াসনা পক্কামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং সমগ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমগ, মে দেহী”তি ভগবন্তং অনুবন্দি । ভগবা কুমারং ন নিবত্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তং নিবত্তেতুং নাসক্খি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“যং অয়ং পিতুসন্তকং ধনং ইচ্ছতি তং বট্টানুগতং, সবিঘাতং । হন্দস্‌স বোধিতলে পটিলক্কং সত্তাবিধং অরিয়ধনং দেমি লোকুত্তর দায়জ্জস্‌স নং সামিকং করোমী”তি । আয়স্মন্তং

*

*

*

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃনেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ ।” আরও তদনুরূপ বালক-সুদলভ আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহাৰ কাৰ্য শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূৰ্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন,” শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন” বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিজনেরাও তাহাকে ভগবানের সঙ্গে যাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা করিলেন—“এ” বালক পিতার নিকট যেই পৈতৃক ধন যাচঞা করিতেছে, তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখ দায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সপ্তবিধ আৰ্য্যধনই ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

সারিপদন্তং আমন্তেসি—“তেন হি ত্বং সারিপদন্ত, রাহুল
কুমারং পম্বাজেহী”তি । থেরো কুমারং পম্বাজেসি ।

৫। পম্বাজিতে চ পন কুমারে রঞ্ঞো অধিমন্তং
দুন্ধুং উপ্পজ্জি, তং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ভগবতো
নিবেদেহা—“সাধু ভন্তে অয়্যা, মাতাপিতৃহি অননুঞাতং
পদন্তং ন পম্বাজেয়ানুং”তি বরং য়াচি । ভগবা তস্‌স তং
বরং দত্ত্বা পদনেকদিবসং রাজনিবেসনে কতপাতরাসো
একমন্তং নিসিন্ধেন রঞ্ঞো—“ভন্তে, তুম্‌হাকং দুন্ধর-
কারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিস্সা ‘পদন্তো তে
কালকতো’তি আহ । অহং তস্‌সা বচনং অসম্মদহন্তো—
‘ন হস্‌হং পদন্তো বোধিং অম্পত্ত্বা কালং করোতী’তি
পটিক্‌খি পিং”তি বদন্তে—

*

*

*

তিনি আয়ুস্মান সারিপদন্তকে আহবান করিয়া বলিলেন—“তাহা হইলে
সারিপদন্ত, তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপদন্ত স্থবির কুমারকে
প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন ।

৫। রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব দুঃখিত হইলেন ।
রাজা তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মম্মাস্তিক
দুঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন—“ভস্মে আৰ্য্য, পিতা-মাতার
অনুমতি জ্ঞাত না হইয়া পদন্তকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান তাঁহাকে
সেই বর দিলেন । অন্য একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ ভোজনের
পর রাজা একপাশেব উপবেশন করিয়া কহিলেন—“ভস্মে, আপনি যখন
দুন্ধর তপশ্চর্যা রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট আসিয়া
বলিয়াছিলেন—‘আপনার পদন্ত কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি তাঁহার কথা
বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম—‘আমার পদন্ত বোধি না পাইয়া মরিতে
পারে না । এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম ।’” রাজা এইরূপ
বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সম্ভবিস্থা, পদ্বেশ্বপি অট্টিকানি
দস্বেস্বা ‘পদ্বো মতো’”তি বদন্তে ন সম্ভবিস্থা”তি ।
ইমিস্সা অট্টপ্তিয়া মহাধৰ্ম্মপাল জাতকং কথোঁসি ।
কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামিফলে পতিট্টহি ।

৬। ইতি ভগবা পিতরং তীসদ্ ফলেসদ্ পতিট্টাপেত্বা
ভিক্খু সত্ত্বপরিবৃত্তো পদ্বদেব রাজগহং গন্ত্বা ততো
অনর্থপিণ্ডিকেন সার্বথিং আগমনথায় গহিতপটিঞেঞো
নিট্টিতে জেতবন মহাবিহারে তথ গন্ত্বা বাসং কম্পেসি ।
এবং সর্থরি জেতবনে বিহরন্তে আয়স্মা নন্দো উক্কণ্ঠিত্বা
ভিক্খুনং এতমথং আরোচেসি—“অনভিরতো অহং
আব্দুসো, ব্রহ্মচারিয়ং চরামি, ন সক্রোমি ব্রহ্মচারিয়ং
সন্ধারেতুং, সিক্খং পচ্চক্খায় হীনায়াবত্তিস্সামী”তি

*

*

*

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন? পদ্বেশ্ব একজন অস্থি দেখাইয়া
যখন বলিয়াছিল—“আপনার পদ্বেশ্বের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস
করেন নাই। এই কথার অর্থ বদ্বাইতে গিয়া তিনি মহাধৰ্ম্মপাল
জাতক কহিলেন। কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন।

৬। এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘ফলব্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ভিক্কুসত্ত্ব-পরিবৃত্ত হইয়া পদ্বরায় রাজগৃহ নগরে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে
জেতবন বিহারের নিম্মাণ কার্য শেষ হইল। অনর্থপিণ্ডিক তাঁহাকে
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাঁহার পদ্বেশ্ব প্রতিশ্রুতি
অনুসারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন
আয়দ্বান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্কুদিগকে এইরূপ কহিলেন—“বন্ধুগণ
আমি অনিচ্ছায় ব্রহ্মচার্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচার্য পালন করিতে আমি পারিব
না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাসেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব।”

ভগবা তং পবিত্রং সূত্বা আয়স্মন্তং নন্দং পক্কোসাপেত্বা
এতদবোচ—“সচ্ চং কিং নন্দ, সম্বহুলানং ভিক্ষুং
এতমথং আরোচেসি—‘অনভিরতো অহং আবদসো,
ব্রহ্মচারিয়ং চরামি, ন সঙ্কোমি ব্রহ্মচারিয়ং সন্ধারেতুং, সিক্খং
পচ্চক্খায় হীনায়াবত্তিস্সামী”তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিস্স পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো ব্রহ্মচারিয়ং চরসি,
ন সঙ্কোসি ব্রহ্মচারিয়ং সন্ধারেতুং, সিক্খং পচ্চক্খায়
হীনায়াবত্তিস্সামী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরা নিক্-
খমন্তস্স অড্ঢদ্ভিল্লিখিতৌহি কেসৌহি অপলোকেত্বা
এতদবোচ—“তুবটং থো অয়্যপদ্ভু, আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো
থো অহং ভন্তে, তদনুস্সরমানো অনভিরতো ব্রহ্মচারিয়ং
চরামি, ন সঙ্কোমি ব্রহ্মচারিয়ং সন্ধারেতুং, সিক্খং

*

*

*

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুস্মান নন্দকে ডাকিয়া এইরূপ বলিলেন—
“সত্য নারিক নন্দ ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ—“বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া
দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব ?”

“হাঁ, ভন্তে ।”

“কি জন্য নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছ, ব্রহ্মচর্য
অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন গৃহবাসে
ফিরিয়া যাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতোছিলাম, তখন
শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্দ্ধ অলিঙ্গিত কেশে আসিয়া আমার
দিকে তাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল—“আর্য্যপুত্র, সম্বর আসিবেন ।” সে
কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময়ে জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়

পচ্চক্খায় হীনায়াবত্তিস্সামী”তি ।

৭। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং বাহায় গহেহ্বা ইন্ধি-
বলেন তাবতিংসদেবলোকং নেন্তো অন্তরামগ্গে একস্মিং
ঝামক্খেত্তে ঝামখাগ্গকে নিসিন্ণং ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুট ঠং
একং পল্লট্ঠমক্কটিং দস্সো তাবতিংসভবনে সক্কস্স
দেবরঞ্ণেয়া উপট্ঠানং আগতানি কক্কুটপাদানি পণ্ড
অচ্ছরা সতানি দস্সেসি ।

কক্কুটপাদানীতি রত্নবল্লতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি ।
দস্সেস্সা চ পনাহ—ত্বং কিং মঞ্ণেয়াসি নন্দ, কতমা নুখো
অভিরূপতরা চ দস্সনীয়তরা চ প্রাসাদিকতরা চ
সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী ইমানি বা পণ্ড অচ্ছাঃসতানি
কক্কুটপাদানী”তি ?

*

*

*

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।
শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহবাসে ফিরিয়া যাইব ।”

৭। অনন্তর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে গ্রয়ো-
ত্রিংশং দেবলোকের দিকে নিয়ে গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দক্ষ ক্ষেত্রে
দক্ষীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কণ্ঠ-নাসা-লাঙ্গুল বিশিষ্টা
এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া গ্রয়োত্রিংশং দেবভবনে উপনীত হইলেন এবং
সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্য আগত পঞ্চশত কপোত চরণা
অস্বরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ—পারাবতের পায়ের ন্যায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা ।
অস্বরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“নন্দ, কাহাকে
তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যকুমারী
জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অস্বরাকে ?”

“সেয়াথাপি সা ভন্তে, ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুট্ঠা পল্লুট্ঠ-
মক্কটী এবমেব থো ভন্তে, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী
ইমেসং পণ্নং অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সত্ত্বম্পি ন উপেতি
কলম্পি ন উপেতি কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ থো
ইমানেব পণ্ন অচ্ছরা সতানি অভিৰূপতরানি চেব দস্স-
নীয়তরানি চ পাসাদিকতরানি চা”তি ।

“অভিরম নন্দ, অহং তে পাটিভোগো পণ্নং অচ্ছরা
সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

সচে মে ভন্তে ভগবা, পাটিভোগো পণ্নং অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিৰমিস্সামি অহং ভন্তে,
ভগবা ব্রহ্ম চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ থো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং গহেহ্বা তথ অন্তর-

*

*

*

“ভন্তে, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক কাটা,
ল্যাজ ছেঁড়া সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রা-পদ অঙ্গরাদের
কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা যায় না,
সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগ্নাংশও না । এই পাঁচশত
অঙ্গরাই নিশ্চয়ই সুন্দরতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে রত হও, পাঁচশত পায়রা-পা অঙ্গরা পাইবে, তত্ত্বজ্ঞান
আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভন্তে ভগবান, আপনি যদি পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা লাভে আমার
জামিন হন, তাহা হইলে ভন্তে, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য
পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অস্তিত্ব

হিতো জেতবনে য়েব পাতুরহোসি । অস্সোসং থো
 ভিক্খু “আয়স্মা কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতুচ্ছা-
 পদন্তো অচ্ছরানং হেতু ব্রহ্মচারিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স
 পাটিভোগো পণ্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপা-
 দীনং”তি । অথ থো আয়স্মতো নন্দস্স সহায়কা
 ভিক্খু আয়স্মন্তং নন্দং ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন
 চ সমুদাচরন্তি—“ভতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপক্কিতকো
 কিরায়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু ব্রহ্মচারিয়ং চরতি, ভগবা
 কিরস্স পাটিভোগো পণ্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায়
 ককুটপাদীনং”তি ।

৯। অথ থো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্খুং
 ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন চ অট্টিয়মানো হরায়-
 মানো জিগদুচ্ছমানো একো ব্দপকট্টো অস্পমন্তো আতাপী

*

*

*

হইয়া জেতবনে প্রাদুভূত হইলেন । ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন যে—
 “ভগবানের ভ্রাতা মাতৃস্বসাপুত্র আয়দ্ব্যান্ নন্দ কপোত-চরণা অসরা লাভের
 জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন ; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-
 চরণা অসরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন।” অতঃপর আয়দ্ব্যান্ নন্দের
 সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপকৃতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ
 করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও ! ও ! আয়দ্ব্যান্
 নন্দ মজুর ! আয়দ্ব্যান্ নন্দ ভাড়াটে ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অসরার
 জন্য, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অসরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ
 হইয়াছেন ।”

৯। অনন্তর আয়দ্ব্যান নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভৃত্যবাদে ও উপকৃতবাদে
 নিজেকে নির্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্তুকাম ও ক্রেশকাম
 হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উদ্যমের সহিত তন্ময় চিত্তে

পহিতন্তো বিহরন্তো ন চিরস্বেষ যস্স্থায় কুলপদন্তো
সম্মদেব অগারস্মা অনগারিয়ং পব্ধজ্জন্তি তদনুত্তরং ব্রহ্ম-
চারিয়পরিয়োসানং দিট্ঠেবধম্মে সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকহ্বা
উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জাতি, ব্দাসিতং ব্রহ্মচারিয়ং, কতং
করণীয়ং, নাপরং ইথত্তায়াতি অভঞাসি, অঞ্ঞতরো চ
খো পনায়স্মা অরহতং অহোসি ।

১০। অথেকা দেবতা রক্তিভাগে সকলং জেতবনং
ওভাসেহ্বা সথারং উপসংকমিত্বা বন্দিহ্বা আরোচেসি—
আয়স্মা ভন্তে, নন্দো ভগবতো মাতুচ্ছাপদন্তো আসবানং
খয়া অনাসবং চেতোবিমুদন্তি পঞাবিমুদন্তি দিট্ঠেব ধম্মে
সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকহ্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি
ভগবতো পি খো ঞ্ঞাণং উদপাদি—নন্দো আসবানং খয়া

*

*

*

শ্রমণ-ধর্ম পালনে নিরত হওত অঁচিরেই, যাহার জন্য কুলপদন্তেরা আগার
ত্যাগ করিয়া সম্যক্রূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের
অনুত্তর পথ্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া ও
সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য
পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য আর যে
কিছু বাকী রহিল না, তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন। ভগবানের অহং
শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুস্মান নন্দও একজন অহং হইলেন।

১০। অতঃপর এক দেবতা রাক্তি ভাগে সকল জেতবন আলোকিত
করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—
“ভন্তে! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুস্মান নন্দ আম্রবের [তৃষ্ণার]
ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মূক চিন্ততা ও মূক-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং
অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন।”
ভগবানও জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন—নন্দ আম্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

অনাসবং চেতোবিমুদন্তিং পঞ্ণাবিমুদন্তিং দিট্ঠেব ধম্মে
সয়ং অভিঞ্ণা সচ্ছিকহ্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১। সোপায়স্মা নন্দো তস্সা রত্তিয়া অচ্চয়েন
ভগবন্তং উপসংকমিত্বা বন্দিহ্বা এতদবোচ—“যং মে ভন্তে,
ভগবা পাটিভোগো পণ্নং অচ্চরাসতানং পটিলাভায়
ককুটপাদীনং মদুণ্ণামহং ভন্তে, ভগবন্তং এতস্মা
পটিস্সবা”তি ।

“ময়াপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পটিচ্চ বিদিতো—
নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং চেতো বিমুদন্তিং পঞ্ণা
বিমুদন্তিং দিট্ঠেব ধম্মে সয়ং অভিঞ্ণা সচ্ছিকহ্বা উপ-
সম্পজ্জ বিহরতী”তি ; দেবতাপি মে এতমথং আরোচেসি
—‘আয়স্মা ভন্তে, নন্দো—পে=বিহরতী’তি ।’ যদেব
খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুদন্তং, অথাহং
মদুন্তো এতস্মা পটিস্সবা”তি অথ খো ভগবা এতমথং

*

*

*

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া,
সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে ।”

১১। আয়ুস্মান নন্দও রাগিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা
করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, ভগবান য়ে পাঁচশত কপোত চরণা অঙ্গরা লাভের
জন্য আমার প্রতিভু হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে প্রতিশ্রুতি হইতে
মুক্তি দিলাম ।”

“নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন
করিয়া জানিয়াছি—‘নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, চিত্ত বিমুক্তি
প্রজ্ঞা বিমুক্তি বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া উপলব্ধি
করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে ।
নন্দ, যখনই [তুমি আসক্তি বশে কিছু গ্রহণ না করাতে] তোমার চিত্ত
উপাদান হীন হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখনই আমি জামিনের

বিদিত্বা তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেসি—

“যস্ স নিভিল্লো পঞ্চো চ মন্দিতো কামকটকো,
মোহক্খয়ং অনদ্দপত্তো সুখদদক্খেন ন বেধতী”তি ।

১২। অথেক দিবসং ভিক্খু তং আয়স্মন্তং নন্দং
পচ্ছিসসু—“আবুসো নন্দ, ত্বং উক্কণ্ঠিতোম্হীতি
পবদেসি, ইদানি তে কথং”তি ?

“নখি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং
সুদ্বা ভিক্খু—“অভূতং আয়স্মা নন্দো কথেনিতি, অঞ্ঞং
ব্যাকরোতি, অতীতদিবসেসু উক্কণ্ঠিতোম্হীতি বত্তা ইদানি
নখি মে গিহীভাবায় আলয়োতি কথেনী”তি । গম্বা তে
ভগবতো তমথং আরোচেসুং ।

*

*

*

দাবী হইতে মদু হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অহং প্রাপ্তির বিষয়
জানিয়া সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

যিনি কাম পঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, কামকটক মন্দিত
করিয়াছেন, এবং মোহক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সুখ-
দুঃখে কখনও বিচলিত হন না ।

১১। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুস্মান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি
কেমন আছ ?

“বন্ধু, গৃহী হইবার জন্য আমার আর ইচ্ছা নাই ।” তাহা শুনিয়া
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুস্মান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অহং ভাবের
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পদ্বেশ্ব মন ছটফট করিতেছে বলিয়া এখন
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্য আমার ইচ্ছা নাই ।” তাহারা গিয়া ভগবানকে
সে কথা কহিলেন ।

ভগবা—“ভিক্খবে, অতীত দিবসেসু নন্দসু অন্তভাবো
দুচ্ছন্ন গেহসদিসো অহোসি, ইদানি সুচ্ছন্নগেহ সদিসো
জাতো । অয়ং দিব্বচ্ছরানাং দিট্ঠকালতো পট্ঠায়
পব্বজিতকিচ্চসু মথকং পাপেতুং বায়মন্তো তং কিচ্চং
পন্তো”তি বহ্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বৃট্ঠি সমতিবিজ্জ্বতি,
এবং অভাবিতং চিন্তং রাগো সমতিবিজ্জ্বতি । ১৩

যথাগারং সুচ্ছন্নং বৃট্ঠি ন সমতিবিজ্জ্বতি,
এবং সুভাবিতং চিন্তং রাগো ন সমতিবিজ্জ্বতী”তি । ১৪

১৩ । তথ—“অগারংতি—যং কিঞ্চিৎ গেহং । “দুচ্ছন্নংতি
—বিরালচ্ছন্নং, ছিন্দাবছিন্দং । “সমতিবিজ্জ্বতী”তি—
বসুবৃট্ঠি বিনিবিজ্জ্বতি । “অভাবিতং”তি—তং
অগারং বৃট্ঠি বিয় ভাবনারহিতত্ত্বা অভাবিতং চিন্তাম্পি
রাগো সমতিবিজ্জ্বতি ; ন কেবলং রাগোব দোস মোহ-

*

*

*

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, পদ্মে নন্দের আশ্রয় ভাব দুচ্ছন্ন গৃহের
ন্যায় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের ন্যায় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাদিগকে
দেখিয়া অবধি প্রব্রজিত কার্যের সাফল্যের জন্য যত্নপর হইয়া তাহা
পাইয়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাষয় ভাষণ করিলেন—

দুরাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি
সাধনা বিহীন চিন্তে কামরাগ প্রবেশ করে । ১৩
সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি
সাধনাপূত চিন্তে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করে না । ১৪

১৩ । তথায়—“আগার”—যে কোন গৃহ । “দুরাচ্ছন্ন”—বিরল আচ্ছন্ন,
ছিদ্র বিছিদ্র । “বিধে অতি”—বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে (বৃষ্টির জল
পড়ে) । “অভাবিত”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে,
তদ্রূপ ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিন্তাকে কামরাগ বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

মানাদয়ো সব্বকিলেসা তথারূপং চিত্তং অতিবিস্ব-
ন্তিয়েব । “সুভাবিতং”তি সমথবিপস্সনা ভাবনাহি
সুভাবিতং ; এবরূপং চিত্তং সুচ্ছন্নগেহং বদুট্ঠি বিয়
রাগাদয়ো কিলেসা অতিবিস্বিত্তং ন সঙ্কোন্তী”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্-
ণিংসু । সহাজনস্স সখিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্কু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদুং—
“আবুসো, বুদ্ধা নাম আচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিস্সায়
উক্কীঠতো নামায়স্সমা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা
বিনীতো”তি ।

সথা আগম্বা—“কায়নুত্তং ভিক্কুবে, এতরহি কথায়
সন্নিসিন্না”তি পদুচ্ছিত্তা ইমায় নামাতি বদন্তে—“ন
ভিক্কুবে, ইদানেব পদুব্বেপেস নয়া মাতুগামেন পলোভেত্বা
বিনীতো য়েবা”তি বহু অতীতং আহরি ঃ—

*

*

*

কেবল রাগ নহে, দ্বেষ, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তদ্রূপ চিত্তকে অতীব বিদ্ধ
করে । “সুভাবিত”—শমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত্য সু-আচ্ছন্ন
গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তদ্রূপ সুভাবিত
চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্নোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত
জনগণের পক্ষে ধর্ম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্কুরা ধম্মসভায় কথা তুলিলেন—“বন্ধু, বুদ্ধদের
আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! অয়দুস্সান্ নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন,
শাস্তা তাঁহাকে দেবাস্সরার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্কুগণ, কি কথার জন্য তোমরা
এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে
তিনি কহিলেন—“ভিক্কুগণ, শূদ্ধ এখন নয় পূর্বেও একে স্ত্রীর প্রলোভন
দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেণ্তে
 বারাণসিবাসি কম্পটো নাম বাণিজো অহোসি। তস্কেকো
 গদ্রভো কুম্ভভারং বহতি, একদিবসেন সত্তয়োজনানি
 গচ্ছতি। সো একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং
 তক্কসিলং গন্ত্বা যাব ভন্ডস্স বিস্সজ্জনং গদ্রভং চরিতুং
 বিস্সজ্জেসি। অথস্স সো গদ্রভো পরিখাপিট্টে
 চরমানো একং গদ্রভিং সিস্সা উপসংকমি। সা তেন সন্ধিং
 পটিসন্হারং করোন্তী আহ—“কুতো আগতোসী”তি?”

“বারাণসিতো”তি।

“কেন কস্মেনা”তি?

“বাণিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিন্তুকং ভারং বহসী”তি?

*

*

*

১৫। “পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজা রাজ্য শাসন
 করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কম্পট’ নামে এক বাণিক্ বাস করিত।
 তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া
 যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বাণিক একদিন গাধার পিঠে
 মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তক্ষশিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল বিক্রী না
 হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। অতঃপর গাধা পরিখা
 পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার কাছে গেল।
 গাধী তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ?”

“বারাণসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে?”

“ব্যবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহ গা?”

“কুম্ভভারং”তি ।

“এন্তকং ভারং বহন্তো কতিয়োজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সন্তয়োজনানী”তি ।”

“গতট্ঠানে কাচি তে পাদপারিকম্ম পিট্ঠিপারিকম্মকরা
অথী”তি ?

“নথী”তি ।”

“এবং সন্তে মহাদ্ধকং নাম অনুভোসী”তি ।

১৬। কিণ্ঠাপি হি তিরচ্ছানগতানং পাদপারিকম্মাদি-
কারকো নাম নথি, কামসংযোজনঘট্টনং এবরুপং কথোতি ।
সো তস্সা কথায় উক্কিষ্ট । কম্পটোপি ভণ্ডং বিস্সজ্জেন্না
তস্স সন্তিকং আগন্হা—“এহি তাত, গমিস্সামা”তি
আহ ।

“গচ্ছথ তুম্হে, নাহং গমিস্সামী”তি ।

* * *

“হাঁড়িকুড়ির বোঝাই ।”

“এই ভার নিয়া কত যোজন যাও ।”

“সাত যোজন ।”

“যেখানে যাও সেখানে পা-পিট্ টিপিবার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতেছ !”

১৬। তিষ্যক্ প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না,
কাম-সম্বোগ ঘটাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথায় কামাকুল
চিন্ত হইল । কম্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল—“এস
বাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

অথ নং পদ্বনপ্পদ্বনং যাচিহ্বা অনিচ্ছন্তং ‘ভায়েহ্বা নং নেস-
সামী’তি চিন্তেহ্বা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিস্সামি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
সিঞ্জ্জিন্দিস্সামি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

১৭। তং সদ্ধ্বা গদ্রভো—“এবং সন্তে অহিম্পি তে
কত্তব্বং জানিস্সামী”তি বহ্বা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিস্সামি সোলসঙ্গুল কণ্টকং ;
পদ্বরতো পতিট্ঠহিহ্বান উদ্ধারিহ্বান পচ্ছতো ;
দন্তং তে পাতয়িস্সামি এবং জানাহি কম্পটা”তি ।

তং সদ্ধ্বা বাণিজো “কেন নুখো কারণেন এস এবং বদতী”
তি চিন্তেহ্বা ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিম্বা

*

*

*

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন যাইতে রাজি হইল না, তখন
তাহাকে ‘ভয় দেখাইয়া নিয়া যাইব’ ভাবিয়া বলিল—

“রে গম্ভ, তোমাকে ষোলঅঙ্গুল কণ্টকযুক্ত কশাঘাত করিব,
তোমার চর্ম ছেদন করিব, ইহা জানিয়া রাখ ।”

১৭। তাহা শুনিয়া গাথা বলিল—তাহা যদি হয়, আমিও তোমার
কর্তব্য জানিব ।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“হে কম্পট, আমাকে ষোলঅঙ্গুল কণ্টকযুক্ত কশাঘাত করিবে
আমি সম্মুখ পায়ে ভার করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয় উত্তোলন
পূর্ব্বক তোমার দস্ত উৎপাটন করিব, ইহা জানিয়া রাখ ।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল—“কেন সে এমন বলিতেছে ?” এদিকে
সেদিকে দেখিতে দেখিতে সে গাধীকে দেখিতে পাইল । সে মনে করিল—”

“ইমায়েস এবং সিক্খাপিতো, ভবিস্‌সতি, ‘এবরূপিং নাম
তে গদ্রিভিং আনেস্‌সামী”তি মাতুগামেন নং পলোভেহ্বা
নেস্‌সামী”তি ইমং গাথমাহ—

“চতুস্পদিং সঙ্খমুখীং নারিং সর্ব্বঙ্গ সোভিনিং,
ভরিয়ং তে আনয়িস্‌সামি এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

তং সদ্বা তুট্ঠচিত্তো গদ্রভো ইমং গাথমাহ—

চতুস্পদিং সঙ্খমুখীং নারিং সর্ব্বঙ্গ সোভিনিং,
ভরিয়স্মে আনয়িস্‌সসি কস্পট ভিয়ো গমিস্‌সামি—
যোজনানি চতুদ্দসা”তি ।

১৮ । অথ নং কস্পটো—“তেন হি এহী”তি গহেহ্বা
সকট্ঠানং অগমাসি । সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ —
“নন্দ মং তুম্‌হে ‘ভরিয়ন্তে আনয়িস্‌সামী তি
অবোচুথা”তি ?

*

*

*

এই গাথীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে বুদ্ধি আঁটিল—
‘তোমার জন্য এইরূপ একটি গাথী আনিব’ এইরূপে স্ত্রীলোভ দেখাইয়া
তাহাকে নিয়া যাইব ।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“রে গন্দর্ভ, চতুস্পদী, শঙ্খমুখী, সর্ব্বাঙ্গ শোভিনী এক
গন্দর্ভী ভাষ্যা তোমার জন্য আনয়ন করিব । ইহা জানিও ।”

তাহা শুনিয়া গাথা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল—

“হে কস্পট, চতুস্পদী, শঙ্খমুখী, সর্ব্বাঙ্গ শোভিনী এক
গন্দর্ভী ভাষ্যা আমার জন্য আনয়ন করিবে ; তাহা
হইলে আরো অধিক চৌদ্দ যোজন গমন করিব ।”

১৮ । অতঃপর কস্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস ।” তাহাকে
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । গাথা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—“তুমি
না আমার জন্য বোঁ আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বদন্তং, নাহং অন্তনো কথং ভিন্দিস্সামি, ভরিয়ন্তে আনেস্সামি, বট্টং পন তুষং এককস্সেব দস্সামি তুষং পন অন্তদত্তিয়স্স পহোতু বা মা বা স্বমেব জানেয়্যাসি. উভিন্নং বো সংবাসমন্বায় পদন্তাপি জায়িস্সন্তি, তেহি বহুহি সাক্খিং তুষং তং পহোতু বা মা বা স্বমেব জানেয়্যাসী”তি । গদ্রভো তস্মিং কথেন্তে কথেন্তে য়েব সনপেক্খো অহোসি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিত্বা—“তদা ভিক্খবে গদ্রভী জনপদকল্যাণী অহোসি গদ্রভো নন্দো, বাণিজ্যো অহমেব । এবং পূর্ববেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেত্বা বিনীতো”তি জাতকং নিট্ঠাপেসা”তি ।



*

*

*

“হাঁ বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, তোমার জন্য বো আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে কি না তাহা তুমিই জানিবে। তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেয়েও হবে, তাহাদের শত্ৰু এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কিনা তাহা তুমিই বদ্বিবে।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিল ।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তখন গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে পূর্বেও আমি ইহাকে শ্রীর প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছিলাম ।” এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।



চুন্দসুকরিক বথু । ১০

১। “ইধ সোচতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো চুন্দসুকরিকং নাম আরব্ভ কথেসি ।

সো কির পণ্ডপল্লাস বস্‌সানি সুকরে বধিহ্বা খাদন্তো চ
বিক্কিণন্তো চ জীবিকং কম্পেসি । জাতকালে সকটেন
বীহিং আদায় জনপদং গন্ত্বা নালিদেনালিমন্তেন গামসুকর-
পোতকে কিণিহ্বা সকটং পদুরেহ্বা আগন্ত্বা পচ্ছানিবেসনে
বজং বিয় একং ঠানং পরিচ্ছিন্দিহ্বা তথৈব তেসং নিবাপং
রোপেহ্বা তেসদ্‌ নানাগচ্ছে চ সরীরমলণ্ড খাদিহ্বা
বড্‌ঢিতেসদ্‌, যং যং মারেতুকামো হোতি তং তং আলাহনে

*

*

*

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান । ১০

১। “ইহলোকে করে শোক” এই ধম্মদেশনা ভগবান বেগ্‌বনে বাস
করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

চুন্দ পণ্ডান্ন বৎসর যাবৎ শূকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত জীবিকা
নির্বাহ করিত । শূকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া ধান লইয়া
গ্রামে যাইত এবং সেসে দাইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য শূকরের ছানা
কিনিয়া গাড়ী করিয়া লইয়া আসিত । বাড়ীর পিছনে একটা স্থান ঠিক
করিয়া রজের মত করিয়া সে শূকরের ভক্ষ্য (কচু ইত্যাদি গাছ-গুচ্ছ)
লাগাইয়া রাখিত । শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র খাইয়া বাড়িয়া
উঠিত । যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা শ্মশানে নিয়াগিয়া

নিচ্চলং বন্ধিত্বা সরীরমাংসস্ উদ্ধা মায়া বহলভাবথং
চতুরস্ সরম্ভগ্গরেন পোথেত্বা বহলমাংসো জাতোতি এত্বা
মুখং বিবরিষত্বা অন্তরে দণ্ডকং দত্ত্বা লোহথালিয়া
পক্কট্ঠিতং উন্থোদকং মুখে আসিণ্ডতি ।

২। তং কুচ্ছিং পবিসিষত্বা পক্কট্ঠিতং করিসং আদায়
অধোভাগেন নিক্খমতি । যাব থোকম্পি করীসং অথি
তাব আবিলাং হুত্বা নিক্খমতি, সুদ্ধে উদরে অচ্ছং
অনাবিলাং নিক্খমতি । অথস্ অবসেসং উদকং
পিট্ঠিয়ং আসিণ্ডতি । তং কালচম্মং উম্পাটেত্বা গচ্ছতি ।
ততো তিগ্ধক্কায় লোমানি ঝাপেত্বা তিগ্ধেন অসিনা
সীসং ছিন্দতি । পগ্ঘরণকং লোহিতং ভাজনে পটিগ্-
গহেত্বা মাংসং লোহিতেন বড্ঠেত্বা পচিষত্বা পুত্তদারমজ্জৈ
নিসিন্নো খাদিত্বা সেসং বিক্রিণতি ।

*

*

*

যাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে বান্ধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া
বৃদ্ধি পাইবার জন্য চৌপাটি মৃগদ্বার দিয়া প্রহার করিত । মাংসের বৃদ্ধিভাব
জানিয়া মূখ মেলিয়া মুখের ভিতর একখানা কাঠ লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত
গরম জল লৌহথালয় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২। তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক্ব মল সহ গৃহ্যপথে বাহির
হইত । পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত ।
পেটের সব পরিশুদ্ধ হইয়া গেলে পরিষ্কার নিম্মল জল বাহির হইত ।
অতঃপর অবশিষ্ট গরম জল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচম্ম উঠিয়া
যাইত । তারপর খড়ের মশাল জ্বালিয়া লোমগুলি পুড়াইয়া ফেলিত ।
পোড়া হইলে ধারাল অশ্রু দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা বহিয়া যে
রক্ত পড়িতে থাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাখাইয়া
মাংস বাড়াইয়া লইত, কতেক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত,
বাকী যাহা বিক্রয় করিত ।

৩। তস্‌স ইমিনাব নিয়ামেন জীবিকং কম্পেন্তস্‌স পণ্ডপল্লাস বস্‌সানি অতিক্‌কন্তানি, তথাগতে ধূরবিহারে বসন্তে একাদিবসম্পি প্‌প্‌ফম্‌ট্‌ঠিমন্তেন প্‌প্‌জা বা কটচ্ছ্‌মন্তং ভিক্‌খাদানং বা অঞ্‌ঞ্‌ বা কিঞ্‌ প্‌প্‌ঞ্‌ নাম নাহোসি । অথস্‌স সরীরে রোগো উম্পজ্জি, জীবন্ত-স্‌সেব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উট্‌ঠহি । অবীচিসন্তাপো নাম যোজনসতে ঠস্‌স ওলোকেন্তস্‌স অক্‌খীনং ভিজ্জনস-মথো পরিলাহো । ব্‌দন্তম্পিটেতং—“সমন্তা যোজনসতং ফরিহ্‌স্‌স তিট্‌ঠতি সব্‌বদা”তি । উপমা ব্‌দন্তা—“যথা মহারাজ কূটাগারমন্তো পাসাণোপি নেরয়িকগ্‌গিমাহি খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিব্‌বত্ত সত্তা পনেথ কস্মবলেন মাতু-কুচ্ছিগতা বিয় ন বিলীয়ন্তী”তি ।

*

*

*

৩। সে এভাবে জীবিকা নিষ্বাহ করিয়া পণ্ডাশ বৎসর কাটাইয়াছিল । ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন তাঁহাকে এক মৃদুষ্টি প্‌প্‌ দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই, কিংবা আর কিছ্‌ প্‌প্‌গ্যকাজ করে নাই । অনন্তর তাহার শরীরে রোগ হইল । জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল । অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া যায় । ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শতযোজন বিস্তৃত হইয়া ইহা সম্‌বদা অবস্থিত ।” নাগসেন শ্রবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার তাপাধিক্য ব্‌ঝাইবার জন্য এই উপমা দিয়াছেন—“যথা মহারাজ ! কূটাগার’ প্রমাণ পাষাণও নৈরয়িক অগ্নিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু ইহাতে জাত প্রাণী কস্ম’বলে মাত্‌ জঠরের ন্যায় অবস্থান করে ; বিলীন হয় না ।”

৪। তস্ স তস্মিৎ সন্তাপে উপট্ঠিতে কস্মসারিক্খকো
আকারো উম্পজ্জি। গেহমজ্জেষেব স্কেসরবং রবিহা
জন্মকোহি বিচরন্তো পদুরথিমবথদ্মপি পচ্ছিমবথদ্মপি
গচ্ছতি। অথস্ স গেহমান্দসকা তং দলহং গহেহা ম্ধুখং
পিদহন্তি। কস্মবিপাকো নাম ন সক্কা কেনচি পটিবা-
হিতুং। সো বিরবতেব, সমন্তা সন্তস্ ঘরেস্ মনদস্ সা
নিদ্দং ন লভন্তি। মরণভয়েন, তজ্জিতস্ স তসস্ বহি
নিক্খম্নং বাৱেতুং সব্বো গেহপরিজনো যথা অন্তো
ঠিতো বিচরিতুং ন স্কোতি, তথা গহেহা দ্বারানি থকেহা
বহি গেহং পরিবাবেহা রক্খন্তো অচ্ছতি।

৫। ইতরো অন্তো গেহেষেব নিরয়সন্তাপেন বিরবন্তো
ইতো চিতো চ বিচরতি। এবং সন্তদিবসানি বিচরিত্বা

*

*

*

৪। সেই সম্ভাপ উপস্থিত হইলে তাহার কস্মান্দরূপ আকার উৎপন্ন
হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শব্দকের ন্যায় করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি
দিয়া পূর্বে পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শব্দ
করিয়া ম্ধুখ বাঁধিয়া দিল (যাহাতে শব্দ না হইতে পারে)। কস্মের
বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শব্দকের ন্যায় শব্দকরিতেই
লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পারিত
না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনেরা সে যাহাতে
বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের
মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ঘিরিয়া চৌকী দিতে
লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সম্ভাপে তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ
করিয়া লাগিল। এরূপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে

সত্তমে দিবসে কালং কত্বা অবীচি মহানিরয়ে নিব্বত্তি ।
 অবীচিমহানিরয়ো দেবদত্তসত্তন্তেন বগ্গেতব্বো ।
 ভিক্ষু তস্স ঘরদ্বারেন গচ্ছন্তা তং সন্দং সুত্বা সুকর-
 সন্দোতি সঞ্জ্ঞেনো হুত্বা বিহারং গম্বা সথু সন্তিকে
 নিসিন্না এবমাহংসু—“ভন্তে ! চুন্দসুকরিকস্ স গেহদ্বারং
 পিদিহিত্বা সুকরানং মারিয়মানানং অজ্জ সত্তমো দিবসো,
 গেহে কাচি মঙ্গলকিরিয়া ভবিস্সতি মঞ্জে । এক্তকে
 নাম ভন্তে, সুকরে মারেন্তস্ একম্পি মেত্তচিত্তং বা
 কারুণ্ণ্যং বা নথি, ন বত এবরুপো ককখলো ফরুসো
 সত্তো দিট্ঠপুব্বো”তি ।

৬। সথা—“ন ভিক্ষবে, সো ইমে সত্তদিবসে সুকরে
 মারেতি, কম্মসরিকখকং পনস্ বিপাকং উদপাদি,
 জীবন্তস্ সেব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উপট্ঠাসি । সো
 তেন সন্তাপেন সত্তদিবসানি সুকররবং রবন্তো অন্তো-
 নিবেসনে বিচরিত্বা অজ্জ কালং কত্বা অবীচিম্হি
 নিব্বত্তো”তি বত্বা—

*

*

*

প্রাণত্যাগ করিয়া অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহানিরয়
 ‘দেবদত্ত সত্তান্ত’ অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দ্বার দিয়া
 যাইতে তাহার সেই শব্দকে শুকর-শব্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া ভগবানের
 নিকট বসিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ শুকর ওয়ালা
 চুন্দ ঘরের দ্বার বাঁধিয়া শুকর মারিতেই আছে ; তাহার বাড়ীতে বোধ
 হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে । ভন্তে, এতগুলি শুকর মারিতেছে তবু
 তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না ! এমনতর কঠোর,
 নিষ্ঠুর লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬। ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শুকর মারে
 নাই । তাহার কামান্দুরূপ বিপাক উৎপন্ন হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি
 মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ
 শুকরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মরিয়া

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিহ্মা পদ্বন গন্হা সোচনট্ঠা
নেয়েব নিব্বত্তো ?”তি বদন্তে—

“আম ভিক্ষবে, পমত্তো নাম গহট্ঠো বা হোতু
পব্বজিতো বা উভয়থ সোচতি য়েবা”তি বহ্ম ইমং
গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি,
“সো সোচতি সো বিহঞ্জেতি দিম্বা কম্মকিলট্ঠ-
মত্তনো”তি । ১৫

৭। তথ “পাপকারী”তি—নান্পপকারস্স পাশকম্মস্স
কারকো পদ্বগ্গলো—‘অকতং বত মে কল্যাণং, কতং
পাপং’তি একংসেনেব মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদমস্স
কম্মসোচনং । বিপাকং অনুভোন্তো পন পেচ্চ সোচতি,

*

*

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন—“ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া আবার
গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক উভয়
স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া এই গাথাটি বলিলেন—

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয় লোকে
অনুশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দ কর্ম দেখিয়া
অনুতপ্ত ও মম্মাহত হয় । ১৫

৭। তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকর্মকারী ব্যক্তি—‘কল্যাণ
কর্ম করি নাই, পাপ কর্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে
শোক করে, ইহা তাহার কর্মশোচনা । পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব

ইদমস্ পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং সো উভয়থ
সোচতি য়েব । তেনেব কারণেন জীবমানো য়েব সো
চুন্দসুকরিকোপি “দিম্বা কস্মকিলিট্ঠং”তি—অন্তনো
কিলিট্ঠকস্মং পস্‌সিহ্মা সোচতি, নানপ্পকারকং বিলপন্তো
বিহ্‌ঞত্তী”তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং । মহা-
জনস্‌ সাথিকা দেসনা জাতা”তি ।



*

*

*

করিতে করিতে শোক করে, ইহা তাহার পরলোকে বিপাকানুশোচনা ।
এইরূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকারিক চুন্দও জীবন্ত
থাকিতেই “কলুষিত কস্ম” দেখিয়া—আপনার কলুষিত কস্ম” দেখিয়া শোক
করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে অনেকে স্নোতাপন্নাদি হইল । দেশনা জনগনের
সার্থক হইয়াছিল ।



ধাৰ্মিক উপাসকস্ৰ বখ্ৰ । ১১

১। “ইধ মোদতী”তি ইয়ং ধৰ্ম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো ধাৰ্মিকং উপাসকং আৰম্ভ কথোঁস ।

সাৰ্বথিয়ং কির পণ্ডসতা ধাৰ্মিকউপাসকা নাম অহেসদুং ।
তেসদু একেকস্ৰ পণ্ড পণ্ড উপাসক সতানি পরিবারা ।
যো তেসং জেট্ঠকো তস্ৰ সত্ত পদত্তা সত্ত ধীতরো ।
তেসদু একেকস্ৰ একেকা সলাকয়াগদু সলাকভত্তং পক্খিক-
ভত্তং নবচন্দভত্তং বস্সাবাসিকং । তেপি সব্বেব

*

*

*

ধাৰ্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১। “ইহ লোকে প্রমোদিত হয়” ভগবান জেতবনে বাস করিবার সময়
ধাৰ্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধৰ্ম্মদেশনা কহিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধাৰ্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের
মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকন্যা । তাহাদের প্রত্যেকে
এক এক বার পালান্দ্রুমে যাগদু, পালান্দ্রুমে ভাত, পাৰ্শ্বিক ভাত ;
(নুতন চন্দ্র উদিত হইলে) নবচন্দ্র ভাত ও বৰ্ষাবাসিক ভাত দিত ।

অনুজাতপুত্রা নাম অহেসুং । ইতি চুন্দসন্নং পুত্রানং
ভরিয়ায় উপাসকস্-সতি সোলস সলাকয়াগদ্ আদীনি
পবত্তন্তি । ইতি সো সপুত্রদারো সীলবা কল্যাণধম্মো
দানসংবিভাগরতো অহোসি ।

২। অথস্-স অপরভাগে রোগো উপ্পিজ্জি, আয়ু-
সংথারো পরিহার্যি । সো ধম্মং সোতুকামো অট্ঠ বা
সোলস বা ভিক্খু পেসেথা'তি সথুসন্তিকং পহিণি ।
সথা পেসেসি । তে গন্ডা তস্-স মণ্ডং পরিবারেহা
পঞ্ঞন্তেসু আসেনসু নিসিন্ধা । “ভন্তে, অয়্যানং মে
দস্-সনং দুব্বলভং ভবিস্-সতি, দুব্বলোমহি, একং মে সুত্তং
সম্বায়াথা”তি বুদ্ধে—

“কতরং সুত্তং সোতুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিজাহিতং সতিপট্ঠান সুত্তং”তি বুদ্ধে—

*

*

*

তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র (বাপ্কা বেটা) হইয়াছিল । উপাসকের
নিজের স্ত্রীর ছেলে মেয়ে চৌদ্দটির দান লইয়া মোট ষোলটি পালানুক্রমে
ষাগদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সহ তিনি
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২। অনন্তর এক সময় তাঁহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আসিল ।
তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি ষোলজন
ভিক্ষু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্ষু পাঠাইলেন । তাঁহার গিয়া
তাহার মণ্ড ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন—“ভগ্নে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুব্বল হইবে,
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি সূত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনান ।”

“কোন সূত্র শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সকল বুদ্ধের অপরিহার্য ‘সতিপট্ঠান’ সূত্র ।”

বদন্তে “একায়নো অয়ং ভিক্খবে, মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া”তি সত্তন্তং পট্টপেসদুং ।

৩। তস্মিৎ খণে ছাঁহি দেবলোকেহি সম্বালংকারপতি-
মণ্ডিতা সহস্‌সসিন্ধবয়দ্বত্তা দিয়ড্‌য়োজনসতিকা ছ রথা
আগমিসু। তেসু ঠিতা দেবতা আম্‌হাকং দেবলোকং
নেস্‌সাম অম্‌হাকং দেবলোকং নেস্‌সামাতি—“অশ্বেভা,
মত্তিকভাজনং ভিন্দিহা সুবল্লভাজনং গণ্‌হন্তো বিয়
অম্‌হাকং দেবলোকে অভিৰমিতুং ইধ নিব্‌বত্তাহী”তি
বদিসু। উপাসকো ধম্মসবণন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো—
“আগমেথ, আগমেথা”তি আহ।” ভিক্‌খু ‘অম্‌হে বারে-
তী’তি সঞ্‌ঞায় তুণ্‌হি অহেসুং। অথস্‌স পদ্বত্থীতরো
—“অম্‌হাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিত্তো অহোসি, ইদানি
পন ভিক্‌খু পক্কোসাপেহা সম্বায়াং কারেহা সমমেব বারেতি ।

*

*

*

ভিক্ষুরা—“ভিক্ষুগণ, এই এক অয়ন, এই এক মার্গ, সত্ত্বদিগের বিশুদ্ধির
নিমিত্ত” ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্‌ঠান’ সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩। সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সম্বালংকার-প্রতিমণ্ডিত সহস্র
অশ্বযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি রথ আসিল । রথে স্থিত থাকিয়া
দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে
লাগিলেন । তাহারা কহিলেন—“ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোনার পাত্র
গ্রহণের ন্যায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপা-
সক ধম্মশ্রবণ কালীন তাহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া
কহিলেন—“আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।”
ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন ।
তাহার পত্রকন্যারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—“আমাদের পিতার ধম্ম
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই (অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত
শুনিবার ইচ্ছা করিতেন) এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া সূত্র পাঠে প্রবৃত্ত
করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না

মরণস্ব অভায়ন্তো নাম নথী”তি বিরবিংসু । ভিক্খু
ইদানি অনোকাসোতি উট্ঠায় পক্কমিংসু ।

৪। উপাসকো থোকং বীতিনামেত্বা সতিং লভিত্বা
পদন্তে পদুচ্ছি—“কস্মা কন্দথা”তি ?

“তাত, তুম্হে ভিক্খু পক্কোসাপেত্বা ধম্মং সুগন্তো
সয়মেব বারয়িথ, অথ ময়ং মরণসস অভায়নকসন্তো নাম
নথী”তি কন্দিমহা”তি ।

“অয়া পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উট্ঠায়াসনা পক্কন্তা”তি ।

“তাতা, নাহং অয়োহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্কারিত্বা আদায়
আকাসে ঠত্বা ‘অম্হাকং দেবলোকে অভিরম অম্হাকং

*

*

*

এমন কেহই নাই ।” ভিক্ষুগণ অসগয় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া
গেলেন ।

৪ , উপাসক অল্পক্ষণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমরা কাঁদিতেছ কেন ?”

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে
নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ
নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি ।”

“আর্যেরা কোথায় ?”

“অসময় বদ্বিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।”

“বাবারা, আমি ত আর্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই !”

“তবে বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছয় দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছয়খানি রথে দেবতারা আসিয়া আকাশে
থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

দেবলোকে অভিরমা”তি সন্দং করোন্তি, তাহি সন্ধি
কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পস্‌সাম্মা”তি বুদ্ধে—

“অথি পন ময়্‌হং গম্‌হিতানি পদ্‌প্‌ফানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কতর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুন্নণ বসিতট্‌ঠানং তুসিত-
ভবনং রমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগতরথে লগ্‌গত্বুতি পদ্‌প্‌ফ-
দামং থিপথা”তি ।

৫। তে থিপাংসু । তং রথধুৱে লগিগ্‌ত্বা আকাসে
ওলম্বি । মহাজনো তদেব পস্‌সতি, রথং ন পস্‌সতি ।

উপাসকো—“পস্‌সথেতং পদ্‌প্‌ফদামং”তি বহ্মা—

*

*

*

অভিরমিত হও ।” এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে
কহিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !”

“আমার জন্য ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন্ দেবলোক রমণীয় !”

“বাবা, তুষিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর
বোধিসত্ত্বের পিতামাতা বাস করেন ।”

“তাহা হইলে ‘তুষিত স্বৰ্গ’ হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন হউক
এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫। তাহারা ছুড়িল । মালা রথের চাকায় লাগিয়া আকাশে ঝুলিতে
লাগিল । সমবেত লোকেৱা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে
পাইল না ।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”

“আম পস্‌সামা”তি বদন্তে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুম্‌হে মা চিস্তয়িথ, মম সন্তিকে নিব্‌বন্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতিনিয়ামেনেব প্‌দ্বাণ্‌ঞানি করোথা”তি বহু কালং কত্বা রথে পতিট্‌ঠাসি। তাব-
দেবস্‌স তিগাবদুতপ্পমাণো সটিট্‌ঠসকটভারালঙ্কার পতি-
ম্‌ণ্ডিতো অন্তভাবো নিব্‌বন্তি। অচ্ছরা সহস্‌সং পরি-
বারেসি, পণ্ডবীসতি যোজনিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি।

৬। তে ভিক্ষু বিহারং অনুপপত্তে সথা পদাচ্ছ—
সদুতা ভিক্ষবে, উপাসকেন ধম্মদেশনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরা য়েব পন আগমেথাতি বারেসি।
অথস্‌স পদুত্তধীতরো কন্দিংসু। ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

*

*

*

“হাঁ দেখিতেছি।”

ইহা তুষিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই বদলিতেছে, আমি তুষিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য করিতে থাক।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুষিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখনই তাঁহার ষাট গাড়ীর বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবদ্বীতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল। তিন সহস্র অঙ্গুর পরিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার জন্য পঁচিশ যোজন প্রমাণ এক কনক বিমান প্রাদুর্ভূত হইল।

৬। এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবস্তুন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধম্মদেশনা শুনিয়াছে ত ?”

হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মাঝখানে ‘আপনারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া বারণ করিলেন। তারপর তাঁহার ছেলেমেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। আমরা তখন অসময় বদ্বিষা আসন হইতে উঠিয়া

উট্টায়াসনা নিক্খন্তা”তি ।

“ন সো ভিক্খবে, তুম্হেহি সন্ধিং কথেসি, ছহি পন দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিয়া আহরিয়া তং উপাসকং পক্কোসিংসু, সো ধম্মদেসনায় অন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিং কথেসী”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্খবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বত্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্খবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ ঐতিমস্বে মোদমানো বিচারিয়া ইদানেব গন্তা পুন মোদনট্টানে য়েব নিব্বত্তো”তি ?

আম ভিক্খবে, অম্পমত্তা হি গহট্টা বা পব্বজিতা বা

*

*

*

চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাঁজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপাসককে ডাকিতোঁছিল, সে ধর্মদেশনায় বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেবতাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিয়া, আবার এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

হাঁ ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই

সব্ বখ্ মোদান্তি য়েবা”তি বহ্বা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপ্দ্গ্গেঞা উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিসদ্দ্বিমত্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপ্দ্গ্গেঞা”তি—নানস্পকারস্ কুসল-
সস্ কারকো প্দ্গ্গলো, অকতং বত মে পাপং কতং
কল্যাণং”তি ইধ কস্মমোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন
মোদতি, এক উভয়থ মোদতি নাম ।

“কস্মবিসদ্দ্বি”তি—ধার্মিক উপাসকোপি অন্তনো কস্ম-
বিসদ্দ্বি প্দ্গ্গেঞকস্ম সম্পত্তিং দিস্বা কালকিরিয়তো

*

*

*

তাহারা আমোদিত হয় । এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“কৃতপ্দ্গ্য জন ইহলোকে ও পরলোকে,

উভয় লোকেতে প্রমোদিত হয় ।

সে নিজের কস্ম’ বিশদ্বি দেখিয়া অতিশয়

আমোদিত হয়, প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথায় “কৃতপ্দ্গ্য”—নানাপ্রকার কুশল কস্মের কারক । কৃতপ্দ্গ্য
ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি নাই, প্দ্গ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কস্মের
আনন্দ এবং পরলোকে প্দ্গ্যকস্মের ফলভোগের আনন্দ পায় ; এইরূপে সে
উভয়ত্র আনন্দিত হয় ।

“কস্ম’-বিশদ্বি”—ধার্মিক উপাসক আপনার কস্ম’-বিশদ্বি প্দ্গ্য-
কস্ম’ সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর প্দ্বেষ ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

পূর্বে ইধ লোকেপি মোদতি, কালং কহ্বা ইদানি পর-
লোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, মহা-
জনস্স সাথিকা ধম্মদেসনা জাতাতি ।



*

*

*

মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্নোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



দেবদত্তসু.স বখু । ১২

১। “ইধ তম্পতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো দেবদত্তং আরব্ভ কথোঁসি ।

দেবদত্তসু.স বখু পব্বজিতকালতো পট্ঠায় যাব পঠ-
বিম্পবেসনা দেবদত্তং আরব্ভ ভাসিতানি সব্বানি জাত-
কানি বিখারেহা কথিতং, অয়ং পনেথ সংখেপো । সখরি
অনুপিয়ং নাম মল্লানং নিগমো তং নিস্সায় অনুপিয়ম্ভ-
বনে বিহরন্তে য়েব লক্খণপটিগ্গহণ দিবসে য়েব তথা-
গতসু.স অসীতি সহস্সেহি ঐণতিকুলেহি রাজা বা হোতু
বুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিস্সতীতি অসীতি
সহস্সপদ্ভা পটিঐণাতা । তেসু য়েভুয়োন পব্বজিতেসু

*

*

*

দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১। “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধর্ম্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

দেবদত্তের প্ররজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্য্যন্ত তাহার জীবনের
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—অনুপিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান সেই
অনুপিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপিয় আশ্রয় বনে বাস করিতেছিলেন ।
তথাগতের জন্মের পর তাহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাহার আশি
হাজার জ্ঞাতারা চিন্তা করিলেন—“ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন
কৃত্রিয় পরিবৃত্ত হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাহাদের
আশি হাজার কৃত্রিয় কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই কৃত্রিয়
কুমারদের অনেকে প্ররজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্রিয় রাজাদের মধ্যে

ভদ্দিস্স রাজানং অনুরুদ্ধং, আনন্দং, ভগ্গং, কিম্বিলং, দেব
দত্তিস্তি ইমে ছ সক্কে অপব্বজন্তে দিম্বা “ময়ং অন্তনো
পদন্তে পব্বাজেম, ইমে ছ সক্কা ন ঐতাকা মণ্ড্ণে,
তস্মা ন পব্বজন্তী”তি কথং সমুট্ঠাপেসদং ।

২। অথ খো মহানামো সক্কো অনুরুদ্ধং উপসঙ্ক-
মিত্বা—“তাত, অম্‌হাকং কুলে পব্বজিতো নথি, ত্বং বা
পব্বজ অহং বা পব্বজিস্সামী”তি আহ ।

সো পন সদ্ধুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনম্পি
তেন ন সত্তপদ্বং । এক দিবসং হি তেসু ছসু খন্তিয়েসু গুল-
কীলং কীলন্তেসু অনুরুদ্ধো পদবেন পরাজিতো, পদথায় পহিণি ।
অথস্স মাতা পদবে সত্তেজ্জা পহিণি । তে খাদিত্বা পদন কীলংসু ।

*

*

*

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগ্গ, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও
প্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রজ্যা গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—“আমরা আপন পুত্রদের প্রজ্যা দিয়া
দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রজ্যা নিল না, বোধ হয়
তাহারা বুদ্ধের জ্ঞাতি নয় ।”

২। অনন্তর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; তুমি প্রজ্যা
নাও, না হয় আমি নিই ।”

অনুরুদ্ধ ছিলেন সদ্ধুমাল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন
দিন শুনেন নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা
হইতেছিল ! খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাজী রাখিল, সে পরাজয়
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।
তিনি পিঠার জন্য পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা সাঁজাইয়া
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পদনরায় খেলিতে আরম্ভ করিল ।

পদ্বনপদ্বনং তস্বেব পরাজয়ো হোতি। মাতা পনস্ স্ব
পহিতে তিক্খত্ত্বং পদ্ববে পহিণিহা চতুথে বারে পদ্বং
নথীতি পহিণি। সো নথীতি বচনস্ স্ব অসদ্বতপদ্ববত্তা
“এসাপেকা পদ্ববিকতি ভবিস্ স্বসতি মণ্ড্ণমানো “নথি-
পদ্বং মে আহরথা”তি পেসেসি।

৩। মাতা পনস্ স্ব “নথিপদ্বং পন অয়ো, দেথা”তি
বদ্বন্তে “মম পদ্বন্তেন নথীতি পদং ন সদ্বতপদ্ববং, ইমিনা পন
উপায়েন এতমথং জানাপেস্ সামী”তি তুচ্ছং সদ্ববপাতিং
অণ্ড্ণায় সদ্ববপাতিয়া পটিকুজ্জহা পেসেসি। নগর
পরিগ্গাহিকা দেবতা চিস্তেসদ্বং “অনদ্বরদ্বকসক্কেন
অন্নভার কালে অন্তনো ভাগভত্তং উপরিট্ঠপচ্চেক বদ্বকস্ স্ব
দহা ‘নথীতি মে বচনস্ স্ব সবণং মা হোতুতি, ভোজ-

*

*

*

বার বার তাঁহারই পরাজয়। তিনিও পদ্বনঃপদ্বন মাতার নিকট পিঠার জন্য
প্রেরণ করিলেন। মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিঠা নাই
বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘পিঠা নাই।’ তিনি
যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনেন নাই, তাই তাহাও একপ্রকার পিঠা বিশেষ
মনে করিলেন। তাহাকে পদ্বনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন—“যাও, আমার
জন্য ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস।”

৩। সেও যাইয়া বলিল—“আর্থে, ‘নাইপিঠা’ দেন।” অনদ্বরদ্বকের মাতা
এই কথা শুনিয়া চিস্তা করিলেন—আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শূনে
নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বদ্ববাইয়া দিবি” এই চিস্তা
করিয়া, শূন্য এক সোনার ভাজন অন্য এক সোনার ভাজনের দ্বারা ঢাকিয়া
পাঠাইয়া দিলেন। তখন নগর রক্ষক দেবতারায় চিস্তা করিলেন—“অনদ্বরদ্বক
শাক্য পদ্ববজ্জন্মে অন্নভার নাম ধারণ করিয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,
তখন নিজের অংশের ভাত উপরিট্ঠ নামক ‘পচ্চেক’ বদ্বকে দান দিয়া-
ছিলেন। দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন
আমি না শূনি, আর আহাঁর উৎপন্নের কারণও যেন আমাকে জানিতে

নন্দ্পতিয়া জাননং মা হোতু'তি পথনা কতা ; সচায়ং
তুচ্ছপাতিং পস্‌সিস্‌সতি দেবসম্মাগমং পবিসিতুং ন লভি-
স্সাম ; সীসম্পি নো সন্তুধা ফলেয়্যাতি ।

৪। অথ নং পাতিং দিব্বপদ্বোহি পদ্বং অকংসু ।
তসসা গুল্লম্‌ডলে ঠপেত্বা উগ্‌ঘাটিত মত্তায় পদ্বগন্ধো
সকল নগরে ছাদেত্বা ঠিতো, পদ্বখণ্ডং মূখে ঠপিতমত্তমেব
সন্ত রসহরণীসহস্সানি অনুরুরি । সো চিন্তেসি—“নাহং
মাতু পিয়ো, এত্তকং মে কালং ইমং নথিপদ্বং নাম ন পচি ।
ইতো পট্টায় অণ্ণং পদ্বং নাম ন খাদিস্সামী”তি ।
গেহং গন্ত্বাপি মাতরং পদ্বিচ্ছি—‘অম্ম, তুম্‌হাকং অহং
পিয়ো অম্পিয়ো’তি ?

তাত, একক্‌খিনো অক্‌খি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ
অতিপিয়ো মে”তি ।

*

*

*

না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন, তাহা হইলে আমরা আর দেব
সম্মাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না, মাথাও আমাদের সাতভাগে ফাটিয়া
যাইবে ।”

৪। অতঃপর দেবতারা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ করিয়া
দিলেন । পাত্রটি গুল্ল-ম্‌ডলে রাখিয়া ঢাক্‌নি উল্টাইবামাত্রই পিঠার স্‌গন্ধে
সমস্ত নগর স্‌গন্ধময় হইল । পিঠাখণ্ড মূখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-
হরণীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—“আমি
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাইপিঠা’ পাক
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি
গৃহে যাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, আমি কি তোমার প্রিয়,
না অপ্ৰিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার একচক্ষু যেমন প্রিয়, হৃদয়
যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”

“অথ কস্মা এতকং কালং ময্হং নথিপদ্বং ন পচিথ
অস্মা”তি ?

সা চুল্লদুসট্ঠাকং পদ্বীচ্ছ—“অথি কিণ্ঠি পাতিয়ং
তাতা”তি ?

“পরিপদ্বা অয়ে, পাতি পদ্বোহি, এবরুপং পদ্বং নাম
মে ন দিট্ঠপদ্বং”তি ।

সা চিন্তেসি—“ময্হং পদ্বন্তো পদ্বাণ্ডা কতাভিনীহারো
ভবিস্সতি, দেবতাহি পাতিং পদ্বেন্না পদ্বা পহিতা
ভবিস্সন্তী”তি ।

অথ নং পদ্বন্তো—“অস্ম, ইতো পট্ঠায়াহং অণ্ডাণ্ড পদ্বং
নাম ন খাদিস্সামি, নথিপদ্বমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫। সাপিস্স ততো পট্ঠায় “পদ্বং খাদিতুকা-
মোম্হী”তি বদন্তে তুচ্ছপাতিমেব অণ্ডাণ্ডায় পাতিয়া
পটিকুজ্জিব্বা পেসেসি । যাব অগারমজ্জো বসি তাবস্স

*

*

*

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই ‘নাইপিঠা’
পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবা, পাত্রে কিছ
ছিল কি ?”

“আর্ষে, পাত্র পিঠায় পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—“আমার ছেলে পূণ্যবান, পূর্ষকৃত
প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা পাঠাইয়া
থাকিবেন ।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন—“মা’ এই হইতে আমি আর অন্য
পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্য পাক করিও ।”

৫। সেই হইতে অনুরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও
এক শূন্য পাত্র অন্য এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

দেবতা দিব্বপদুবে পবিণিৎসু। সো এত্তকম্পি অজানন্তোব
পব্বেজ্জং নাম কিং জানিস্সতি, তস্মা “কা এসা পব্বেজ্জা
নামা তি ভাতরং পদুচ্ছিহা “ওহারিত কেসমস্সুনা
কাসাব নিবত্থেন কট্টথরকে বা বিদলমণ্ডকে বা নিপজ্জিহা
পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতববং, এসা পব্বেজ্জা নামা”তি
বুত্তে—

“ভাতিক, অহং সদ্ধুমালো, নাহং সন্ধুখিস্সামি
পব্বেজ্জিতুং” তি আহ।

“তেনহি তাত, কস্মন্তং উগ্গহেহা ঘরাবাসং বস, ন হি
সক্কা অম্হেসু একেন অপব্বেজ্জিতুং”তি।

অথ নং—“কো এস কস্মন্তো নামা ?”তি পদুচ্ছি।

ভত্তট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপদন্তো কস্মন্তং নাম
কিং জানিস্সতি ?

*

*

*

অনুরুদ্ধ যতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জন্য দিব্য পিঠা
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এতদূরও জানেন না, প্রজ্যার বিষয় আর কি
জানিবেন! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই প্রজ্যা কি?”
তদন্তরে তিনি বলিলেন—“চুল ও গোঁপদাড়ি ছেদন করিতে হয়, কাষায় বস্ত্র
পরিধান করিতে হয়, কাষ্টান্তরণে অথবা বেত্রমণ্ডে শব্দহিতে হয়, পিণ্ডাচরণ
করিয়া জীবিকা নিম্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রজ্যা।”

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন—“দাদা, আমি সদ্ধুমাল, আমি
প্রজ্যা নিতে পারিব না।”

“তাহা হইলে ভাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের একজন
প্রজ্যা না নিয়া পারিব না।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কাজকর্ম কেমন?”

যেই কুলপদ ভাত উৎপন্নের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজকর্মের
বিষয় কি জানিবেন?

৬। একদিবসং হি তিগ্নং খন্তিয়ানং কথা উদপাদি—
“ভত্তং নাম কুহিং উট্ঠহতী”তি ?

কিম্বিলো আহ—“কোট্ঠকে উট্ঠহতী”তি ।

অথ নং ভদ্দিয়ো—“স্বং ভত্তট্ঠানট্ঠানং ন জানাসি,
ভত্তং নাম উক্খলিয়ং উট্ঠহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুম্হে ঘেপি ন জানাথ, ভত্তং নাম রতন
মকুলায় স্দুবল্লপাতিয়ং উট্ঠহতী”তি আহ ।

তেস্দ্ কির কিম্বিলো এক দিবসং কোট্ঠকতো বীহিং
ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোট্ঠকেব জাতা’তি সঞ্ঞিঞ
অহোসি । ভদ্দিয়ো একদিবসং উক্খলিতো ভত্তং বড্-
ঢিয়মানং দিস্বা ‘উক্খলিয়ঞ্ঞেব উপ্পন্নন্তি’ সঞ্ঞিঞ
অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোট্ঠেষ্টা,

*

*

*

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যের কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত
কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

কিম্বিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্রিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন
হয় পাতে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা দুই জনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় রত্ন
মুকুল সদৃশ সোণার থালায় ।”

তাহাদের মধ্যে কিম্বিল একদিন দেখিয়াছিলেন—গোলা হইতে ধান
পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—ইহা গোলাতেই উৎপন্ন
হইয়াছে । ভদ্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন—পাতিল হইতে ভাত ঢালিয়া
লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—ভাত পাতিলেই উৎপন্ন
হয় । অনুরুদ্ধ কিন্তু ধান ভানিতে, ভাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে

পাদমূল পবট্টেহা পরিদেবিত্তা আণং অতিক্রমিতুং
 অসকোত্তো উট্ঠায় নিবত্তি । তেসং দ্বিধা জাতকালে বনং
 আরোহণপত্তং বিয় পটবী কম্পমানাকারপত্তা বিয়
 অহোঁসি । উপালি থোকং নিবত্তিত্তা “চন্ডা থো সাকিয়া,
 ‘ইমিন’ কুমারা নিম্পাতিতা’তি ঘাতেয়দ্যম্পি মং, ইমে হি
 নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পহায় ইমানি অনগ্ঘানি
 আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছুডেহা পবর্জিসসন্তি,
 কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুদ্বিগ্গহা তানি আভরণানি
 রুদ্ধকথে লগ্গেহা “আখিকা গণ্হন্তু”তি বহা তেসং
 সন্তিকং গম্ভা তেহি “কম্মা ন নিবত্তোসী”তি পট্টঠো
 তমথং আরোচেসি ।

*

*

*

কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে
 লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া
 নিবত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করিতেছে,
 পৃথিবী কেঁদে কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অল্পক্ষণ
 নিবস্তন করিয়া চিন্তা করিলেন—শাক্যগণ উগ্র. হয়তঃ তাঁহারা ইহাও মনে
 করিতে পারেন—ইহাদ্বারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এই মনে করিয়া
 আমাকে শাস্তি করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমন সম্পত্তি
 ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ থুথুর
 ন্যায় ছাফিয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, তবে আমার আর কথাই বা কি !”
 এই মনে করিয়া পট্টলি থলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক”
 এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি
 যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি
 হে, ফিক্কি আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয়
 প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। যখন তে আদায় সখ্য সন্তিকং গন্য ময় ভন্তে,
সাক্ষি নমা মাননিস্‌সিতা, অয়ং অমহং দীঘরত্তং
পরিচর্য্যে, ইমং পঠমতরং পব্বাজেথ, ময়মদস পঠমতরং
অভিমানাদান করিস্সাম; এবং নো মানো নিম্মা-
নরিসসরীতি বহু তং পঠমতরং পব্বাজেথ গচ্ছা সয়ং
পব্বাজেথ।

১০। সেদু আয়স্সমা ভদ্বিদয়ো তেনেব সত্তরবসসেন
তৌব্বেসো অহাসি; আয়স্সমা অনুরুদ্ধো দিব্বচ্ছন্দকো
হুয়্য প্লামহাপদরিস বিতক্কসত্তং সত্ত্বা অরহণ পাপদণি,
আয়স্সা যানন্দো সোতাপত্তি ফলে পতিট্ঠহি; লদ্ধেথো
চ কিঞ্চিৎথো চ অপরভাগে বিপস্সনং বড্ধো অরহত্তং
পাপদণি, দেবদত্তো পোথ ওজ্জিনকং ইঙ্কি পত্তো।

৯। যখন তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সাক্ষি উপস্থিত
হইলেন। ষাই ভগবানকে কহিলেন—“ভণ্ডে, আমরা শাক্য মতে অভিমানী,
এ আমাদের স্বাধীনতার পরিচায়ক, প্রথমত ইহাকে প্রমাণ প্রদান করুন,
আমরা প্রথমে ইহাকে অভিবাদনাদি করিব। এইরূপ ইহাকে আমাদের
অভিমান দূর হইবে।” এই বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে প্রমাণ দিয়া ইহা
নিজেরা প্রমাণ হইলেন।

১০। ইহাদের মধ্যে আয়স্সমান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাস মতেই ত্রিবিদ্য
লাভী হইলেন; আয়স্সমান অনুরুদ্ধ দিব্যচ্ছন্দ লাভ করিয়া পর মহাপুরুষ
বিতর্ক যত্ব দ্বারা অহং লাভ করিলেন; আয়স্সমান যানন্দ সোতাপত্তি
ফল লাভ করিলেন; অন্য সময় ভগদ্ব স্থবির ও কিঞ্চিৎ স্থবির বিদগ্ধ
ভাবনা বর্জিত করিয়া অহং লাভ করিলেন; দেবদত্ত পুঙ্খজন ঐচ্ছিক
পাইলেন।

ন ভত্তং পচন্তা, ন বড্ঢেস্তা দিট্ঠপদ্বা, বড্ঢেস্তা পন
পদুরতো ঠপিতমেব পস্‌সতি ; সো ‘ভূঞ্জিতুকামকালে ভত্তং
পাতিয়ং উট্ঠহতীতি সঞ্‌ঞমকাসি ।’

৭। এবং তয়োপি ভত্তুট্ঠানট্ঠানং ন জানন্তি ।
তেনাং কো এস কম্মন্তো নামাতি পদ্বিচ্ছিন্না পঠমং খেত্তং
কসাপেতব্বন্তি । আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কত্তব্ব-
কিচ্চং সুদ্বা “কদা কম্মন্তানং অন্তো পঞ্‌ঞায়িস্‌সতি,
কদা ময়ং অপ্পোপস্‌সুদ্বা ভোগে ভূঞ্জিস্‌সামা”তি বদ্বা
কম্মন্তানং অপরিয়ন্ততায় অক্‌খাতায় “তেন হি ত্বঞ্‌ঞেব
ঘরাবাসং বস, ন মষ্‌হং এতেনথো”তি মাতরং উপসংকমিত্বা
“অনুজানাহি অম্ম মং পব্‌বজিস্‌সামী”তি বদ্বা তায়
তিক্‌খত্তুং পটিক্‌খিপিত্বা “সচে তে সহায়কো ভদ্দিয় রাজা

*

*

*

কোনদিন দেখেন নাই ; কেবল দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন
মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে করিলেন—‘ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত
পাত্রে উৎপন্ন হয় ।

৭। এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপন্নের কারণ জানেন না । তাই
অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—“কাজকম্ম কেমন ?” তদন্তরে ‘প্রথম ক্ষেত্র
কৰ্ষণ করিতে হইবে’ ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কত্তব্য কস্মের কথা
শুনিয়া কহিলেন—“কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে ? আর কখন
বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া সুখে ভোগ সম্পাদিত পরিভোগ
করিব ?” এই বলিয়া কস্মান্তের অসমাপ্তির বিষয় কথিত হইলে তিনি
জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—“তাহা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন, আমার
ইহাতে প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া
কহিলেন—“মা, অনুমতি দাও, আমি প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।” মাতা তিন-
বার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—“তোমার বন্ধু ভদ্দিয় রাজা

পব্ৰজিস্ সতি তেন সন্ধিং পব্ৰজাহী”তি বদন্তে তং উপ-
সংকমিত্বা “মম থো সম্ম পব্ৰজা তব পটিবন্ধা”তি বস্তা
তং নানাপকারেহি সঞ্ঞাপেত্তা সত্তমে দিবসে অন্ত না
সন্ধিং পব্ৰজনথায় পচিঞ্‌ঞং গণ্‌হি ।

৮। ততো ভদ্দিয়ো সাক্যরাজা অনুরুদ্ধো, আনন্দো,
ভগ্নু, কিম্বিলো, দেবদত্তোতি ইমে ছ খতিয়া উপালিকপ্পক-
সত্তমা দেবা বিয় দিব্‌বসম্পত্তিং সত্তাহং অনুরুভবিত্বা
উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয় চতুরঙ্গিণিয়া সেনায় নিক্‌খমিত্বা
পরবিসয়ং পদুত্তা রাজাণায় সেনং নিবত্তেত্তা পরবিসয়ং
ওক্কমিৎসু । তথ ছ খতিয়া অন্তনো অন্তনো আভরণানি
ওম্মদুত্তা ভণ্ডিকং কত্তা “হন্দ ভনে উপালি নিবত্তস্‌সু,
অলং তে এত্তকং জীবিকা”তি তস্‌স অদংসু । সো তেসং

*

*

*

যদি প্রব্রজিত হয়, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও ।”
মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবন্ধ” এই বলিয়া তাঁহাকে
নানা প্রকারে বন্ধাইয়া ।সপ্তম দিবসে তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য
প্রতিজ্ঞা করাইলেন ।

৮। তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ ভগ্নু, কিম্বিল
ও দেবদত্ত এই ছয় ক্ষত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন
সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য-সম্পত্তি অনুরভ করিলেন । সপ্তম দিবসে
উদ্যানে যাওয়ার নায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন । তাঁহারা
অপররাজ্য সম্প্রাপ্ত হইলে সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে প্রস্থান
করিলেন । তথায় ছয় ক্ষত্রিয় আপন আপন আভরণ সমূহ খুলিয়া লইয়া
পদুটলি বাঁধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—“ওহে উপালি,
তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জন্য যথেষ্ট হইবে ।” এই

পাদমূলে পবট্টেহা পরিদেবিহা আণং অতিক্রমিতুং
 অসঙ্কোন্তো উট্ঠায় নিবন্তি । তেসং দ্বিধা জাতকালে বনং
 আরোদনম্পত্তং বিয় পটবী কম্পমানাকারম্পত্তা বিয়
 অহোসি । উপালি থোকং নিবন্তিহা “চণ্ডা খো সাকিয়া,
 ‘ইমিনা কুমারা নিম্পাতিতা’তি ঘাতেয়দ্যম্পি মং, ইমে হি
 নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পহায় ইমানি অনগ্ঘানি
 আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছুড্ধেহা পবর্জিসুসন্তি,
 কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুণ্ডিহা তানি আভরণানি
 রুদ্ধকথে লগ্গেহা “আথিকা গণ্হন্তু”তি বহা তেসং
 সন্তিকং গম্ভা তেহি “কস্মা ন নিবত্তোসী”তি পদুট্টো
 তমখং আরোচেসি ।

*

*

*

কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে
 লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া
 নিবন্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করিতেছে,
 পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অস্পক্ষণ
 নিবর্তন করিয়া চিন্তা করিলেন—শাক্যগণ উগ্র হয়তঃ তাঁহারা ইহাও মনে
 করিতে পারেন—ইহা দ্বারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এই মনে করিয়া
 আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমন সম্পত্তি
 ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ থুথুর
 ন্যায় ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, তবে আমার আর কথাই বা কি !”
 এই মনে করিয়া পদুটল খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক”
 এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি
 যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি
 হে, ফিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয়
 প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখ্দ্ সন্তিকং গন্ত্বা “ময়ং ভন্তে, সাকিয়া নামা মাননিস্ সিতা, অয়ং অম্ হাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমতরং পব্ বাজেথ, ময়মস্ পাঠমতরং অভিবাদনাদীনি করিস্ মা; এবং নো মানো নিম্মা-নয়িসসতী”তি ব্হা তং পট্ মতরং পব্ বাজেত্বা পচ্ছা সয়ং পব্ বাজিস্ ।

১০। তেস্ আয়স্মা ভদ্দিয়ো তেনেব অন্তরবস্ সেন তেবিজ্জো অহোসি; আয়স্মা অনুরুদ্ধো দিব্ বচক্ খুকো হুত্বা পচ্ছা মহাপুরিস বিতক্ সত্ত্বং সত্ত্বা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্মা আনন্দো সোতাপত্তি ফলে পতিট্ ঠহি; ভগুথেরো চ কিম্বলথেরো চ অপরভাগে বিপস্ সনং বড্ ডেত্বা অরহত্তং পাপুণিংস্, দেবদত্তো পোথ ঙ্জনিকং ইঙ্কি পত্তো ।

*

*

*

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ষাইয়া ভগবানকে কহিলেন—“ভগ্বে, আমরা শাক্য মাত্রই অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমত ইহাকে প্ররজ্যা প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব। এইরূপ হইলেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে।” এই বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে প্ররজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্ররজিত হইলেন।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুজ্জান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিদ্যা লাভী হইলেন; আয়ুজ্জান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ বিতক’ সত্ত্ব শুনিয়া অহং লাভ করিলেন; আয়ুজ্জান্ আনন্দ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন; অন্য সময় ভগু স্থবির ও কিম্বল স্থবির বিদর্শন ভাবনা বর্দ্ধিত করিয়া অহং লাভ করিলেন; দেবদত্ত পুথগ্জন ঋকি পাইলেন।

১১। অপরভাগে সথারি কোসম্বিয়ং বিহরন্তে সসাবক-
সংখস্স তথাগতস্স মহন্তো লাভসক্কারো নিব্বাতি—
বথভেসজ্জাদিহথা মস্দস্সা বিহারং পবিসিস্বা “কুহিং সথা
কুহিং সারিপদত্তথেরো, কুহিং মোগ্গল্লানথেরো, কুহিং মহা-
কস্সপথেরো, কুহিং ভন্দিয়থেরো, কুহিং অনুরুদ্ধথেরো,
কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভগদত্তথেরো, কুহিং কিম্বিল
থেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্ণট্ঠানং ওলোকেহ্বা
বিচরন্তি। “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্নো বা ঠিতো
বা”তি বত্তাপি নথি। সো চিন্তেতি—“অহং এতৌহি সন্ধিং
য়েব পব্বজিতো, এতৌপি খত্তিয়পব্বজিতা, অহম্পি খত্তি-
য়পব্ব জিতো, লাভসক্কারহথা মন্দস্সা এতে পরিয়ৈ-
সন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি, কেন নুখো সন্ধিং একতো
হুহ্বা কং পসাদেহ্বা মম লাভসক্কারং নিব্বিত্তেয়্যান্তি।”

*

*

*

১১। অনন্তর ভগবান যখন কৌশম্বিতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন
ভগবানও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল। লোকেরা
বস্ত্র-ভেষজ্যাদি হস্তে বিহারে ঘাইতেন। তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়া—
“ভগবান কোথায়, শারিপদত্ত স্থবির কোথায়, মৌদগল্যায়ন স্থবির কোথায়,
মহাকশ্যপ স্থবির কোথায়, ভন্দিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির কোথায়,
আনন্দ স্থবির কোথায়, ভগদত্ত স্থবির কোথায়, কিম্বিল স্থবির কোথায়?” এই-
রূপ বলিতে বলিতে অশীতি মহাপ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে
দেখিতে বিচরণ করিতেন। “দেবদত্ত স্থবির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত এই
কথা বলিবারও কেহ ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন—“আমি ইহাদের সঙ্গেই
প্রব্রজিত হইয়াছি। ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত।
মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে তালাস করে, আমার নাম
মুখে লইবারও কেহ নাই; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া, কাহাকে সন্তুষ্ট
করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি।”

১২। অথস্ স এতদহোসি—“অয়ং থো রাজা বিম্বিসারো পঠম দস্ সনেবে একাদসহি নহুতোহি সন্ধিং সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিতো, ন সচ্কা এতেন সন্ধিং একতো ভবিতুং। কোসলরঞ্ঞা চ সন্ধিং ন সচ্কা। অয়ং থো পন রঞ্ঞা পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কস্ সচি গুণদোসে ন জানাতি, এতেন সন্ধিং একতো ভবিস্ সামী”তি।

১৩। সো কোসম্বিতো রাজগহং গন্ত্বা কুমারবল্লং অভিভিন্মিগিহ্বা চত্তারো আসিবিমে চতুস্দু হথপাদেস্দু, একং গীবায় পিলন্ধিহ্বা, একং সীসে চুম্বটকং কহ্বা, একং একংসং করিহ্বা ইমায় অহিমেখলায় আকাসতো ওরুয্হ অজাতসত্তুস্ স উচ্ছঙ্গে নিসীদিহ্বা তেন ভীতেন “কোসি হ্বং”তি বুদ্ধে “অহং দেবদত্তা”তি বহ্বা তস্ স ভয়বিনোদনথায় তং অন্ত্রভাবং পটিসংহরিহ্বা সংঘাটিপত্তচীবরধরো পুরতো ঠহ্বা তং পসাদেহ্বা লাভসক্কারং নিব্বত্তেসি।

*

*

*

১২। অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন—“এই বিম্বিসার রাজা ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অযুত লোকের সহিত স্নোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছেন, ইনিও সহিত মিলিতে পারিব না। কোশলরাজের সহিতও পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষগুণ সম্বন্ধে জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব।”

১৩। এই মনে করিয়া দেবদত্ত কৌশম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করিলেন তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সপ চারি হস্ত পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগাড়ির ন্যায় বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে তিনি সপের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর গিয়া বসিলেন। অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে?” “আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্য সেই বেশ পরিবর্তন করিয়া সংঘাটি পাত্র চীবর দ্বারা ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন।

সো লাভসঙ্কারাভিভূতো “অহং ভিক্ষুসংঘং পরিহরিস্-
সামী”তি পাপকং চিত্তং উপদেহ্মা সহচিহ্নদ্ব্যপাদেন ইন্ধিতো
পরিহায়িত্বা সথারং বেল্লবনবিহারে সরাজিকায় পরিসায়
ধম্মং দেসেত্তং বন্দিত্বা উট্ঠায়াসনা অঞ্জলিং পগ্গয়হ—
“ভগবা ভন্তে, এতরহি জিন্নো বুদ্ধো মহল্লকো অম্পো-
সদ্বক্কো দিট্ঠধম্মসদ্বখবিহারং অনুরুদ্ধতু, অহং ভিক্ষু-
সংঘং পরিহরিস্-সামি, নীয়াদেহ মে ভিক্ষুসংঘং”তি বহ্মা
সথারা খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহ্মা পটিক্খিত্তো অনন্ত-
মনো ইমং পঠমং তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি।

২৪। অথসুস ভগবা রাজগহে পকাসনীয়কম্মং কারেসি।

সো “পরিচ্ছোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

*

*

*

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন—“আমি ভিক্ষুসংঘ
পরিচালনা করিব। এই পাপ-চিত্ত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি
পরিহীন হইল। অনন্তর একদিবস ভগবান বেণুবন বিহারে পৃথগ্জন
পরিষদের মধ্যে বসিয়া ধর্ম দেশনা করিতেছিলেন। সেই ধর্মদেশনার সময়
দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ
হইয়া কহিলেন—“ভগ্নে ভগবান, আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাধিক্য
হইয়াছেন; এই হইতে আপনি নিরিবির্লি চিত্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস
করুন, আমি ভিক্ষু সংঘ পরিচালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে
প্রদান করুন। ভগবান তাঁহাকে শ্রেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা
প্রতিক্ষেপ করিলেন। দেবদত্ত তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি
এই প্রথম শত্রুতা পোষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৪। অতঃপর ভগবান রাজগহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম
প্রদান করিলেন। তিনি ভাবিলেন—“শ্রমণ গোতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিস্ অনর্থ করিস্ সামী”তি অজাতশত্রুং উপসং-
কমিহ্মা আহ—“পদ্ববে খো কুমার, মনদুস্ সা দীঘায়দুকা,
এতরহি অম্পায়দুকা, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি যং ত্বং
কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি ত্বং কুমার
পিতরং হন্স্বা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তং হন্স্বা বুদ্ধো
ভবিস্ সামী”তি বহ্বা তস্মিং রজ্জে পতিট্ঠিতে তথাগতস্
বধায় পদুরিসে পয়োজেহ্বা তেসদু সোতাপত্তিফলং পহ্বা
নিবত্তেসদু সয়ং গিগ্বাকুটং অভিরাহিহ্বা “অহমেব সমগং
গোতমং জীবিতা বোরোপেস্ সামী”তি সিলং পবিজ্জিহ্বা
রুধিরদুস্পাদকম্মং কহ্বা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং
অসক্কোন্তো পদুন নালাগিরিং বিস্ সজ্জাপেসি । তস্মিং
আগচ্ছন্তে আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সখদু পরিচর্জিহ্বা
পদুরতো অট্ঠাসি ।

*

*

*

এখন তাঁহার অনর্থ করিব।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“কুমার, পদ্ববে ছিল মানুষের দীঘায়দু,
এখন হইয়াছে অম্পায়দু, হয়তঃ এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে
পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে।
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা
হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব।” অজাতশত্রু
রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্য দেবদত্ত কয়েকজন লোক
নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন। দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের জীবন নাশ
করিব।” এই মনে করিয়া স্বয়ং গুহুকুট পর্বতে আরোহণ পদ্ববে শিলা
নিষ্ক্ষেপ করিলেন। [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে
[একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল। এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না
পারিয়া পদুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। হস্তী আসিবার
কালীন আনন্দ স্থবির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের
পদুভাগে স্থিত হইলেন।

১৫। সখা নাগং দমেত্ত্বা নগরা নিক্খমিত্বা বিহারং
 আগন্ত্বা অনেকসহস্বেহি উপাসকেহি অভিহটমহাদানং
 পরিভূজিত্বা তস্মিং দিবসে সন্নিপতিতানং অট্ঠারসকোটি-
 সঙ্ঘাতানং রাজগহবাসীনং আনন্দপদ্বিবিকথং কথেষ্বা চতুরা-
 সীতিয়া পাণসহস্‌সানং ধম্মাভিসময়ে জাতে “অহো,
 মহাগুণো আয়স্মা আনন্দো তথারূপে নাম হিথিনাগে
 অগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচ্ছজিত্বা সখ্য পদুরতো
 অট্ঠাসী”তি থেরস্‌স গুণকথং শুদ্ধ্বা “ন ভিক্খবে,
 ইদানেব পদ্ববেপেস মমথায় জীবিতং পরিচ্ছজিয়েবা”তি
 বহ্বা ভিক্খুদ্বিহি যাচিতে চুলহংস মহাহংস কক্কটকজাতকানি
 কথেসি।

*

*

*

১৫। বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া
 বিহারে চলিয়া আসিলেন। বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়
 বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন।
 সেই দিবসে রাজগহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন।
 ভগবান তাঁহাদিগকে আনন্দপদ্বিবিক ভাবে ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ধর্ম্ম শুনিয়া
 চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান হইয়াছিল। ভিক্ষুরা আনন্দ শ্রবিরের গুণ
 কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন—“অহো আয়স্মান্ আনন্দ মহাগুণ সম্পন্ন, এমন-
 তর প্রকাণ্ড হাতী আসিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া
 ভগবানের পদুরোভাগে স্থিত হইলেন!” শ্রবিরের এই গুণ-কথা শুনিয়া
 ভগবান কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও সে আমার
 জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া
 বলিবার জন্য ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট
 জাতকাদি কহিলেন।

১৬। দেবদত্তস্ সাপি কন্মং নেব পাকটং অহোসি তথা রঞ্ণো মারাপিতত্তা, ন বধকানং পরোজিতত্তা, ন সিলায় পবিদত্তা, পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হিথিনো বিস্-সিঞ্জিতত্তা, তদা হি মহাজনো—“রাজাপি দেবদত্তেনেব মারাপিতো, বধকা পরোজিতা সিলাপি অপবিদ্বা। ইদানি পন তেন নালাগিরি বিস্-সিঞ্জাপিতো এবরুপং নাম পাপকং গহেত্বা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি। রাজা মহাজনস্ কথং সত্ত্বা পণ্ডথালিপাকসতানি নীহরা-পেত্বা ন পুন তস্-সুপট্টানং অগমাসি। নাগরাপিস্-স কুলং উপগতস্-স ভিক্খামত্তম্পি ন অদংসু।

১৭। সো পরিহীনলাভসক্কারো কোহঞেন জীবিতু-

*

*

*

১৬। দেবদত্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্য বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন সমাজে তাহার কন্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কন্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—“দেবদত্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্য বধক নিয়োজিত করিয়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে, এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে।” রাজা লোকজনের এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদত্তের জন্য ষেই পাঁচশত পাতিল ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনরায় তিনি আর তাহার সেবার্থ আসিলেন না। ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না।

১৭। দেবদত্তের লাভ সংকার পরিহীন হইল। অগত্যা কুহক ভাবের দ্বারা [বক-ধাম্মিকের ন্যায়] জীবিকা বিম্বাহ করিবার মানসে

কামো সথারং উপসংকমিহা পণ্ডবথুনি যাচিহা ভগবতা—
 “অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরণ্ণ্যকো হোতু”তি
 পটিক্খিত্তো । কস্‌সাবদুসো বচনং, সোভনং কিং তপা-
 গতস্‌স উদাহু মম বাতি ? অহং হি উক্কট্ঠবসেন এবং
 বদামি—“সাধু ভণ্ঠে, ভিক্‌খু যাবজীবং অরণ্ণ্যকো,
 অস্‌সু পিণ্ডপাতিকা পংসুকূলিকা রুক্‌খমূলিকা,
 মচ্ছমংসং ন খাদেয়্যান্তি’ যো দুক্‌খা মুণিণ্ডতুকামো সো
 ময়া সন্ধিং আগচ্ছতু”তি বহা পক্‌কামি তস্‌স বচনং সুহা
 একচে নবকপব্জিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো
 আহ, এতেন সন্ধিং বিচারিস্‌সমা”তি তেন সন্ধিং একতো
 অহেসুং ।

*

*

*

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পণ্ড বিষয় যাচঞা করিলেন । ভগবান
 কহিলেন—“দেবদত্ত নিম্প্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।”
 এই বলিয়া প্রতিক্বেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন
 করিয়া কহিলেন—“আবদুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ?
 আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভণ্ঠে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজীবন
 অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংশুকুল বা ধূলা
 মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ;
 (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে
 দুক্‌খ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া
 তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন
 কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত ভালইত
 বলিতেছেন, আমরা ইনিহঁর সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত
 মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পণ্ডসতেহি ভিক্খুহি সন্ধিং তেহি পণ্ডহি বখ্হি ল্লেখপসন্নং জনং সঞ্ঞাপেন্তো কুলেসদ্ বিঞ্ঞাপেহ্বা বিঞ্ঞাপেহ্বা ভুজন্তো সঙ্ঘভেদায় পরক্-কম্মি। সো ভগবতা—“সচ্চং কির হ্ং দেবদত্ত, সঙ্ঘভেদায় পরক্কম্মসি চক্কভেদায়া”তি পুট্ঠো “সচ্চং”তি বহ্বা “গরুদকো থো দেবদত্ত, সঙ্ঘভেদো”তি আদীহি ওবাদিতোপি সখ্ বচনং অনাদিয়হ্বা পক্কন্তো আয়স্মন্তং আনন্দং রাজগহে পিণ্ডায় চরন্তং দিম্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আব্দসো আনন্দ অঞ্ঞেব ভগবতা অঞ্ঞে ভিক্খু-সঙ্ঘেন উপোসথং করিস্সামি সঙ্ঘকম্মং করিকরিস্সামী”তি আহ।

১৩। থেরো তমথং ভগবন্তং আরোচেসি। তং বিদিত্বা সখা উম্পন্ন ধম্মসংবেগো হুত্বা “দেবদত্তো স্দেবকস্স

*

*

*

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল। তিনি সেই পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক-গুলাকে বঝাইয়া তাহাদের হইতে ঘাচঞা করিয়া করিয়া খাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্যও পরাক্রম করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের জন্য পরাক্রম করিতেছ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য।” ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ। ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রাজগৃহে আয়ুস্মান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আব্দস আনন্দ, অদ্য হইতে জানিয়া রাখ ভগবানও, ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপোসথ করিব ও সংঘ কম্ম করিব।

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবানের ধর্ম্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। “দেবদত্ত দেব-মনুষ্যালোকের এই অনর্থ

কামো সথারং উপসংকমিত্বা পণ্ডবথুনি যাচিহ্না ভগবতা—
 “অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরণ্ণ্যংকো হোতু”তি
 পটিক্খিত্তো । কস্‌সাবদুসো বচনং, সোভনং কিং তপা-
 গতস্‌স উদাহু মম বাত ? অহং হি উক্কট্ঠবসেন এবং
 বদামি—“সাধু ভণ্তে, ভিক্‌খু যাবজীবং অরণ্ণ্যংকো,
 অস্‌সু পিণ্ডপাতিকা পংসুকুলিকা রুক্‌খমূলিকা,
 মচ্ছমংসং ন খাদেয়্যন্তি” যো দুক্‌খা মুণ্ডিতুকামো সো
 ময়া সন্ধিং আগচ্ছতু”তি বহ্বা পক্‌কামি তস্‌স বচনং সুত্বা
 একচে নবকপব্জিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো
 আহ, এতেন সন্ধিং বিচারিস্‌সমা”তি তেন সন্ধিং একতো
 অহেসুং ।

*

*

*

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পণ্ড বিষয় যাচঞা করিলেন । ভগবান
 কহিলেন—“দেবদত্ত নিম্প্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।”
 এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন
 করিয়া কহিলেন—“আবদুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ?
 আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভণ্ডে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজীবন
 অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংশুকুল বা ধূলা
 মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ;
 (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে
 দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া
 তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন
 কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত ভালইত
 বলিতেছেন, আমরা ইনিহঁর সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত
 মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পশ্চসতেহি ভিক্খুহি সন্ধিং তেহি পশ্চহি বন্ধুহি লুথপ্পসন্নং জনং সঞ্ঞাপেন্তো কুলেসদ্দি বিঞ্ঞাপেন্তো বিঞ্ঞাপেন্তো ভুজন্তো সঙ্ঘভেদায় পরক্কম্মি। সো ভগবতা—“সচ্চং কিরু স্ং দেবদত্ত, সঙ্ঘভেদায় পরক্কম্মসি চক্কভেদায়া”তি পুট্টো “সচ্চং”তি বহ্বা “গরুদকো থো দেবদত্ত, সঙ্ঘভেদো”তি আদীহি ওবাদিতোপি সথু বচনং অনাদিয়িত্বা পক্কন্তো আয়স্মন্তং আনন্দং রাজগহে পিণ্ডায় চরন্তং দিম্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আবদসো আনন্দ অঞ্ঞেব ভগবতা অঞ্ঞে ভিক্খু-সঙ্ঘেন উপোসথং করিস্সামি সঙ্ঘকম্মং করিকরিস্সামী”তি আহ।

১৩। থেরো তমথং ভগবন্তং আরোচেসি। তং বিদিত্বা সথা উম্পন্ন ধম্মসংবেগো হুত্বা “দেবদত্তো সদ্দেবকস্স

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল। তিনি সেই পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক-গুলাকে বঝাইয়া তাহাদের হইতে যাচঞা করিয়া করিয়া খাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্যও পরাক্রম করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের জন্য পরাক্রম করিতেছ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য।” ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ। ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রাজগৃহে আয়ুস্মান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আবদস আনন্দ, অদ্য হইতে জানিয়া রাখ ভগবানও, ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপোসথ করিব ও সংঘ কম্ম করিব।

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। “দেবদত্ত দেব-মনুষ্যালোকের এই অনর্থ

লোকস্স অনর্থানিস্সিতং অন্তনো অবীচিম্হি পচ্চনক
কম্মং করোতী”তি পরিবিতক্কেদ্বা—

“সদ্ধরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,
যং চে হিতং সাধুং তং বে পরমদুদ্ধরং”তি ।

ইমং গাথং বহ্বা পদ্বন ইমং উদানং উদানেসি :—

“সদ্ধরং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুদ্ধরং,
পাপং পাপেন সদ্ধরং পাপম্মরিয়েহি দুদ্ধরং”তি ।

২০ । অথ থো দেবদত্তো উপসথদিবসে অন্তনো পরিসায়
সদ্ধিং একমন্তং নিসাদিহ্বা—“ষস্সিমানি পণ্ডবথুনি

*

*

*

করার দরদ্বন নিজেকে অবীচিতে পদ্ধ করার কারণ করিতেছে ।” এই চিন্তা
করিয়া ভগবান সংবেগ চিন্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

‘অসাধু ও আপনার অহিতকর কম্ম’ করা সহজ, কিন্তু
যাহা প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কম্ম’ অতিশয় দুদ্ধর ।’

এই গাথা কহিরা পদ্বনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করা সদ্ধর,
পাপীজনে সাধুকাজ করা দুদ্ধর ;
পাপীজনে পাপকাজ করা সদ্ধর,
আর্যগণে পাপকাজ করা দুদ্ধর ।”

২০। অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদের সহিত
কোনও এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন—“ষাহার এই পাঁচটি বিষয়

খম্ভিত সৌ সলাকং গণ্হতু”তি বহ্না পণ্ডসতেহি বজ্জিপদুত্ত-
কেহি নবকেহি অম্পকতণ্ডুহি সলাকায় গহিতায় সম্বৎ
ভিন্দিহ্বা তে ভিক্খু আদায় গয়াসীসং অগমাসি । তস্
তথ গতভাবং সুহ্ম তেসং ভিক্খুনং আনয়নথায় হে
অগ্গসাবকে পেসিসি । তে তথ গম্ভা আদেসনা পাটি-
হারিয়ান্দুসাসনিয়া চ ইন্ধি পাটিহারিয়ান্দুসাসনিয়া চ অন-
দুসাসন্তা তে অমতং পায়েহ্বা আদায় আকাসেনাগমিসু ।

২১। কোকালিকো পি থো—“উট্টেহি আবুসো
দেবদত্ত, নীতা তে ভিক্খু সারিপদুত্তমোগ্গল্লানেহি, নন্দ
হুং ময়া বদন্তো ‘মা আবুসো, সারিপদুত্তমোগ্গল্লানে বিস্-
সাসী’”তি । পাপিচ্ছা সারিপদুত্তমোগ্গল্লানা পাপিকানং
ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহ্না জনকেন হৃদয়মজ্জ্বৈ পহরি ।

*

*

*

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেই] গ্রহণ কর ।” নূতন প্রব্রজিত অম্পবুদ্ধি
সম্পন্ন পাঁচশত বজ্জিপদুত্ত শলাকা গ্রহণ করিলেন । দেবদত্ত সেই ভিক্ষু
গণকে লইয়া সম্বভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন । তিনি তথায়
গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জন্য ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে
পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্য্য যুক্ত দেশনা অনুশাসন
দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ ভিক্ষুগণকে
অহংকৃত্য প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে
আগমন করিলেন ।

২১। তখন কোকালিক* যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—“আবুস
দেবদত্ত, শয্যা ত্যাগ কর, শারিপদুত্তমৌগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া
যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—‘আবুস, শারিপদুত্ত
মৌগল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার
বশীভূত । এই বলিয়া সে জানুদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

* দেবদত্তের অগ্রশ্রাবক ।

তস্‌স তথেব উণ্‌হং লোহিতং মদুখতো উগ্‌গাঙ্‌গি ।
 আয়স্মন্তং পন সারিপদন্তং ভিক্‌খুসঙ্‌ঘপরিবদন্তং আকাসে-
 নাগচ্ছন্তং দিম্বা ভিক্‌খু আহংসদু—“ভন্তে আয়স্মা ।
 সারিপদন্তো গমনকালে অন্তদুর্‌তিয়ো গতো, ইদানি মহা-
 পরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সথা—“ন ভিক্‌খবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিব্‌-
 বত্তকালোপি মম পদন্তো মম সন্তিকং আগচ্ছন্তো সোভতি
 য়েবা”তি বহু—

“হোতি সীলবতং অথো পটিসন্‌হারবুদ্‌ত্তিনং,
 লক্‌খণং পস্‌স আয়ন্তং ঐতিসঙ্‌ঘ পদুরক্‌খতং ;
 অথ পস্‌সসিমং কালং সুবিহীনং ব ঐতিহী”তি ।

*

*

*

সেখানেই দেবদন্তের মদুখ হইতে গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসঙ্‌ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আয়ুস্মান্‌ শারিপদ্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—“ভস্‌সে, আয়ুস্মান্‌ শারিপদ্র যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া একজন মাত্র গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত্ত হইয়া আসিবার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন হইয়াও আমার পদ্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।” এই বলিয়া লক্ষণমৃগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সচ্‌চারিত্ত, আদর্শ সেবাপরায়ণের সর্বত্র সৌভাগ্য লাভ হয় ।

জ্ঞাতি সঙ্‌ঘের অগ্রগামী হইয়া লক্ষণ মৃগ আসিতেছে, দেখ ।

আর জ্ঞাতিগণ পরিহীন এই কালমৃগের অবস্থা দর্শন কর ।”

ইদং জাতকং কথোসি ।

২২ । পদুন ভিক্খুহি—“ভন্তে, দেবদত্তো কিরু দে
অপ্গসাবকে উভোসদ্দ পস্‌সেসদ্দ নিসীদাপেহ্বা ‘বুদ্ধলীল-
হায় ধম্মং দেসিস্‌সামী’তি তুম্‌হাকং অনর্দ্ধকিরিয়ং করী”তি
বুত্তে—

“ন ভিক্খবে, ইদানেব, পদুব্বেপেস মম অনর্দ্ধকিরিয়ং
কাতুং বায়মি, ন পন সন্ধী”তি বহ্বা—

“অপি বীরক পস্‌সেসি সন্ধুং মজ্জুভাগকং-

ময়দুরগীবসংকাসং পতিং ময়্‌হং সবট্ঠকং ।”

“উদক থল চরস্‌স পক্‌খিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনো,
তস্‌সান্দকরং সবট্ঠকো সেবালে পলিগদ্বিষ্ঠতো মতো”তি ।

*

*

*

২২ । পদুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন—ভন্তে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধর্ম
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে তাহার উভয় পার্শ্বে
বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল ।” ভিক্ষুগণ এইরূপ বলিলে ভগবান
বলিলেন :—

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করিবার
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন কাহিনী
বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এই গাথা দুইটি কহিলেন :—

হে বীরক, মধুরভাষী, ময়দুর-গ্রীব আমার পতি সবট্ঠক
পক্ষীকে দেখিয়াছেন কি ?”

বীরক কহিল :—

“নিত্য কাঁচা মৎস্য ভোজী জলচর ও স্থলচর যে পক্ষী
আছে, তাহার অনুকরণ করিয়া সর্বাধিক শৈবালে জড়িত
হইয়া মরিয়া গিয়াছে ।”

আদিনা জাতকং কথেন্না অপরাপরেসুপি দিবসেসু
তথারুপি মেব কথং আরম্ভ :—

“অচরি বতায়ং বিতুদং বনানি
কট্টঙ্গরুদ্ধক্খেসু অসারকেসু,
অথাসদা খদিরং জাতসারং
যথবিডদা গরুলো উত্তমঙ্গ”তি ।

“লসী চ তে নিপ্ফলিতা মথকো চ বিদালিতো,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা অজ্জ থো ভুং বিরোচসী”তি চ ।
এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতএৎথে দেবদন্তোতি কথং আরম্ভ :—

*

*

*

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অন্যান্য দিবসেও সেইরূপ কথা
প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাধ্বয়
কহিলেন :—

“এই গরুড় অসার কাষ্ঠের বনে বিচরণ করিয়া,
চণ্ড দিয়া তাহা বিদারণ করিয়াছে ;
কিন্তু যখন সারবান খদিরে ঘা দিল,
তখন তাহার তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”
“তোমার মস্তক বিদালিত, মস্তিষ্ক বিগলিত এবং
সকল অস্থি চূর্ণকৃত হইল আজ তুমি বিরোচিত হইয়াছ ।”

২৪ । পুনরায় দেবদন্তের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে জবাবকূন জাতকটি কহিয়া
এই গাথাধ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“অকরম্ হস তে কিচ্চং বলং অহুবম্ হসে,
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে ।”

“মম লোহিত ভক্ থস্ নিচ্চং লন্দানি কুব্বতো,
দন্তন্তরগতো সন্তো তং বহুং যম্ হি জীবসী”তি ।

আদীনি জাতকানি কথেসি । পুন বধায় পরিসক্কনং
পনস্ আরব্ভ :—

“এণামেতং কুরুঙ্গস্ যং স্বং সেপগ্নি সেয়াসি,
অঞ্ঞং সেপগ্নিং গচ্ছামি ন মে তে রুচ্চতে ফলং”তি ।
আদীনি জাতকানি কথেসি ।

*

*

*

“ম্গরাজ নমস্কার, যথাসক্তি আপনার কাজ করেছে,
তাহা কি স্মরণ হয় ? তার কিছ্ প্রতিদান কি
আমার ভাগ্যে আছে ? তাহা জানিতে মন বড়
উৎসুক ।”

ম্গরাজ কহিল :—

“নিত্য পশু বধ করিয়া রক্তপায়ী আমার দন্তের
ভিতরে প্রবেশ করিয়া তবুও যে বাঁচিয়া আছ,
ইহাই তোমার নিমিস্ত ষথেষ্ট পদ্রস্কার ।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা প্রসঙ্গে কুরুঙ্গম্গ জাতক কহিয়া এই
গাথাটি বলিলেন :—

“ওহে সপ্তপর্ণী, তুমি যেই ফল ফেলিতেছ,
কুরুঙ্গ ম্গের কাছে তাহা অবিদিত নহে ;
সেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণী তলে চলিলাম,
তোমার এই ফলে আমার কিছ্ মাত্র রুচি নাই ।”

২৪। এবং রাজগৃহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো
দেবদত্তো লাভসংকারতো চ সামঞ্ণতো চাতি কথাসু
পবত্তমানাসু—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পদ্ববেপেস
পরিহীনো য়েবা”তি বত্তা—

“অক্খি ভিন্ণা পটো নট্টো সখীগেহে চ ভণ্ডনং,
উভতো পদট্টকম্মন্তো উদকম্হি থলম্হি চা”তি ।

আদীন জাতকানি কথেসি । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো
দেবদত্তং আরম্ভ বহুনি জাতকানি কথেন্না রাজগৃহতো
সাব্বাংগং গন্ত্বা জেতবনবিহারে বাসং কম্পেসি ।

*

*

*

২৪। এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভসংকার
ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া ভিক্ষুদের
মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কেবল
এখন নহে পদ্বর্ষেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল ।” এই বলিয়া সেই
পদ্বর্ষ কাহিনী উভতোল্লস্ট জাতক কহিলেন । জাতক বলার পর এই
গাথাটি কহিলেন :—

“পতির চক্ষুঃগল নষ্ট ও বস্ত্রচুরী হইল,
সখীর ঘরে বিবাদ করিয়া পত্নী শাস্তি পাইল ;
[বড়শী জীবী প্রদুষ্ট মনে অন্যায় আচরণ করায়]
জলে স্থলে দুই দিকেতে ভারি বিপত্তি ঘটিল ।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি
জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে প্রাবল্লীতে গেলেন । তথায় তিনি জেতবন
বিহারে বাস করিতে লাগিলেন ।

২৫। দেবদত্তোপি থো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিমে
কালে সথারং দট্ঠকামো হুত্তা অন্তনো সাবকে আহ—
অহং সথারং দট্ঠকামো, তং মে দস্‌সেথা”তি বুদ্ধে—

“হং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী হুত্তা অচরি ন ময়ং
তং তথ নেস্‌সামা”তি বুদ্ধে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সথ পন
ময়ি কেসগ্গমত্তোপি আঘাতো নথি। সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তম্‌হি চোরে অঙ্গুলি মালকে,
ধনপালে রাহুলে চেব সব্বথ সমমানসো”তি।

*

*

*

১৩

২৫। দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অস্তিম
কালে ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছায় তাঁহার শ্রাবকগণকে কহিলেন—“আমি
ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে আমায় দেখাও।”

তাঁহার কথা শ্রুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল—“তোমার যখন শক্তি ছিল,
তখন ভগবানের সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছ ; আমরা তোমাকে তথায়
নিব না।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিলেও,
ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শত্রুতা পোষণ করেন নাই। সেই
ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“হত্যাকারী দেবদত্ত, দস্যু অঙ্গুলীমাল, ধনপাল হস্তী
ও পুত্র রাহুল সকলের প্রতি আমার সমান মনোভাব।”

“দস্‌সেথ মে তং ভগবন্তং”তি পদ্বনপ্পদ্বনং য়াচি ।”

২৬। অথ নং তে মণ্ডকেনাদায় নিক্‌খমিস্দু । তস্‌স আগমনং সুহ্মা ভিক্‌খু সথ্‌দু আরোচেস্দু—‘ভস্‌সে, দেবদত্তো কির তুম্‌হাকং দস্‌সনথায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্‌খবে, সো তেনত্তভাবেন মং পস্‌সিতুং লভিস্‌-সতী”তি ।

ভিক্‌খু কির পণ্ডনং বথ্‌দ্বনং আয়াচিতকালতো পট্‌ঠায় পদ্বন বুদ্ধে দট্‌ঠং ন লভন্তি, অয়ং ধম্মতা ।

“অস্দুকট্‌ঠানং চ অস্দুকট্‌ঠানং চ আগতো ভন্তে”তি ।

“যং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্‌খবে, পস্‌সিতুং লভিস্‌সতী”তি ।

“ভন্তে, ইতো যোজনমত্তং আগতো, অড্‌টয়োজনং,

*

*

*

“আম্মায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পদ্বনঃপদ্বন যচ্ছা করিতে লাগিলেন ।

২৬। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মণ্ডকের উপর লইয়া বাহির হইল । দেবদত্ত আসিতেছে, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন— “ভস্‌সে, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যচ্ছা করা অবধি পদ্বনঃ আর বুদ্ধের দর্শন পায় না ; এইটা ধর্মতঃ নিয়ম ।

“ভস্‌সে, সে অম্লক অম্লক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কিন্তু আমার দর্শন পাইবে না ।”

“ভস্‌সে, সে জেতবন হইতে এক যোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্দ্ধ যোজন,

গাব্দুতং, জেতবন পোক্খরণী সমীপে আগতো”তি ।

“সচে অস্তো জেতবনংপি পবিসতি নেব মং পস্‌সিতুং লভিস্‌সতী”তি ।

২৭। দেবদত্তং গহেহা আগতা জেতবনপোক্খরণীতীরে মণ্ডং ওতারেহা পোক্খরনিং নহায়িতুং ওতরিংস । দেবদত্তোপি থো মণ্ডতো ব্দুট্টায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেহা সিসীদি । পাদা পঠবিং পবিসিংসু । সো অনুদ্ধমেন যাব গোপ্‌ফকা, যাব জন্মুকা, যাব কটিতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিত্বা হনুদ্ধকট্ঠিকস্‌স ভূমিয়ং পতিট্ঠিত কালে :—

*

*

*

এক গব্দ্যতি*, “জেতবন প্‌স্করিণীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদি সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার দর্শন পাইবে না ।”

২৭। দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন প্‌স্করিণীর তীরে মণ্ড নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য প্‌স্করিণীতে অবতরণ করিল । দেবদত্তও নাকি মণ্ড হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া বসিলেন । তখন তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুদ্ধমে তাঁহার পায়ের গোড়ালি, জান্দু, কটি শুন ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যখন হনুদ্ধাঙ্ঘ্রি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন :—

“ইমৌহি অট্ঠীহি তমগ্গপদুগ্গলং
 দেবাতি দেবং নরদম্ম সারথিং,
 সমন্তচক্খুং সতপ্পাএৎঞলক্খণং
 পাণেহি বুদ্ধং সরণং গতোম্মী”তি ।

ইমং গাথমাহ ।

২৮ । ইদং কির ঠানং দিম্বা তথাগতো দেবদত্তং
 পব্বাজেসি । সচে হি সো ন পব্বজিস্স গিহী হুত্বা
 কম্মণ্ড ভারিয়ং অকরিস্স, আয়তিভবস্স চ পচ্চয়ং কাতুং
 ন সক্খিস্স । পব্বজিত্বা পন কিণ্ণাপি কম্মং ভারিয়ং
 করিস্সতি, আয়তিভবস্স পচ্চয়ং কাতুং সক্খিস্সতীতি ।
 তেন তং সথা পব্বাজেসি । সো হি ইতো সতসহস্স-
 কম্পমথকে অট্ঠিস্সরো নাম পচ্ছেকবুদ্ধো ভবিস্সতি ।
 সো পঠবিং পবিসিত্বা অবীচিমহি নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

*

*

*

“দেবাতিদেব, সমন্তচক্ষু, নরদম্মা সারথি, শত পদ্য লক্ষণ,
 সেই অগ্রপদুগল বুদ্ধকে এই অস্থিকঙ্কাল ও
 জীবন দ্বারা শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গদ্রুতর কম্ম
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গদ্রুতকম্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন । তিনি
 এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্ঠিস্সর’ নামক ‘পচ্ছেক’ বুদ্ধ হইবেন । তিনি
 পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিচ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরক্তভাবে পন নিচ্চলো হুদ্বা পচ্চত্ৱীতি যোজন-
সতিকে অন্তো অবীচিম্হি যোজন সত্ৱবেধমেবস্
সরীরং নিব্ৱত্তি । সীসং যাব কল্লসক্খলিতো উপরি
অয়কপালং পার্বিস, পাদা যাব গোপ্ফকা হেট্ঠা অয়পঠ-
বিয়ং পবিট্ঠা । মহাতালক্খন্ধ পরিমাণং অয়সূলং
পচ্ছিম্ভিত্তো নিক্খমিত্তা পিট্ঠিম্ভাং ভিন্দিত্বা উরেন
নিক্খমিত্তা পদ্বাখিমং ভিত্তিং পার্বিস । অপরং দক্খিণ
ভিত্তিতো নিক্খমিত্তা দক্খিনপস্ং ভিন্দিত্বা উত্তরপস্
সেন নিক্খমিত্তা উত্তর ভিত্তিং পার্বিস । অপরং উপরি
কপল্লতো নিক্খমিত্তা মথকং ভিন্দিত্বা অধোভাগেন
নিক্খমিত্তা অয়পঠবিং পার্বিস । এবং সো তথ নিচ্চলো
হুদ্বা পচ্চতি ।

২৯। ভিক্খু—“এত্ৱকং ঠানং আগন্ত্বা দেবদত্তো সথারং
দট্ঠুং অলভিত্তাব পঠবিং পবিট্ঠো”তি কথং
সমুট্ঠাপেসুং ।

*

*

*

অপরাধ করার দরুন নিশ্চল ভাবে পরিপক্ক হইবার জন্য শত যোজন উচ্চতা
সম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপন্ন হইল । তাঁহার
মস্তক কণ্ঠের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উপরের লৌহপাটে প্রবেশ করিল, পায়ের
গদূল্ফ পর্য্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল, মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ
লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া
বক্ষঃস্থল দিয়া বাহির হইয়া পদ্বর্ষদিকের ভিত্তিতে প্রবেশ করিল । অন্য
একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া
উত্তর পার্শ্বে বাহির হইয়া উত্তর ভিত্তিতে প্রবেশ করিল । অন্য একটি
উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া অধোভাগে বাহির
হইয়া লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া
পরিপক্ক হইতে লাগিলেন ।

২৯। ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—“দেবদত্ত এতদূরে আসিয়া
ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

সথা—“ন ভিক্খবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরিষ্খিত্বা
পাঠবিং পাবিসি, পদ্ববোপি পবিট্ঠো য়েবা”তি বহ্বা
হঁথিরাজ কালে মগ্গমূলহং পদ্বরিসং সমস্সাসেস্বা অন্তনো
পিট্ঠিং আরোপেস্বা থেমন্তং পাপিভেন তেন পদ্বন
তিক্খত্তুং আগন্ত্বা অগ্গট্ঠানে. মজ্জিমট্ঠানে, মূলোতি
এবং দন্তে ছিন্দিহা ততিয়বারে মহাপদ্বরিসস্স চক্খদুপথং
অতিকমন্তস্স পঠবিং পবিট্ঠভাবং দীপেতুং—

“অকতএঃএদু পোপস্স নিচ্চং বিবরদস্সিনো,

সব্বং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অভিরাধয়ে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথেস্বা পদ্বনপি পদ্বনপি তথৈব কথায়
সমদ্বট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরিষ্খিত্বা কলা-

*

*

*

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার প্রতি
অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পদ্বর্ষেও সে এইরূপ
প্রবেশ করিয়াছে।” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পঞ্চদশ পদ্বর্ষকে
আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌঁছাইয়া দিল ;
সে পদ্বনঃপদ্বনঃ তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ ও
মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপদ্বর্ষের চক্ষুদুপথ অতিক্রম
করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্য এই
গাথাটি কহিলেন :—

নিত্য ছিদ্র অব্বেষণকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি

সমগ্র পৃথিবী দান করা যায় তথাপি তাহাকে

সন্তুষ্ট করিতে পারে না ।

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পরেও সেইরূপ কথা
পদ্বনঃপদ্বনঃ উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলাবদুরাজ নিজে

বদ্রাজভূতস্ তস্ পঠবি পবিট্ঠভাবং দীপেতুং খন্তি
বাদীজাতকং চুল্লধম্মপালভূতে অন্তনি অপরিজ্ঞাত্বা মহা-
পতাপরাজভূতস্ তস্ পঠবিং পবিট্ঠভাবং দীপেতুং
চুল্লধম্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১। পঠবিং পবিট্ঠে পন দেবদত্তে মহাজনো হট্ঠতু-
ট্ঠো ধজপটাকা কদলিয়ো উস্ সাপেত্বা পদ্মঘটে ঠপেত্বা
“লাভা বত নো*” তি মহন্তং ছনং অনুভোতি, তমথং
ভগবতো আরোচেসং । ভগবা—“ন ভিক্খবে, ইদানেব
দেবদত্তে মতে মহাজনো তুস্ সতি, পূর্বোপি তুস্-
সিষেবা”তি বত্বা সত্ত্বজনস্ অস্পিয়ে, চণ্ডে ফরুসে
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনস্ তুট্ঠভাবং
দীপেতুং—

*

*

*

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ক্ষান্তি
বাদী জাতক কহিলেন । বোধিসত্ত্ব চুল্লধম্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে
তাহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ
করিয়াছিল ; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুল্লধম্মপাল জাতক
কহিলেন ।

৩১। দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট
হইয়া ধজা-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পদ্মঘট স্থাপন
করিল । “আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন—“ভিক্ষুগণ,
দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা নহে,
পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলেই অপ্রিয়, উদ্ধত, নিষ্ঠুর
বারাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সন্তুষ্টিভাব বর্ণনা করিবার জন্য
ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন—

* সিং—জেঃ ।

“সব্বো জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন,
 তস্মিং মতে পচ্ছয়া বেদিয়ন্তি ।
 পিয়ো নু তে আসি অকণ্হেনেত্তো,
 কস্মা নু ত্বং রোদসি দ্বারপাল ?”
 “ন মে পিয়ো আসি অকণ্হেনেত্তো,
 ভায়ামি পচ্ছাগমনায় তস্-স ;
 ইতো গতো হিংসেয়্য মচ্চ রাজং,
 সো হিংসিতো আনয়েয়্য পুন হধতি ।”

ইদং পিঙ্গলজাতকং কথেসি ।

৩২। ভিক্ষু সথারং পদুচ্ছিংসু—“ইদানি ভন্তে,
 দেবদত্তো কুহিং নিব্বত্তো”তি ?

*

*

*

পিঙ্গলের দ্বারা সকল মানুষ উৎপীড়িত ছিল, তাহার মৃত্যুতে
 জনগণ প্রত্যয় বা অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে । দ্বারপাল !
 পিঙ্গল-লোচন কি তোমার প্রিয় ছিল ? তুমি কেন রোদন
 করিতেছ ?”

“পিঙ্গল-লোচন আমার প্রিয় ছিলেন না, তাহার পুনরাগমনের
 ভয়েই রোদন করিতেছি । এইলোক হইতে গিয়া তিনি যদি
 যমরাজকে হিংসা করেন তবে উপদ্রুত যমরাজ তাঁহাকে পুনঃ
 এইস্থানে আনয়ন করিতে পারেন ।”

এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন ।

৩২। ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভণ্ডে, এখন দেবদত্ত
 কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্খবে”তি ।

“ভন্তে, ইধ তম্পন্তো বিচরিত্বা পদ্বন গন্ড্বা তম্পনট্টানে
যেব নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্খবে, পব্বজিত্বা বা হোন্তু গহট্টা বা
পমাদবিহারিনো উভয়থ তম্পন্তি য়েবা”তি বহ্বা ইমং
গাথমাহ :—

ইধ তম্পতি পেচ্চ তম্পতি

পাপকারী ভয়থ উতম্পতি,

পাপং মে কতন্তি তম্পতি

ভীয়ো তম্পতি দদুগ্গতিং গতো”তি । ১৭

৩৩ । তথ—“ইধ তম্পতী”তি—ইধ কস্মতম্পনেন
দোমনস্ মন্তেন তম্পতি ।

*

*

*

“অবীচি মহানরকে ভিক্কুগণ !”

“ভন্তে, সে ইহলোকে অনৃতপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পদ্বনঃ ও কি
অনৃতপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“হাঁ ভিক্কুগণ, যাহারা প্রমত্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত হউক
অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অনৃতপ্ত হয় ।” এই বলিয়া এই
গাথাটি কহিলেন :—

“পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই—

মনস্তাপ ভোগ করে । আমার দ্বারা পাপ কৰ্ম্ম করা হইয়াছে,

এই ভাবিয়া সে অনৃতপ্ত হয় এবং দদুগ্গতি প্রাপ্ত হইয়া

অধিকতর সন্তপ্ত হয় ।” ১৭

৩৩ । তথায়—“ইহলোকে তাপ পায়”—ইহলোকে পাপকৰ্ম্ম করিবার
সময় দৌৰ্দ্দমন্যের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচ্ছা”তি—পরলোকে পন বিপাকতম্পনেন অতি দারুণেন অপায়দুঃখেন তম্পতি ।

“পাপকারী”তি—নানাপকারস্ পাপস্ কত্তা ।

“উভয়থা”তি—ইমিনা বদন্তম্পকারেন তম্পনেন উভয়থ তম্পতি নাম ।

“পাপম্মে”তি—সো হি কম্মতম্পনেন তম্পন্তো পাপম্মে কতন্তি তম্পতি তং অম্পমত্তকং তম্পনং, বিপাকতম্পনেন পন তম্পন্তো ।

“ভীয়ো তম্পতি দুঃগতিং গতো”তি—অতি ফরুসেন তম্পনেন অতিবিয় তম্পতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপনাদয়ো অহেসদং, দেসনা মহাজনস্ সাথিকা জাতাতি ।



*

*

*

“তাপ পরলোক”—পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায় দুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”—নানা প্রকার পাপ কস্মের কত্তা ।

“উভয়লোকে”—ইহ-পর-লোক, উক্ত প্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“পাপ” করিয়াছি ব’লে মনে তাপ পায়”—সে ‘পাপ কস্ম করিয়াছি’ বলিয়া পাপকস্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অত্যন্ত মাত্র ।

“দুঃগতি গমনে ততোধিক তাপ পায়”—দুঃগতি স্থানে গমন করিয়া অধিকতর নিদারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা জনগণের সাথক হইয়াছিল ।



সুমনাদেবিয়া বখ্ । ১০

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
সুমনাদেবিং আরম্ভ কথেসি ।

১। সার্বথিয়ং হি দেবসিকং অনার্থপিণ্ডকস্ স গেহে
দে ভিক্খু সহস্ সানি ভুঞ্জন্তি । তথা বিসাখায় মহাউপা-
সিকায় । সার্বথিয়ং চ যো যো দানং দাতুকামো হোতি
সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব করোতি । কিং
কারণা ? তুম্ হাকং দানগ্গং অনার্থপিণ্ডকো বা বিসাখা
বা আগতা”তি পদুচ্ছিহ্বা “নাগতা”তি বদন্তে সতসহস্ সং
বিস্ সজেজ্জহ্বা কতদানম্পি “কিং দানং নামেতং”তি গরহন্তি ।
উভোপি তে ভিক্খুসংঘস্ স রুচিৎ চ অনদুচ্ছবিবকিকিচ্চানি

*

*

*

সুমনাদেবীর উপাখ্যান । ১০

“ইহলোকে নন্দিত হয়” এই ধম্ম দেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান
করিবার সময় সুমনাদেবীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১। শ্রাবস্তীতে অনার্থপিণ্ডকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনাথ পিণ্ডক ও বিশাখা
এই দুই জনের অবকাশ লইয়া দানকাৰ্য্য আরম্ভ করেন । কেন না
লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন—“তোমাদের দানকাৰ্য্য অনার্থপিণ্ডক অথবা
বিশাখা আসিয়াছেন কি না ?” যদি “আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা হইলে
শত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা কি দান !”
বলিয়া উপহাস করেন । তাঁহারা উপাসক উপাসিকা দুইজনেই
ভিক্ষুসংঘের অভিরুচি ও অনুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন ।

চ অতিবিষয় জানন্তি । তেসু বিচারেণ্ডেসু ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সব্বে দানং দাতুকামা তে গহেহাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা—“কো নু খো মম ঠানে ঠত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিস্সতী”তি উপধারেন্তী পদন্তস্স ধীতরং দিস্সা তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তস্সা নিবেসনে ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদ্দং নাম জেট্ঠধীতরং ঠপেসি । সা ভিক্ষুং বেয়াবচ্ছং কেরোন্তী, ধম্মং সুগন্তী’ সোতাপন্ন হুত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদ্দং ঠপেসি । সাপি তথৈব কেরোন্তী, সোতাপন্ন হুত্বা পতিকুলং গতা ।

২ । অথ সুম্নাদেবীং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি ।

*

*

*

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা যথারূচি আহাৰ করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরিবেশন করিতে পারেন না । তাই বিসাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ?” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার পুত্রের কন্যাকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করিলেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন । অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্দাকে তাঁহার কাজের ভার অপর্ণ করিলেন । এই অবসরে মহাসুভদ্দা ধৰ্ম্মকথা শুনিয়া স্নোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন । অনন্তর তিনি স্বামীদেবীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কন্যা ছোট সুভদ্দার উপর এই কাজের ভার অপর্ণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে স্নোতাপন্ন হইয়া পতিকুলে চলিয়া গেলেন ।

২ । অতঃপর তাহার ছোট মেয়ে সুম্নাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

সা পন সকদাগামিফলং পত্না কুমারিকাব হৃদ্বা তথারূপেন
অফাসদুকেন আতুরা আহারূপচ্ছেদং কত্বা পিতরং
দট্টদুকামা হৃদ্বা পক্কোসাপেসি । সো একস্মিং দানগেংগ
তস্সা সাসনং সদুত্তাব আগস্তা—“কিং অস্মি সুমনে ?”তি আহ ।

সাপি নং আহ—“কিং তাত কণিট্ঠভাতিকা”তি ?

“বিম্পলপসি অস্মা”তি ?

“ন বিম্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্মা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিট্ঠভাতিকা”তি ।

৩। এতুকং বত্বায়েব পন সা কালমকাসি । সো
সোতাপনোপি সমানো সেট্ঠিধীতিরি উপ্পন্নসোকং অধি-
বাসেতুং অসক্কোস্তো ধীতু সরীরীকচ্চং কারেত্বা রোদন্তো
সথদু সন্তিকং গন্ত্বা “কিং পহপতি, দুক্খি দুস্মনো

*

*

*

ইনি সকদাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবস্থাতেই ছিলেন ।
এসময় তাঁহার রোগ হয় ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন ।
মৃত্যুর আসন্ন কাল বদ্বীয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন ।
তখন অনার্থপিণ্ডক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে । তিনি মেয়ের রোগসংবাদ
শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা
সুমনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“মা প্রলাপ বকিতেছে ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।”

৩। এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠী স্নোতাপন্ন হইলেও
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

অস্‌সদ্‌মুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বদন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে ! সদ্‌মনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি ? ননদ্‌ সর্ব্বেসং একসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভন্তে, এবরূপা পন মে হিরোত্তম্পসম্পন্না
ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচ্ছ পট্টাপেতুং অসক্কোন্তী
পিপ্পলপমানা মতাতি মে অনম্পকং দোমনস্‌সং
উপমজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্ঠী”তি ?

‘অহং তং ভন্তে, ‘অস্ম সদ্‌মনে’তি আমন্তেসিং, অথ মং
আহ ‘কি তাত কণিট্ঠ ভাতিকা”তি ? ততো “বিপ্পলপসি
অস্মা”তি ? “ন বিপ্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্মা”তি ? “ন ভায়ামি কণিট্ঠ ভাতিকা”তি ।

*

*

*

ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—“কি গৃহপতি, তুমি যে দঃখিত মনে, অশ্রুদ্রুখে
কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন—“আমার
মেয়ে ভন্তে, সদ্‌মনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই জন্য এত অনুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না, সকলেরই
মৃত্যু একান্ত অনিবার্য ?”

“তাহা-ত জানি ভন্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা, পাপকে বড় ভয়
করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে পারিল
না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় দঃখ
উৎপন্ন হইতেছে ।”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠী ?”

“আমি ভন্তে, তাহাকে ‘মা সদ্‌মনে’ বলিয়া ডাকিলাম ; সে আমাকে জবাব
দিল—‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপরে আমি বলিলাম—‘প্রলাপ বকিতেছ মা ?
‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা । ‘ভয় পাইতেছ মা ?’ না ভয় পাইতেছি

এতকং বহা কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ—“ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিম্পলপতী”তি ।

“অথ কম্মা এবমাহা”তি ?

“কণিট্ঠত্তায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তয়া মহল্লিকা, ঙ্গং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে স্কদা-গামিনী ; সা মগ্গফলেহি মহল্লিকত্তা এবমাহা”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং গহপতী”তি ।

“ইদানিং কুহিং নিব্বত্তা ভন্তে”তি ।

“তুসিতভবনে গ্হপতী”তি বদন্তে—

“ভন্তে, মম ধীতা ইধ ঞ্জাতকানং অন্তরে নন্দমানা

* * *

না কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।” এতদূর বলিয়া মারা গেল ।

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—“মহাশ্রেষ্ঠী তোমার মেয়ে প্রলাপ বকে নাই ।”

“তবে এরূপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কন্যা মার্গফল হিসাবে তোমা হইতে বড় । তুমি নাকি স্নোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল স্কদাগামিনী, সে মার্গফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“হাঁ, গ্হপতি ! তাই আর কি ।”

“ভন্তে, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুষিত ভবনে গ্হপতি ।”

“ভন্তে, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতীগণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া

বিচাৰিছা ইতো গন্ধাপি নন্দনট্টাণেয়েব নিব্বত্তা”তি ?

অথ নং সংখা—“আম গৃহপতি, অম্পমত্তা নাম গহট্টা বা পব্বজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দতি য়েবা”তি বস্বা ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপ্দ্দণ্ণেণো উভয়থ নন্দতি,
প্দ্দণ্ণেম্মে কতন্তি নন্দতি ভিয়ো নন্দতি স্দগ্গতিং
গতো”তি । ১৮

৫। তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মনন্দনেন নন্দতি ।

“পেচ্চা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি ।

“কতপ্দ্দণ্ণেণো”তি—নানম্পকারস্ স প্দ্দণ্ণেস্ স কত্তা ।

*

*

*

প্দ্দনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপন্ন হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—“হাঁ গৃহপতি, যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক, অথবা প্রব্রজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

কৃতপ্দ্দণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থই আনন্দিত
হন । আমার দ্বারা প্দ্দণ্য কৰ্ম্ম করা হইয়াছে, ইহা স্মরণ
করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং স্দগতি প্রাপ্ত হইয়া
তিনি আরও পরমানন্দ লাভ করেন । ১৮

৫। তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কৃতপ্দ্দণ্যব্যক্তি”—নানা প্রকার প্দ্দণ্যকৰ্ম্মের কত্তা ।

“উভয়থাতি” ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপন্তি
নন্দতি ; পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পদ্মঞ্জে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পদ্মঞ্জে কতন্তি
সোমনসসমন্তকেন বা কস্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনে পন সুগতিং গতো সন্ত-
পঞ্জে বসস্কোটয়ো সট্ঠিও বসসতসহস্‌সানি দিব-
বসম্পত্তিং অনুভবন্তো তুসিতপদুরে অতিবিয় নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়াসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং । মহা-
জনস্‌স সাথিকা ধম্মদেসনা জাতা”তি ।



*

*

*

“উভয় লোক”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই, এই
মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব করিয়া
আনন্দিত হয় ।

“আমি পদ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হইতেছে—
‘আমি পদ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমনস্যের দ্বারা অথবা কর্ম আনন্দের দ্বারা
আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাইয়া সাতপঞ্চাশ কোটি
ষাট লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুষিত পদুরে অধিকতর
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সমবেত
মনুষ্যাগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।



দে সহায়ক ষিক্খুনং বখ্ । ১৪

“বহুদম্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
রিহরন্তো দে সহায়কে আরব্ধ কথেসি ।

১ । সাবখিবাসিনো হি দে কুলপদুত্তা সহায়কা বিহারং
গন্ত্বা সখ্ ধম্মদেসনং সদুত্তা কামে পহায় সাসনে উরং দত্ত্বা
পব্বজিত্বা পণ্ড বস্ সানি আচরিয়দ্দপঙ্কায়ানং সন্তিকে বসিত্বা
সথারং উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পদুচ্ছিত্বা বিপস্ সনাধুরং
গন্ধধুরং বিথারতো সদুত্তা একো তাব “অহম্ভন্তে, মহল্ল-
ককালে পব্বজিতো, ন সক্খিস্ সামি গন্ধধুরং পদ্রেতুং,
বিপস্ সনাধুরং পন পদ্রেস্ সামী”তি যাব অরহত্তা বিপস্-

দুই বন্ধু ষিক্কুর উপাখ্যান । ১৪

“বহুদু” এই ধম্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময় দুই
বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপদ্র বন্ধুতাসদ্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মূখে ধম্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা ধম্ম
শুনিয়া কামলালসা বর্জনে দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্ররজ্যা গ্রহণ
করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য উপাধ্যায়ের নিকট বাস
করিবার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে কয়টি
ধুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদর্শন ধুর ও গ্রন্থধুরের কথা বিস্তারিত
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন—“ভণ্ডে, আমি অধিক বয়সে প্ররজ্যা
নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন,

সনং কথাপেছা ঘটেন্তো বায়মন্তো সহ পটিস্‌সম্ভিদাহি
অরহত্তং পাপদুগ্ধি ।

২। ইতরো পন “অহং গন্ধধূরং পুরেস্‌সামী”তি
অনুক্রমেন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গগ্‌হিহা গতগতট্ঠানে
ধম্মং দেসেতি, সরভঞ্ঞং ভগতি, পণ্নমং ভিক্ষুসতানং
ধম্মং বাচেস্তো বিচরতি অট্ঠারসন্নং মহাগগানং আচারিয়ো
অহোসি । ভিক্ষুসত্ত্বং সন্তিকে কস্মট্ঠানং গহেহা
ইতরস্‌স থেরস্‌স বসনট্ঠানং গন্ত্বা তস্‌সোবাদেঠহা অরহত্তং
পহা থেরং বন্দিহা—“সথারং দট্ঠকামম্‌হা”তি বদন্তি ।

থেরো—“গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সথারং বন্দিহা
অসীতি মহাথেরে বন্দথ, সহায়কথেরম্পি মে অমহাকং
আচারিয়ো তুম্‌হে বন্দতী”তি বন্দথা”তি ।

*

*

*

ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-
সম্বিদার সহিত অহঁত্ব লাভ করিলেন ।

২। অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—“আমি গ্রন্থধূর পূর্ণ করিব ।”
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে যান মধুর
স্বরে ধর্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম শিক্ষা দেন ;
আঠারটি মহাগণের (পরিষদের) আচার্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগবানের
নিকট কস্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অহঁৎ-স্থবিরের নিকট যাইতেন এবং তাঁহার
উপদেশ মত চলিয়া অহঁত্ব প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহারা স্থবিরকে বন্দনা
করিয়া বলিতেন—“ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্থবির তাঁহাদিগকে কহিতেন—“যাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাপ্রাবককে বন্দনা করিও ।
আমার বন্ধু স্থবিরের নিকট যাইয়াও “আমাদের আচার্য আপনাকে বন্দনা
করিতেছেন” এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩। তে বিহারং গম্বা সখারণ থেরে চ বন্দিয়া “ভন্তে, অম্‌হাকং আচারিয়ো তুম্‌হে বন্দতী”তি বদন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বদন্তে “তুম্‌হাকং সহায়কভিক্‌খু ভন্তে”তি বদন্তি। এবং থেরে পদনপ্পদনং সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্‌খু থোকং কালং সহিহা অপরাভাগে সহিতুং অসক্কোন্তো “অম্‌হাকং আচারিয়ো তুম্‌হে বন্দতী”তি বদন্তে “কো এসো”তি বদন্তি “তুম্‌হাকং সহায়কভিক্‌খু”তি বদন্তে “কিম্পন তুম্‌হেহি তস্‌স সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিসু অণ্ণেতরো নিকায়ো, তীসু পিটকেসু একং পিটকং”তি বদন্তি “চতুস্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংসুকুলং গহেহা পব্‌বজিতকালেষেব অরণ্ণে পবিট্টো, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তস্‌স আগতকালে ময়া পণ্ণং পদ্বিচ্ছিতুং বট্টতী”তি চিন্তেতি।

*

*

*

৩। তাঁহারা বিহারে যাইয়া ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বন্ধুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে কে?” স্থবির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন—“আপনার বন্ধু ভিক্ষু ভন্তে!” এইরূপে স্থবির পদনপ্পদন সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘ দিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পদনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন—“সে কে?” “আপনার বন্ধু ভিক্ষু।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্‌ নিকায়? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন পিটক?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন—“সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানে না, পংসুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য জুটাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

৪। অধাপরভাগে ধেরো সথারং দট্টুমাগতো সহায়ক-
থেরস্ সন্তিকে পত্তচীবরং ঠপেত্বা গন্ত্বা সথারং চেব
অসীতিমহাথেরে চ বন্দিত্বা সহায়কস্ বসনট্টানং
পচ্চাগমি। অথস্ সো বত্তং কারেণা সম্পমানং আসনং
গহেত্বা পঞ্হং পুচ্চিস্সামীতি নিসীদি। তস্মিং
খনে সথা—“এস এবরূপং মম পুত্তং বিহেত্বেত্বা নিরয়ে
‘নিব্বত্তেয়্যা’”তি তস্মিং অনুদ্ধকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো
বিয় তেসং নিসিন্ণট্টানং গন্ত্বা পঞ্হেত্তে বুদ্ধাসনে
নিসীদি।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পঞ্হেত্তে
নিসীদন্তি। তেন সথা পকতিপঞ্হেত্তে য়েব আসনে
নিসীদি।

*

*

*

৪। অনন্তর একদিন স্থবির ভগবানকে দেখিবার জন্য আসিলেন। বন্ধ-
স্থবিরের নিকট পাঠচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন। পরে
আশিজন মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বন্ধুর আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।
অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক-রত সম্পাদনের পর সমান আসন লইয়া
“প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন। তখন ভগবান তাহা
জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—‘এই ভিক্ষু আমার এইরূপ পুত্রকে তুচ্ছ
তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে।’ এই ভাবিয়া ভগবান তাঁহার প্রতি
অনুদ্ধকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকায় বিচরণ করিতেছেন এইরূপ
ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে
উপবেশন করিলেন।

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্য শ্বতন্ত আসন একখানা
প্রস্তুত করিয়াই বসেন। তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্য স্থাপিত নির্দিষ্ট
আসনেই বসিলেন।

৫। নিসম্ভ্র খো পন গন্হিকভিক্খং পঠমম্ভানে পঞ্হং পদুচ্ছিত্তা তস্মিং কথিতে দদুতিয়ম্ভানং আদিং কহ্মা অট্ট-সদুপি সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞ্হং পদুচ্ছিত্ত, ইতরো সম্বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগ্গে পঞ্হং পদুচ্ছিত্ত। ইতরো কথेतুং নাসক্খি। ততো খীগাসযথেরং পদুচ্ছিত্ত। থেরো কথেসি। সথা “সাধু সাধু ভিক্খু”তি অভিনন্দিত্বা সেসমগ্গেসদুপি পাটিপাটিয়া পঞ্হং পদুচ্ছিত্ত, গন্হিকো একম্পি কথेतুং নাসক্খি, খীগাসবো পদুচ্ছিত্তং পদুচ্ছিত্তং কথেসি। সথা চতুসু ঠানেসু তসু সাধুকারং অদাসি। তং সুহ্মা ভুম্মদেবে আদিং কহ্মা যাব ব্রহ্মলোকা সৰ্ব্বদেবতা চেব নাগসদুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

*

*

*

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয় ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে সোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অহঁত স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু” বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অন্যান্য মার্গ সম্বন্ধেও পাটিপাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রন্থধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীগাম্ভব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণ এবং নাগ-সদুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং সদ্ভা তস্‌স অন্তেবাসিকা চেব সন্ধি-
বিহারিনো চ সথারং উম্মায়িসদ্—“কিং নামেতং সথারা
কতং, কিঞ্চি অজানন্তস্‌স মহল্লকথেরস্‌স চতুস্‌স ঠানেস্‌স
সাধুকারং অদাসি, অম্‌হাকং পনার্চরিয়স্‌স সব্বপরিয়ত্তি-
ধরস্‌স পণ্ডন্নং ভিক্‌খুসতানং পামোক্‌খস্‌স পসংসাগত্তম্পি
ন করী”তি ।

অথ নে সথা—“কিং নামতে ভিক্‌খবে, কথেথা”তি
পুচ্ছিত্বাতম্মিং অথে আরোচিতে ভিক্‌খবে, তুম্‌হাকং
আর্চরিয়ো মম সাসনে ভতিয়া গাবো রক্‌খণক সাদিসো ।
ময্‌হং পন পুত্তো যথা রুচিয়া পণ্ডগোরসে পরিভূজনকে
সামিসাদিসো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী
ভিক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধে কাণাঘৃষ্য করিতে লাগিলেন—“ভগবান একি
করিলেন ; এই বৃদ্ধ স্থবির কিছই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও
করিলেন না।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ,
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপলকের মত । আমার
পুত্র কিন্তু যথারূচি পণ্ড গোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া
এই গাথা দুইটি বলিলেন—

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো
 ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,
 গোপোব গাবো গণয়ং পরেসং
 ন ভাগবা সামঞস্ হোতি ।” ১৯
 অস্পি চে সহিতং ভাসমানো
 ধম্মস্ হোতি অনুধম্মচারী,
 রাগণ্ণ দোসণ্ণ পহায় মোহং
 সম্মপ্পজানো সর্দাবমুত্তচিন্তো ;
 অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
 স ভাগবা সামঞস্ হোতী”তি । ২০

৭। তথ—“সহিতং”তি—ত্রেপিটকস্ বুদ্ধবচনস্-
 সেতং নামং । তং আচারিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গণহিত্বা

*

*

*

“রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই
 গো-রসের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে
 প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য (ধম্মগ্রন্থ) আবৃত্তি
 করে অথচ স্বয়ং তদনুদ্রূপ আচরণ করে না
 সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না ।” ১৯

যিনি অল্পমাত্র ধম্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধম্মানুকূল জীবন
 গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহার পদার্থক প্রজ্ঞাবান
 ও বিমুক্ত চিন্ত হইয়া ঐহিক বা পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট
 হন না ; তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী ।” ২০

৭। তথায়—“সাহিত্য”—ইহা ত্রেপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্যের
 নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বহুদম্পি পরেসং “ভাসমানো” বাচেন্তো, তং ধম্মং সদ্ধা
 যং কারকেন পদুগ্গলেন কত্তব্বং তং করো ন হোতি ।
 কুহ্লট্টস্স পক্খপহরণমত্তম্পি অনিচ্ছাদি বসেন যোনিসো-
 মনসিকারং নম্পবত্তেতি ; এসো যথানাম দিবসং ভতিয়া
 গাবো রক্কন্তো গোপো পাতবো পটিচ্ছিত্তা সাংগগেত্বা
 সামিকানং নিয়াদেত্বা দিবসভতিমত্ত ; গণ্হাতি, যথারুচিয়া
 পন পণ্ডগোরসে পরিভূঞ্জিতুং ন লভতি, এবমেব কেবলং
 অন্তেবাসিকানং সন্তিকা বত্তপটিবত্তকরণমত্তস্স ভাগী
 হোতি, সামঞস্স পন ভাগী ন হোতি । যথা পন
 গোপালকেন নিয়াদিতানং গদ্বন্নং গোরসং সামিকাব পরি-
 ভূঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধম্মং সদ্ধা কারকপদুগ্গলা
 যথানুসিট্ঠং পটিপত্তিত্তা কেচি পঠেত্বানাদীনি পাপদুগ্গন্তি,
 কেচি বিপস্সনং বড্ঢেত্বা মগ্গফলানি পাপদুগ্গন্তীতি—
 গোসামিকা গোরসস্সেব সামঞস্স ভাগিনো হোন্তি ।

*

*

*

শিক্ষা দিলে সেই ধর্ম শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে
 সেই রূপ কিছদ্ব করা হয় না । মদুরগীর পক্ষ প্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদি
 বশে চিন্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না । যেমন দৈনিক বেতন
 ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বদ্বিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার
 সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ
 করে, কিন্তু যথারুচি পণ্ডগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ
 গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী
 হয়, কিন্তু শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু
 আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে ;
 সেইরূপ তাহাদের কথিত ধর্ম শুনিয়া কক্ষ্মীলোকেরা যথানুশাসিত মতে
 প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ
 বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার
 গোরসের ন্যায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত,

ইতি সথা সীলসম্পন্নস্স বহুস্সদুতস্স পমাদবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকারে অম্পবত্তস্স ভিক্খুনো বসেন পঠমগাথং কথেসি, ন দস্সীলস্স ।

৮। দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোন্তস্স কারকপদুগ্গলস্স বসেন কথিতা ।

তথ—“অম্পম্পি চে”তি—থোকং একবগ্গ দ্বিবগ্গমত্তম্পি ।

“ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী”তি—অথমণ্ডংগায়, ধম্মমণ্ডংগায়, নবলোকুত্তরধম্মস্স অনুরূপধম্মং পদ্ব-ভাগপটিপদাসংখাতং চতুপারিসুদ্ধি সীল, ধুতঙ্গ, অশুভ-কস্মট্টানাদিভেদং চরগতো অনুধম্মচারী হোতি, অঙ্গ অজ্জৈবতি পটিবেদং আকংখন্তো বিচরতি । সো ইমায় সম্মাপটিপত্তিয়া রাগণ দোসণ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা

*

*

*

প্রমাদবিহারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত হয় না, তাঁহার জন্যই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, দৃঃশীলের জন্য নহে ।

৮। দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কস্ম করেন, সেই সেই কস্মীলোকের জন্য বলা হইয়াছে ।

তথায়—“অম্পও”—সামন্য, একবর্গ দ্বিবর্গ মাত্রও ।

“ধম্ম অনুধম্ম য়েবা করে আচরণ”—অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয় লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মার্গফল লাভের পদ্বভাগ শিক্ষাম্বরূপ চারি পরিশুদ্ধ শীল, ধুতঙ্গ ও অশুভ কস্মস্থানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধম্মচারী নামে কথিত হয় । অদ্য, অদ্য না হইলে আগামীকলা জ্ঞাত হইব, এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের দ্বারা সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ন্যায়েব দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয় । পরিজ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপকস্ম হইতে অম্পক্ষণের জন্য

নয়েন পরিজানিতব্ধস্মৈ পরিজানন্তো তদঙ্গ, বিক্খম্ভন,
সমুচ্ছেদ পটিপসস্‌সন্ধি, নিসসরণ বিমুত্তীনাং বসেন স্‌বি-
মুত্তচিন্তো ।

“অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা”তি ইধলোক পরলোক
পরিয়াপান্না বা অঙ্কথিকবাহিরা বা খন্ধ্যতনধাতুয়ো চতুহি
উপাদানোহি অনুপাদিয়ন্তো মহাখীণাসবো মগ্গসঙ্খা-
তস্‌স সামঞস্‌স বসেন আগতস্‌স ফলসামঞস্‌স চেব
পণ্ড অসেক্‌থ ধম্মক্‌থন্ধস্‌স চ ভাগী হোতী”তি ।

*

*

*

বিমুক্ত হয়। পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশল
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্য পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে,
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্তি থাকে। সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ
লোকান্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ছেদন করে, অকুশল
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ
বিমুক্তি। প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকান্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া
চিত্তের প্রশান্তির লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি। নিঃসরণ বিমুক্তি
অর্থাৎ লোকান্তর কুশলচিত্ত নিঃসরণ পাপধর্মকে সমূলে
ছেদন করিয়া সংসার দূঃখ হইতে নিষ্কমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি
বলা হয়। এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি
বশে চিত্ত স্‌বিমুক্ত।

“ইহলোক পরলোকে উৎপন্ন না হয়”—ইহলোকে ও পরলোকে
অন্তর্গত অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক স্‌কন্ধ আয়তন ধাতু সমূহ চারি উপাদান
দ্বারা গ্রহণ না করিয়া মহাক্ষীণান্নব মার্গ রূপ শ্রামণ্যের বশে অধিগত ও পণ্ড
ধর্ম স্‌কন্ধের ভাগী হয়।

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

মহামানব গৌতমবুদ্ধ	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	৮০'০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	১৫০'০০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০'০০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুন্ডলা হালদার	১৫০'০০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০'০০
দীঘ নিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০'০০
থেরোগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০'০০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাসগুপ্ত	১০০'০০
ধর্মপদ (সংশোধিত)		
(বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০'০০
ধর্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০'০০
বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ—ডঃ আশা দাস		৬০'০০
সীবলীত্রত কথা—বিশুদ্ধাচার স্থবির		১৫'০০
অশোকচরিত—ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন		৩০'০০
বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		৩০০'০০
বৌদ্ধরমণী—ডঃ শ্রী বিমলাচরণ লাহা		৭৫'০০
বুদ্ধবাণী—ভিক্ষু শীলভদ্র		১০'০০
মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত—ডঃ বাণী দাশ		২২'০০
ভগ্ন মন্দির—শ্রীচন্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়		৩৫'০০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (চার খণ্ডে একত্রে)		
—রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর		৪০০'০০